নং ৭

পদ কল্পলতিকা ॥

ফলতঃ

প্রাচিন পদ কর্ত্তা মহাশয় গণ রচিত শ্রীগৌরচন্দ্র

প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বিষয়ক পদ

সম্প্রতি

শ্রীযুত গৌরমোহন দাস

দ্বারা

সংগৃহীত হইয়া

কলিকাতার রাজেন্দ্র যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল ।

শকাব্দা ১৭৭১

গ্রন্থ গ্রহণেচ্ছ ব্যক্তি পশ্চাল্লিখিত স্থানত্রয়েতত্ত্ব করিলে পাইবেন মূল্য (১) একতঙ্কা মাত্র ॥

শ্রীযুত বাবু দিননাথ দে আই এণ্ডে আর ওয়াটসন সাহেবের আফিস

শ্রীযুত বাবু বদনচাঁদ চন্দ্র চাঁপাতলা ।

শ্রীবটকৃষ্ণ দাস নং ২২ পুরাণ চিনাবাজার ॥

নির্ঘণ্ট পত্র।

নির্ঘণ্টপত্র।

নং ৭

পদ কল্পলতিকা ৷৷

ফলতঃ

প্রাচিন পদ কর্ত্তা মহাশয় গণ রচিত শ্রীগৌরচন্দ্র

প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বিষয়ক পদ

সম্প্রতি

শ্রীযুত গৌরমোহন দাস

দ্বারা

সংগৃহীত হইয়া

কলিকাতার রাজেন্দ্র যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল ।

শকাব্দা ১৭৭১

গ্রন্থ গ্রহণেচ্ছ ব্যক্তি পশ্চাল্লিখিত স্থানত্রয়েতত্ত্ব করিলে পাইবেন মূল্য (১) একতঙ্কা মাত্র ৷৷

শ্রীযুত বাবু দিননাথ দে আই এণ্ডে আর ওয়াটসন সাহেবের আফিস

শ্রীযুত বাবু বদনচাঁদ চন্দ্র চাঁপাতলা ।

শ্রীবটকৃষ্ণ দাস নং ২২ পুরাণ চিনাবাজার ৷৷

নির্ঘণ্ট পত্র।

নির্ঘণ্টপত্র।

শ্রীশ্রীগুরুচরণে ॥

বেলোয়াল ॥ হরি২ হেন দিন হোওব হামার। শ্রীগুরুদেব চরিত গুণ অদ্ভুত নিরবধি চিন্তব হৃদয় মাঝার ॥ ধ্রু ॥ মৃদু মৃদু হসিত বদনে বচনামৃত শ্রবণ চসকভরি করবকিপান। নিরুপম মঞ্জু মুরতিজন রঞ্জন নিরখি করব কব তৃপত নয়ান ॥ ললিত অঙ্গপরি মনমিত নব২ নাসাপুটভরি রাখব তায়। ইহ বদনে উহ মধুর নাম শুভ রটব নিরন্তর হরষ হিয়ায় ॥ কি কহব অব অতিশয় সব দুল্লভ করি পরিচর্য্য সফল হব হাত। ধরণী পতিত হই পতিত এ নর হরি চরণ কঞ্জু তর ধরবকি মাথ ॥ ১ ॥

গৌরচন্দ্র ॥

করুণা রাগ ॥ জয় জয় কলরব নদিয়া নগরে। জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে ॥ ফাল্গুণ পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফল্গুণী শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি ॥ পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি করিল প্রকাশ। দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ ॥ দ্বাপর যুগেতে ভেল কৃষ্ণ অবতার। আপনি করিল সব অসুর সংহার ॥ শচীর উদরে এবে গোরা অবতার। কলিযুগের জীব গোরা করিতে নিস্তার ॥ বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা। গোরা পদ দ্বন্দ্ব সদা করিয়া ভরসা ॥ ১ ॥

সিন্ধু ॥কলি তিমিঙ্গা কুল অখিল লোক দেখি বদন চাঁদ পরকাশ। লোচনে প্রেম সুধারস বরিষয়ে জগজনে তাপ বিনাশ॥ গৌর করুণা সিন্ধু অবতার। নিজনাম গাঁথিয়া নাম চিন্তামণি জগতে পরায়ল হার॥ ধ্রু ॥ ভকত কলপ তরু অন্তরে অন্তরু রোপই ঠামই ঠাম। তছু পদতলে অব লম্বন পন্থিক পূরয়ে নিজ২ কাম॥ ভাব গজেন্দ্র চঢায়ল অকিঞ্চনে ঐ ছন পহুক বিলাষ। সংসার কালকুট বিষে দগধল এ কলে গোবিন্দদাস॥২॥

বিভাস॥ পরাণ নিমাই মোর খেপাবড় বটেগো এক দিন দেখিনু নয়নে। ধুলায় ধূষর তনু কিবা অপরূপ গো হামাগুড়ী ফিরয়ে অঙ্গনে॥ সুচাঁদ বদনে হাসি মা বলিয়া ডাক্কে গো অমনি আইল শচী ধাঞা। কোলেতে চড়িয়া অতি কান্দিয়া বিকল গো তাদেখি বিদরে মেন হিয়া। কত যতন করি তমু প্রবোধ নামানে গো হাসয় তাহার গলা ধরি। সভাই হরষ হইয়া হরি২ বলে গো নিমাই নাম্বিয়া কোল হইতে। দাঁড়াইতে নারে তমু নাচএ কৌতুকে গো হাত দিয়া জননীর হাতে॥ কিলাগি কান্দিল কেউ বুঝিতে নারিল গো সভাই ভাবএ মনে মনে। নরহরি পরাণ নিমাই এইরূপে গো খেপামো করিতে ভাল জানে॥৩॥

মাযুর॥ গোষ্ঠলীলা গোরা চাঁদের মনেতে পড়িল। ধবলী শামলী বলি সঘনে ডাকিল॥ সিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া

জয়ধ্বনি। হৈ হৈ করিয়া ঘন ফিরায় পাঁচনি॥ রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে মুকুন্দ। গৌরীদাস আদি সভে পাইল আনন্দ বাসুদেব ঘোষে গায় মনের হরিষে। গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিল প্রকাশে॥ ৪॥

কর্ণাট কামোদ॥ সবহুঁ নাচত সবহুঁ গায়ত সবহুঁ আনন্দে বাধিয়া। ভাবে কম্পিত লুটত ভূতলে বেকত গৌরকাতিঁয়া॥ মধুর মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজত চলত কত কত ভাঁতিয়া। বচন গদ২ মধুর হাসত খসত মোতিম পাঁতিয়া॥ পতিত কোলে করি বোলত হরি২ দেয়ত পুনঃ যাচিয়া। অরুণ লোচনে বরুণ ঝরতহি এতিন ভুবন ভাসিয়া॥ এসুখ সাগরে লুবধ জগজনে মুগধ ইহ দিন রাতিয়া। গোবিন্দ দাস রোয়ত অনুক্ষণ বিন্দু কণা আধ লাগিয়া॥ ৫॥

মায়ুর॥ আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল। নদিয়ার মাঝে গোরা দানশির জিল॥ দান দেহ বলি ডাকে গোরা দ্বিজমণি। বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরণী॥ দান দেহ২ বলি ঘন২ ডাকে। নদিয়া নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥ কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান। সেভাব পড়িল মনে বাসু ঘোষে গান॥ ৬॥

ধনাশ্রী॥ আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়। সুরধুনী মাঝে যাইয়া নবিন নাবিক হইয়া সহচর মিলিয়া খেলায়॥ প্রিয় গদাধর সঙ্গে পূরব রভস রঙ্গে নৌকায় বসিয়া করে কেলি। ডুবু২ করে না বহয়ে বিষম বা দেখি হাসে গোরা

বনমালী॥ কেহ করে উতরোল ঘন২ হরিবোল দুকূলে নদিয়া লোক দেখে। ভুবন মোহন নাইয়া দেখিয়া বিবস হইয়া যুবতী ভুলল লাখে২ ॥ জগজন চিতচোর গৌর সুন্দর মোর যাকরে তাহাই পরতেক। কহে দিজ রামা নন্দে এহেন আনন্দ কন্দে বঞ্চি রহিনু মুই এক॥ ৭ ॥

গৌরী॥ ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনী। বাজে সংকীর্ত্তণ মধুর ধ্বনি॥ ধ্রু॥ বিবিধ কুসুমফুলে বনি বনমালা। কত কোটী চন্দ্র জিনি বদন উজরা॥ বৃহ্মাদি দেব যারে কর যোড়করে। সহস্র বদনে ফণি ছত্রধরে॥ বীর বল্লভ দাস গৌর চরণে আশ। জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ॥৮

শোহিনী॥ সজনী অপরূপ রূপ দেখসিয়া। নাচে গোরা হরি বোল বলিয়া॥ ধ্রু॥ পূরবে পরোক্ষে ভাব পরতেক দেখ লাভ সেই এই গোরা বিনোদিয়া। সুগন্ধি চন্দন সার গন্ধ করবিরমাল গোরা অঙ্গে পড়িছে লোলিয়া॥ ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে মোহন মূরলী চাহে বাঁধে চূড়া চাঁচর চিকুরে। কৃষ্ণ২ বলি ডাকে মালসাট মারে বুকে কেনে বুলে সভার ঠাকুরে। জাহ্নবী যমুনা ভ্রম তীরে তরু বৃন্দা[illegible] নব দ্বীপ গোকুল মথুরা। কহে নয়নানন্দ সেই সখা সখী বৃন্দ কিলাগিয়া কাল হইল গোরা॥ ৯॥

শ্রীরাগ॥ চম্পক সোন কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু লাব নিরে। উমতগীম সীম নাহি অনুভব জগ মন মোহন ভাব নিরে॥ জয় শচি নন্দন ত্রিভুবন বন্দন মণ্ডন কলী যুগ

কাল ভুজঙ্গ খণ্ডনরে। বিপুল পুলকাকুল আকুল কলে বর গর২ অন্তর প্রেম ভরে। লহ২ হাসনি পদ২ ভাষনি কত মন্দাকিনী নয়ন ঝরে॥ নিজগুণে নাচত নয়ন ঢুলায়ত গায়ত কত কত ভকত মিলি। যো রসে ভাশি অবস মহি মণ্ডল গোবিন্দ দাস তাহে পরশনা ভেলি॥ ১০॥

শোহিনী॥ মদন মোহন তনু গৌরাঙ্গ সুন্দর। ললাটে তিলক শোভে ঊর্দ্ধ মনোহর ॥ ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল। প্রাকৃত নয়ন দুই পরম চঞ্চল॥ শুক্ল যজ্ঞ সূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে। সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে অধরে তাম্বুল হাসে শ্রীবর চাহিয়া। যাউ বৃন্দাবন দাস যে রূপ নিছিয়া॥ ১১॥

শুই মিন্দুড়া॥ সঙ্গে সহচর গৌরাঙ্গ নাগর দেখিনু পথের মাঝে। ও রূপ দেখিতে চিত বেয়াকুল ভুলিনু গৃহের কাজে সজনী গোরা রূপে মদন মোহে। সতী যুবতী এমতি হইল আর কি ধৈরজ রহে॥ ধ্রু॥ মদন ধনুয়া ধনুক জিনিয়া নয়ানে গাঁথিল বান। মুখ শশোধর বান্দুলি অধর হাসি শুধা নিরমান॥ বসন ভূষণ কতেক ধরণ চরণ চলন শোভা। গোপাল দাষ কহে শচীর নন্দনে মুনির মানস লোভা॥১২॥

কেদার॥ প্রেমে ঢল ঢল কনয় কলেবর নটন রসে ভেল ভোর। এদিন যামিনী আবেশে অবশ প্রিয় গদাধর কোর॥ গোরা পহু করুণাময় অবতার। যোগুণ কীর্ত্তণে

পতিত দূর্গত সভেই পায়ল নিস্তার ॥ ধ্রু ॥ হরি২ বলি ভুজ যুগ তুলি পুলকে পূরল তনু । অরুণ দিঠি জলে অবনী ভাষল শুরধূনী ধারা বহে জনু ॥ পদতলে ভকত কল্পতরু সঞ্চরু শিঞ্চিত থেম মকরন্দ। যাকর ছায় শুরাশুর নর বর পরমানন্দ নিরবন্দ ॥ পেখনু গৌরচন্দ্র নটরাজ। জঙ্গম হেম কল্পতরু উয়ল কিয়ে নবদ্বীপ মাঝ ॥ নয়ন নীরদ জনিত মন্দাকিনী ত্রিভুবন ভরল তরঙ্গে। নিত্যানন্দ চন্দ্র রাম দিনমণি ভ্রমই প্রদক্ষিণ রঙ্গে ॥ যাকর চরণ সমাধিয়ে শঙ্কর চতুরানন করু আশে। সো পহু পতিত কোরে করি কাঁদই কি কহব গোবিন্দ দাসে ॥ ১৩ ॥

শোহিনী ॥ আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা২ বলি কান্দে লোটায় ধরণী ॥ রাধা নাম যপে গোরা পরম যতনে। শুরধুনী ধারা বহে অরুণ নয়নে ॥ ক্ষণে২ গোরা অঙ্গ ভূমে গড়িজায়। রাধানাম বলি ক্ষণে২ মূরছায় ॥ পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল। বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল ॥ ১৪ ॥

কামোদ ॥ নিরমল গৌর তনু কসি কাঞ্চন জনু হের ইতে পড়ি গেল ভোর। ভাও ভূজঙ্গমে দংশল মঝু মন অন্তর কাঁপয়ে মোর ॥ সজনী যব হাম পেখনু গোরা। অকুল দিগ বিদিগ নাহি পাইয়ে মদন লালসে মন ভোরা ধ্রু ॥ অরুণিত নয়নে ঝরিছে অলকোনে বরিখে কুসুম সরসাধে। জীবইতে জীবনে থেহ নাহি পাইয়ে জনু গঙ্গা

অগাধে ॥ মন্ত্র মহৌষধি তুহুঁ জানসি যদি মঝু লাগিকর বিউপায় । বাসুদেব ঘোষ কহে শুন২ হে সখী গোরা লাগি প্রাণমোর যায়॥ ১৫ ॥

টোড়ী ॥ বিহরে আজু রশিক রাজ গৌরচন্দ্ নদিয়া মাঝ কুঞ্জকেশর পুঞ্জ উজর কনকরুচির কাঁতিয়া। কোটিকাম রূপধাম ভুবন মোহন লাবনি ঠাম হেরত জগত যুবতী উ মতি ধৈরজ ধরম ত্যেজিয়া ॥ অসিম সরদ পূনিম চন্দ কিরণ বদন মদন ছন্দ কুন্দ কুসুম নিন্দি শুসম মঞ্জুরদল পাতিয়া। বিম্ব অধরে মধুরহাসি বমইকতই অমিয়া রাশি সুধই সিন্ধু নিকর মিঝর বচন রচণ ভাঁতিয়া। মধুর বরজ বিপিন কুঞ্জ মধুর যুবতী পিরিতি পুঞ্জ সোঙরি২ অধিক অবশ মুগধ দিবস রাতিয়া ॥ ভাবে অবশ অলস ধন্দ চলত নটত খলত মন্দ পতিত কোর পড়ত ভোর নিবিড় আনন্দে মাতিয়া। অরুণ নয়নে অরুণ চাই সঘনে যপয়ে রাই রাই নটত উমত লুটই ভূমত ফুটই মরত ছাতিয়া। উত্তম মধ্যম অধম জীব সবহু প্রেমে অমিয়া পীব তহি বলরাম বঞ্চিত অধম সুঠাম অপরাধিয়া॥ ১৬॥

পটমঞ্জরী ॥ দুই পিরীতি আরতি নাহি টুটে। পরসে সর স তনু কত সুখ উঠে ॥ নাচেন গৌরাঙ্গ মোর গদাধর আসে। গদাধর নাচে পুন গৌরাঙ্গ বিলাসে ॥ ধ্রু॥ পুরুষ প্রকৃতী কিবা জানকী শ্রীরাম। রাধা কানু কেলী কিবা রতি দেবকাম॥ অনম অনঙ্গ [illegible]

মহিমা সীমা কি বলিতে জানি ॥ মুখ চাঁদ কি বলিব নিতি জিয়ে মরে। করপদ কি কহিব হেম ভয়ে ঝরে ॥ প্রেম কীর্ত্তন সুখ নদীয়া নগরে। প্রেমের গৃহিনী পণ্ডিত গদা ধরে ॥ প্রেম পরসমণি শচীর নন্দনে। উধারিল জগজনে দিয়া প্রেমধনে ॥ কহেন নয়নানন্দ সতন্ত্র বেহার। সুনিলে হরয়ে মন ইথে কি বিচার ॥ ১৭ ॥
আসোয়ারি ॥ নাচত গৌর সুন্দর বর রঙ্গিয়া। প্রেমভরে ভেল ডগ মগিয়া ॥ ধ্রু ॥ গোবিন্দের অঙ্গে নিজ অঙ্গ হেলা ইয়া। ভাবে অবশ চিৎ পড়ে মুরছিয়া ॥ রাধার ভাবে পহু রাধার বরণ ধরে রাধা২ বয়নক ভাষে। ইঙ্গিত বুঝিয়া দাস গদাধর কৌতুকে রহল বাম পাসে ॥ মুরলী মুরলী বলি সঘনে ফুকরই রহই মুরলী মুখ হেরিয়া। গো গোপী শ্রীবৃন্দাবন পুনঃ২ বলি পড়ে ঢলিয়া ॥ গৌর আনন্দে গৌড় আনন্দিত আনন্দে গোকুল সঙ্গিয়া। ঠাকুর গৌরীদাস ও মরম জানয়ে বলরাম দাস গুন গাইয়া ॥ ১৮
ললীত ॥ ঘুমক ঘোরে ভোর শচী নন্দন কো সমঝুব তছু প্রেম বিলাস। পুরব নিকুঞ্জ সয়নে জনু নিমগন বোলত তৈছে মধুর মৃদু ভাষ ॥ জাগ২ রমনী সীরোমনী সুন্দরী কতহী ঘুমায় সী রজনিক সেষ। তব বচনামৃত সঙ্গত পা ন বীনু চঞ্চল শ্রবন রহীত সুখলেষ মুদীত ত্যেজি তরল নয়নাঞ্চলে ললীত ভঙ্গি করি কর মনমান। মন বন বঙ্ক নীসঙ্ক কহই তোহে হাসী রতন মোহে দেহ দান ॥ মঝু

অভিলাষ সমুঝি উঠি বৈঠহ নিজ করে বেশ বিরচব তোঁ হারি। ইহ বিধি কহত নরহরি পহুঁ বহুঁরি নিদগত কথন বিশারি॥ ১৯॥

দেসাগ॥ গোলক ছাড়িয়া পহুঁ কেনবা অবনী। কালা রূপে হইল কেনে গোরারূপ খানি॥ হাস বিলাস ছাড়ি গোরা কেনে কাঁদে। নাজানি ঠেকিলা গোরা কার প্রেম ফাঁদে॥ ক্ষণে কৃষ্ণ২ বলি কাঁদে ঘন২। ক্ষণে সখী সখী বলি করয়ে রোদন॥ মথুরা২ বলি করয়ে বিলাপ। ক্ষণেকে অক্রুর বলি করে অনুতাপ॥ ক্ষণে২ বলে ছিছি চাঁদ চন্দন হেরইতে য়ৈছন লাগয়ে দহন॥ ছার পরাণ কুল বতির না যায়। কহিতে আকুল পহুঁ ধুলায় লোটায়॥ গদাধর দাস কাঁদে গৌরাঙ্গ করি কোলে। রায় রামানন্দ কাঁদে প্রণয় বিকলে॥ স্বরূপ রূপ কাঁদে বুঝিয়া বিলাস। নাবুঝিয়া কাঁদে নরু গোবিন্দ দাস॥ ২০॥

পট মঞ্জরী॥ কিভাব উঠিল মনে কাঁদিয়া আকুল প্রেমে সোনার অঙ্গ ধূলায় লোটায়। ডাকে রাধা২ বলি গদাধর বামে করি পীত বসন বংশী চায়॥ ধরি নটবর বেশ স মুখে হেলায় কেশ তাহে শোভে ময়ূরের পাখা। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ধরি সঘনে বোলএ হরি চাহে গোরা কদম্বের শাখা॥ সুনি বৃন্দাবন গুণ রসে উনমত মন সখী বৃন্দ কোথা গেল হায়। তাবুঝিয়া রসবোধ প্রিয় সব পারিসদ গৌরাঙ্গ বলিয়া গুণ গায়॥ অবধূত বলে সাবধান নাকরিহ

রসগান উথলিলে নাধরে পরাণি। মনের আনন্দে কহে পরমানন্দে নিজ দেহ নাধরে পরাণি॥ ২১॥

শোহিনী॥ হরি২ গোরা কেন কান্দে। নিজ সহচর গণ পুছই কারণ হেরই গোরা মুখ চাঁদে॥ অকণিত লোচন প্রেম ভরে ভেল দুন ঝর২ ঝরে প্রেম বারি। ঐ ছন শিথিল গাঁথল মতি ফল খসয়ে উপরি উপরি॥ সঙরি বৃন্দাবন নিশ সই পুনঃ২ আপন অঙ্গ নিরখিয়া। দুই হাতে বুকে মারি রাই২ করি ধরণী পড়ল মুরছিয়া॥ তহি প্রিয় গদা ধর ধরিয়া করল কোর কহয়ে শ্রীবাস মুখ দিয়া। পুনঃ অট্ট অট্ট হাসে জগজন মন তোষে বাসু ঘোষ নারয়ে বুঝিয়া॥২২॥

বিভাস॥ নিশি পরভাতে বসি আঙ্গিনাতে বিরস বদন খানি। গৌরাঙ্গ চাঁদের হেন ব্যবহার এমতি কভূ নাজানি সই এমতি করিল কে। গোরা গুণনিধি বিধির অবধি তাহারে পাইল সে॥ ধ্রু॥ কস্তূরী চন্দন করি ঘরিসন গাঁথিয়া ফুলের মালা। বিচিত্র পালঙ্গে সেজ বিছাইনু সুইবে শচীর বালা॥ হেদে গো সজনী সকল রজনী জাগিয়া পোহাল বসি। তিলে তিনবার দণ্ডে শতবার মন্দিরে বাহিরে আসি বাসু ঘোষে বলে গৌরাঙ্গ আইলে এখনি কহিব তারে। হেথা নাআয়ল রজনি বঞ্চল আছিল কাহার ঘরে॥২৩

ললিত॥ আজু কেনে গৌরাঙ্গ চান্দের বিরস বদন। রজনী জাগইতে অরুণ নয়ন॥ আলসে অবস গোরা কিছুই নাচায়

ঢুলিয়া২ পড়ে দেখিতে নাপায়॥ আজুরজনী বঞ্চিলা কা ক্সনে। চাঁদ মুখ সুখাইছে কিসের কারণে॥ বাসুদেব ঘোস বলে গোরা কেন কান্দে। নাজানি ঠেকেছে গোরা কার প্রেম ফান্দে॥২৪॥

কামোদ॥ হরো দেখ সাজনি গৌরাঙ্গের আকুল নদী যণু ঝুরয়ে নয়ান। কোই ভাবে ভাবিত অন্তর হেরি২ ঝুরয়ে পরাণ॥ সজনী ক্ষণে কহই বাত। ঐ ছন তন্ত্র মন্ত্র পড়ত কেহ যৈছনে নহে পরভাত॥ তাক বিছেদে হাম সহই না পারব নিকসয় পাপ পরাণ। কি করব কৈছনে ইহ দুঃখ মিটব ত্বরিতে করহ বিধান॥ এতসুনি ভকত গণ কান্দই তহি করব অনুবাদ। রাধামোহন দিন কিছুই নাজানত অতএ সে করত বিষাদ॥ ২৫॥

বিভাস॥ ধিকযাউ এছার জীবনে। পরাণের পরাণ গোরা গেল কোনখানে॥ গোরা বিনে প্রাণ মোর আকুল বিকল নিরবধি আঁখির জল করে ছল২॥ নাহেরব চাঁদ মুখনাশু নিব বানী। হেন মন করে গোরা বিনু পসিমু ধরনী॥ গেল সুখ সম্পদ জতপহু কৈল। শেল সন্দেশ মোর হৃদি রহি গেল॥ গোরা বিনে নিশি দিশি আন নাহি মনে। নির বধি চিন্ত মুই নিধনিযার ধনে॥ রাতুল চরণ তল অতিশয় সোভা। যাহা লাগি মন মোর অতিশয় লোভা॥ ডাহি নে আছিলা বিধি এবে ভেল বাম। কহে বাসুদেব ঘোষ স্মরী গুণ গাম॥ ২৬॥

পাহিড়া ॥ হরি২ কিনা হইল নদীয়া নগরে। কেশব ভার তি আশি কুলিশ পাড়িল গো রসবতী পরাণের ঘরে॥ ধ্রু প্রিয় সহচরী গণে যে সাধ করিল মনে সে সব স্বপন সম ভেল। গিরিপুরী ভারতী আসিয়া করিল যতি আঁচলের রতন কাঢ়ি নিল॥ নবিন বয়েশ বেশ কিবা সে চাঁচর কেশ মুখে হাসি আছএ মিশাইয়া। আমরা পরের নারী পরাণ ধরিতে নারি কেমনে বঞ্চিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥ সুরধুনী তীরে তরু কদম্ব খণ্ডিত উরু প্রাণ কাঁদে কেতকি দেখিয়া। নদীয়া আনন্দে ছিল গোকুলের পারা হইল বাসুদেব মর য়ে ঝুরিয়া ॥২৭॥

সুই ॥ সকল মহান্ত মিলি সকালে সিনান করি আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে। গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিরহে রহি য়াছে পড়ি। শচী কাঁদে বাহির দ্বয়ারে। শুন২ আরে নিতাই গুণমণি। কেবা আসি দিল মন্ত্র সিখাইল কোন তন্ত্র কিবা হইল কিছুই না জানি॥ ধ্রু ॥ কিবা করি লয়ে গে ছাড়িয়া। কিবা নিঠুরাই কৈল পাথারে ভাষাইয়া গেল রহিব কাহার মুখ চাইয়া ॥ কহে বাসুদেব ভাষা শচীর এমন দশা মরা যেন রহিয়াছে পড়িয়া॥২৮ ॥

সুই॥ কলহ করিয়া ছলা আগে পহুঁ চলি গেলা ভেটি বারে নীলাচল রায়। বিছেদে ভকত গণ হইয়া বিসম্ম মন পদ চিহ্ন অনুসারে ধায়॥ নিতাই বিরহে নয়ান ভেল অন্ধ। আঠার নালাতে কাঁদি২ যান পথে নিত্যানন্দ অবধূত

চন্দ্র ॥ ধ্রু ॥ সিংহ দ্বারে গিয়া মরম বেদনা পাইয়া দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রায়। সভে অতি অনুরাগী উদ্দেশ পাবার লাগি নীলাচল বাসিরে সুধায় ॥ জাম্বুনদস্বর্ণ জিনি গৌর বরণ খানি অরুণ চরণ পীতবাস। অনুক্ষণ লোচনে প্রেম বারি ঝর ঝর ধরণী রহত দোপাস ॥ হরে কৃষ্ণ২ সঘনেই বোলত নূতন কিশোর বয়েশ। গোবিন্দ দাস কহে হামু সে দেখনু সার্ব্বভৌম মন্দিরে প্রবেশ ॥ ২৯॥

বসন্ত ॥ নীলাচলে কনকাচল গোরা। গোবিন্দ ফাগু রঙ্গে ভেল ভোরা ॥ দেব কুমারী নারীগণ সঙ্গে। পুলকে কদম্ব করম্বিত অঙ্গে॥ ফাগু খেলত গৌর তনু। প্রেম সুধাসিন্ধু মূরতি জনু ॥ ফাগু অরুণ তনু অরুণহি চীর। অরুণ নয়নে ঝরে অরুণহি নীর ॥ কণ্ঠেহি লোলিত অরুণিত মাল। অরুণ ভকতগণ গায় রসাল ॥ কত২ ভাব বিথারল অঙ্গ। নয়ান ঢুলা ঢুলি প্রেম তরঙ্গ ॥ হেরি গদাধর লহ২ হাস সোনাহি সমুঝল গোবিন্দ দাস॥ ৩০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র ॥

বেলোয়ার ॥ জগজন তারণ কারণ ধাম। আনন্দ কন্দ শ্রীনিত্যানন্দ রাম ॥ ধ্রু ॥ ডগ মগ লোচন কমল ফিরায়ত সহজে অথির গতি দিঠি নাতোযার। ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন২ গরজই গৌর প্রেমের ভরে চলই নাপার॥ গদ২ মধুর২ বচনামৃত লহু২ হাস বিকাশিত গণ্ড। [illegible]

খণ্ডন শ্রীভুজ মণ্ডন কনয় খচিত অবলম্বন দণ্ড ॥ কলিযুগ
কাল ভুজঙ্গমে দংশল থাবর জঙ্গম পেখী। প্রেম সুধারস
জগভরি বরিখত গোবিন্দ দাস তাহে কাহে উপেখি॥ ১

গৌরী॥ দেখরে প্রবল মল্ল বেশ ধারী। নাম নিত্যানন্দ
ভাইয়া বলি রোয়ত ভাব বুঝিতে নাপারি ॥ ধ্রু ॥ ভাবে
ঘুর্ণিত লোচন ঢল২ দিগ বিদিগ নাহি মানে। মত্ত সিংহ
জিনি গরজন ঘন২ জগমে কাহু নামানে ॥ লীলা রসময়
সুন্দর বিগ্রহ আনন্দে নটন বিলাস। কলিমল দলন দোলন
গতি মন্থর কীর্ত্তন করল প্রকাশ॥ কটীতটে বিবিধ বরণ
পট্ট পহিরণ মলয়জ লেপন অঙ্গে। জ্ঞান দাস কহে বিধি
মিলায়ল আনি কলিমে ঐ ছন রঙ্গে ॥ ২ ॥

ধনাশ্রী॥ পূরবে গোবর্দ্ধন ধরল অনুজ সঙ্গে জগজনে বলে
বলরাম। এবেসে চৈতন্য সঙ্গে আইলা কীর্ত্তন রঙ্গে আন
ন্দে নিত্যানন্দ নাম ॥ পরম উদার করুণাময় বিগ্রহ
ভুবন মঙ্গল গুণ ধাম। গৌর পিরীতি রসে কটীর বসন
খসে অবতার অতি অনুপাম॥ নাচত গায়ত হরি২ বোল
ত অবিরত গৌর গোপাল। হাস বিকাস মিলিত মধুরা
ধরে রোয়ত পরম রসাল॥ রামদাসের পহু সুন্দর রসবর
গৌরী দাস নাহি জানে। অখিল লোক জত ইহ রসে উন
মত জ্ঞান দাস গুণ গানে॥ ৩॥

ধনাশ্রী॥ চলে নিজ প্রেম ভরে দিগ টল মল করে পদ ভরে

নিজ পারিষদে গুণ গায় ॥ দেখ ভাই অবনী মণ্ডলে নিত্যানন্দ। গোরা মুখ হেরি কত বাঢয়ে আনন্দ॥ ধ্রু ॥ পরিধান নীলধটী আটনি নারহে কটী অন্তর ভাবে বাহ্য নাহি জানে। অঙ্গ হেলি২ চলে গৌর২ বলে নিশি দিশি আর নাহি জানে॥ যুগে২ রাম সুজন প্রতিপালক পাষণ্ডীর করিতে বিনাশ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥ ৪ ॥

ধনাশ্রী॥প্রেমে মত্ত মহাবলা চলেনিতাই দিগ দলি ধরণী ধরিতেনারে ভার। অঙ্গ ভঙ্গি সুন্দর গতি অতি মন্থর কি ছার কুঞ্জর মাতয়ারা॥ প্রেমে পুলকিত তনু কনয়া কদম্ব জনু প্রেমধারা বহে দুটী আঁখে। নাচে গায় গোরা গুণে পূরব পড়েছে মনে ভাইয়ারে২ বলি ডাকে ॥ হুহুঙ্কার মালসাটে কেশরী গরব টুটে সুনি বুক ফাটিমরে পাষণ্ডী জনা।লগুড় নাহিক সাথে অরুণ কঞ্জক হাতে হলধর মহা বীর বানা॥ কিবল পতিত বন্ধু বক্ষের রতন সিন্ধু অন্ধের লোচন পরকাশ। পতিতের অবশেষে রহি গেল গুপ্ত দাসে পুন পহুঁ নাকৈল তলাস॥ ৫॥

শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র॥

শ্রীরাগ ॥ সুরধুনী বারি ঝারি ভরি ডারই পুনঃ২ অবিচারি। কোজানে কাহে লাগি কাহে অকিসিধই লীলা কোই বঝই নাপারি॥ সিতাপতি অদ্বৈত পহু ।হেরইতে

মঝু মন লাগি রহু ॥ ধ্রু ॥ নব২ তুলসীক মঞ্জরী তহিপুনঃ দেই হাসি২। কবহু গৌর সিতশ্যাম বনোহিত কোজানে কতহু মূরতি পরকাশি ॥ ডাহিনে রহু পুরুষোত্তম কামদেব রহু বাম। অপরূপ চরিত হেরি সব চমকিত গোবিন্দ দাস কি কহব গুণগাম॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ॥

ভাটিয়ারি ॥ পাখানি নাচাইয়া নূপুর বাজাইয়া বসিয়া মায়ের কোলে। ঈষৎ হাসিয়া মাখন তুলিয়া আধ২ বানি বোলে ॥ কাঁচা মরকত নবনী জড়িত মনহর তনুখানি। হাসিয়া২ অমিয়া সিঞ্চিয়া বোলে আধ২ বানি ॥ যাঁহা লাগি শিব ছাড়ি নিজ বৈভব বিরিঞ্চি ধ্যানে নাপায় ঃ দ্বিজ শ্যাম দাসে বলে সেই গোপাল কুতূহলে নন্দ গৃহে ধূলায় লোটায় ॥ ১ ॥

মাউর ॥ আঙ্গিনামে নাচত নন্দদুলাল। চৌদিগে ব্রজ বধু নাচত গায়ত বোলত থই২ তাল॥ ধ্রু ॥ থমকি২ মৃদু মন্দ মধুর গতি ঘুঙ্গুর শব্দ সুতাল। বঙ্ক বলয় ধ্বনি নূপুর ঝণ ঝনি আধ২ বোলে রসাল॥ মরকত অঞ্জন ইন্দু বদন ঘন মোহন মূরতি তমাল। ঈষৎ মধুর তহিঁগিম দোলায়নি করপদ পঙ্কজ লাল ॥ ধরণী আনন্দিত অঙ্গ বিরাজিত সুন্দর বাল গোপাল। রামচন্দ্র কে প্রভু অখিল কলা গুরু ভকত বৎসল জয় গোপাল ॥ ২ ॥

রামকেলী ॥ দেখ মাই নাচত নন্দ দুলাল। মনি ময় নূপুর কটি পর ঘাঘর মোহন উর বনমাল ॥ ধ্রু ॥ গোপিনী কত সত বালক যূথ২ গায়ত বোলত ভাল। তীন্দ্ দৃমিকধ্বনি তথই থইত সুনি নৃগধি তৃগধি তাল॥ লহু২ হাস ভাষ মৃদু বোলত নিকসত মোতিম দন্ত রসাল। শ্যামচাঁদ দাস ভন জগজন জীবন পরম দয়াল ॥ ৩ ॥

টোড়ী ॥ দেখসিয়া রামের মা গো গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া। কোথা গেল নন্দরায় আনন্দ বহিয়া যায় নয়ান ভরিয়া দেখ সিয়া॥ চিত্র বিচিত্র নাট চরণে চাঁদের হাট চলে যেন খঞ্জনিয়া পাখী। সাধ করিয়া মায় নূপুর দিছে রাঙ্গা পায় নাচিয়া২ আইস দেখি ॥ প্রতি পদ চিহ্ন তায় পৃথক পড়িয়া যায় ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ তাহে সাজে। যাদবেন্দু দাসে কয় নাটুয়া গোবিন্দ রায় প্রেম ভরে অধিক বিরাজে ॥ ৪ ॥

ভাটিয়ারি ॥ মরি বাছা ছাড়রে বসন। কলসী উলাইয়া তোমারে লইব এখন ॥ মরি তোমার বালাই লইয়া আগে আগে চল ধাইয়া ঘাঁঘর নূপুর কেমন বাজে সুনি। রাঙ্গা লাঠি দিব হাতে খেলাইও ছিদামের সাথে ঘরে গেলে দিব ক্ষীর ননী ॥ মুই রইনু তোমা লইয়া গৃহ কর্ম্ম গেল বইয়া মোরে হবে কেমন উপায়। কলসী লাগিল কাঁখে ছাড়রে অভাগী মাকে হোর দেখ ধবল পিযায় ॥ মায়ের করুণা ভাষ সুনিয়া ছাড়িল বাস আগে২ চলে ব্রজরায়।

কিঙ্কিণী কাছনি ধ্বনি অতি সুমধুর সুনি রাণী বলে সোনার বাছা যায় ॥ ভুবন মোহিয়া উরে আঙ্গুলের নখবরে সোনায় বান্ধিয়া থোপা তায়। ধাইয়া যাইতে পিঠে অধিক আনন্দ উঠে নরসিংহ দাস গুণ গায়॥ ৫ ॥

ধনাশ্রী ॥ আগে যায় যদুমণি পাছে রাণী ধায়। নাসুনে মায়ের বোল ফিরিয়া নাচায় ॥ যাদব মোর আয়রে আয়। বাহু পসারিয়া ডাকে তোমার মায়॥ ধ্রু ॥ নাহি মারি নাহি ধরি নাহি বলিদূর। সবে মাত্র বলিয়াছি রাখ গিয়া বাছুর ॥ অরুণ নয়ানের জল পড়িতেছে উরে। নাজানি কে মন বিধি লাগিল মোরে ॥ বংশীবদনে বলে সুন দয়াময়। কে তোমা মারিতে পারে কারে তোমার ভয়॥ ৬ ॥

বিভাস ॥ হেদেগো রামের মা ননী চোরা গেল এই পথে। নন্দ মন্দ বলু মোরে লাগালি পাইলে তারে সাজাই করিব ভাল মতে ॥ শূন্য ঘর খানি পাইয়া সকল নবনী খাইয়া দ্বারে মুছিয়াছে হাত খানি । অঙ্গুলের চিনাগুলি বেকত হইব বলি ঢালিয়া দিয়াছে তাতে পানী॥ ক্ষীর ননী ছেনা চাঁচি উভকরি শিকা গাছি যতনে তুলিয়া রাখি তাতে। আনিয়া মথন দণ্ড ভাঙ্গিয়া ননীর ভাণ্ড নামতে থাকিয়ে মুখ পাতে ॥ ক্ষীর সর যত হয় কিছুই নাহিক রয় কি ঘর করণে বসি মোরা। যে মোরে দিলেক তাপ সে মোর হইয়াছে বাপ পরাণে মারিব ননীচোরা ॥ যশদার মুখ হেরি রোহিনী দেখায় ঠারি যে ঘরে আছয়ে যদুমণি। ঘর

আঁধিয়ারে পশি বেকত হইল শশি ধাইয়া ধরিল নন্দ রাণি। যদুনাথ কয় দঢ় এবা কানুরে এড় আর কভু নাখা হবে ননী ॥ ৭ ॥

আহিরী ॥ আমি নাখাই ননী২। ভাঁড়ের ননী ভাঁড়ে আছে নাবাঁধ জননী ॥ ধ্রু ॥ আর ছাওয়ালে ননী খায় তারে কত বাঁধে মায়। নন্দ ঘোষ ঘরে আইলে মাগিব বিদায় ॥ নাথাকিব তোর ঘরে সুখে থাক তোরা। আবাল বৃদ্ধ মোরে বলে ননী চোরা ॥ আঁটিয়া নাবান্ধ মা বান্ধনে পা [illegible]। হের দেখ কর পদ ফিরাইতে নারি ॥ কহে কাম দেব দাস আমি দিব ননী। বান্ধন ছাড়িয়া দেহ শুন নন্দরাণী ॥ ৮ ॥

টোড়ী ॥ আমি কিছু নাহি জানি ভাঙ্গিয়াছে ক্ষীর ননী তোমারে সুধাই তার কথা। নাদেখি গোকুল চাঁদ কেমন করয়ে প্রাণ বলনা গোপাল পাব কোথা॥ আমি কি এমন জানি কোলে করি যদুমণি যাদুরে করাই স্তন পান। মোরে বিধি বিড়ম্বিল গোরস উথলি গেল তাদেখি ধরিতে নারি প্রাণ॥ গোপাল নানৈল কোলে ভুলিনু রোহিনী বোলে সে কোপে কোপিত যদুমণি। কোপিত নয়নে চাইয়া ছিল মো পানে আমি কি এমন হবে জানি ॥ তোমারা করিছ খেলা গোপাল কোথায় গেলা দঢ় করি বল এক বোল। বলরাম দাস বলে আকুল হইয়া সভে রাখালের মাঝে উতরোল ॥ ৯॥

বিভাষ ॥ রোহিনী বহিনী গো যাদু আমার বিছান হই তে হারা। পরাণপুতলী ধন দুটি আঁখির তারা ॥ ধ্রু ॥ তিলে তিন বার খায় এক্ষীর নবনী। এদুঃখে কেমনে জীয়ে মায়ের পরাণী ॥ যারে পুছি সে বলে যাদব নাহি হেথা। কি করিব কিবা হইল আর যাব কোথা ॥ বসু রামানন্দে ক হে সুন নন্দরাণী। কদম্বের তলে খেলে তোমার যদুমণি।১০

আহিরী ॥ দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কাঁদে অনু রাগে বুক বহিয়া পড়ে ধারা। নাথাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে মা হইয়া বলে ননী চোরা ॥ ধরিয়া যুগল করে বাঁধয়ে ছাঁদন ডোরে বাঁধে রাণী নবনী লাগি য়া। আহির রমনী হাসে দাঁড়াইয়া চারিপাশে হয় নয় চাহ সুধাইয়া ॥ আনের ছাওয়াল যত তাহারা ননী খায় কত মা হইয়া কেবা বাঁধে করি। যে বলো সে বলো মোরে নাথাকিব তোর ঘরে এনা দুঃখ সহিতেনাপারি ॥ বলাই খাইয়াছে ননী মিছা চোর বলে রাণী ভাল মন্দ নাকরে বিচার। পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেণ আসেন ধাইয়া শিশু বলি দয়া নাহি তার ॥ অঙ্গদ বলয় তাড় আর যত অলঙ্কার আর মণি মুকতার হার। সকল খসাইয়া লহ আমারে বিদায় দেহ এদুঃখে যমুনা হব পার ॥ বলরাম দাসে কয় এই কর্ম্ম ভাল নয় ধাইয়া গোপাল কর কোলে। যশদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মুছে অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা॥

টোড়ী॥ ও গো আজু আমি চরাব বাছুর। পরাইয়া দেম ধড়া মন্ত্র পড়ি বাঁধ চূড়া চরণেতে পরাহ নূপুর॥ অলকা তিলক ভালে বনমালা দেম গলে সিঙ্গা বেত্র দেম মোর হাতে। ছিদাম সুদাম দাম সুবল আদি বলরাম সবাই দাঁড়াইয়া আছে পথে। বিসাল অর্জুন জাল কিঙ্কনী অংসুক মাল সভাই সাজিয়া গোঠে যায়। গোপাল বনে যাবে সুনি সজল নয়নে রাণী অচেতন ধরণী লোটায়॥ চঞ্চল বাছুরির সনে কেমনে ধাইবে বনে এদুটি কমলরাঙ্গা পায়। বিপ্র দাস ঘোষে বলে এ বয়েসে গোঠে গেলে প্রাণ কি ধরিতে পারে মায়॥১॥

শোহিনী॥ গোপাল নাকি যাবে দূরবনে। তবে আমি না জীব পরাণে॥ এদধি মন্থন কালে সমুখে বসিয়া খেলে আঙ্গিনার বাহির নাহি করি। আঙ্গিনার বাহির হইয়া যদি গোপাল খেলে যাইয়া তবে প্রাণ ধরিতে নাপারি॥ গোপাল আমার নয়ানের তারা। কোলে থাকিতে কত চমকি২ উঠি নয়ন নিমিকে হই হারা॥ গোপাল আমার পরাণপুতলী। তোমাকে সঁপিয়া রাম কিছুই সন্দেহ নাই তবু প্রাণ করয়ে ব্যাকুলী॥২॥

টোড়ী॥ অরুণ উদয় বেলা সব শিশু হইয়া মেলা সভে গেলা নন্দের দ্বয়ার। সিঙ্গা বেণু বাঁসীরব করয়ে রাখাল সব গোঠে আইস নন্দের কুমার॥ গোপাল তুমি যাবে

কিনা যাবে আজি মাঠে। এক বোল বলিলে আমরা চলি য়া যাই ধবলী শ্যামলী গেল গোঠে ॥ ধ্রু॥ তোমার বিলম্ব দেখি বলরাম পথে থাকি পাঠাইল তোমা আনিবারে। যাবে কিনা যাবে তথা দৃঢ় করি কহ কথা বলরামের দো হাই তোমারে ॥ যদিবা এড়িয়া যাই অন্তরেতে ব্যথা পাই চিৎ নিবারিতে মোরা নারি। কিবা গুণ জ্ঞান জান সদাই অন্তরে টান একতিল নাদেখিলে মরি ॥ সুনিয়া শিশুর বানী হাসে দেব চূড়ামণি মুদিত নয়ান পরকাশে। গোবিন্দ দাসের পহুঁ হাসিয়া২ রহুঁ চলিলেন বেহারের রসে ॥ ৩ ॥

টোড়ী ॥ গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব। শ্রীদামের সঙ্গে আমি বাছুরি চরাব ॥ চূড়া বেঁধে দেমা পাঁচনি দেমা হাতে। মোর লাগি দাদা বলাই দাঁড়াইয়া রাজ পথে ॥ পীত ধড়া পরাও মাগো গলে দেমা বনমালা। মনে পড়ে গেল আমার কদম্বের তলা ॥ ঘনশ্যাম দাসে কহে সুন নন্দরাণী। বিলম্ব দেখিলে শ্রীদাম আসিবে এখনি ॥ ৪ ॥

কানাইএর বিলম্ব দেখি শ্রীদাম আইল। ঘরে বসে কি কর ভাই বেলা কত হলো ॥ গাভি বৎস আগু সরি চলিল বিপিনে। সুবল আদি সব সখা গেল তার সনে ॥ বিলম্ব হইল আমি আইলাম লইতে। বিলম্ব নাহিকর চলহ ত্ব রিতে ॥ শ্রীদামের কথা সনি কহেন কানাই। আমারে

বিদায় দেয় না কি করিব ভাই॥ নানা বিধ বাক্য তবে মায়েরে কহিয়া। গোঠেরে চলিল ছিদাম নীলমণি লইয়া॥ ৫ ॥

কামোদ॥ বসিয়া মায়ের কোলে ননী খেতে২ দোলে হেনকালে শ্রীদাম আইল নিতে। নিতি২ সাধবো তবে গোঠে যাবি। বিনি কড়িতে নফর কোথা পাবি ॥ কালি কত মেরেছি ধরেছি কান্দেতে চড়েছি তোতোকার করেছি মোরা। ওরেরে হেরেরে আয়রে কানাইয়ে ওরে গোপ জাতীর এধারা॥ ভাই২ প্রথম খেলার বেলা বড়ই আনন্দ। খেলিতে২ শেষে হয় বড়দ্বন্দ্ব ॥ কালি চুলে২ করিয়াছিরে খেলাবার বেলে। ওরে সে কথাটি ধর যদি খেলা াহি চলে॥ ৬ ॥

সুন শিশু গণ করি নিবেদন স্বরূপে কহিয়ে তোরে। ওরেরে হাঁরেরে আয়রে কানাইয়ে বলিয়া ডাকি ও মোরে ॥ অগরু চন্দন বিনয় বচন দিলে যত নহে সুখ। ওরেরে হেঁরেরে আয় বলে ডাক দ্বিগুণ বাড় যে বুক॥ ৭॥

গুজরী টোড়ী ॥ আজি এড়িয়া যারে কালি গোপাল পাঠাব তোর সনে। বাছুরি চরাইয়া এলো অমনি ঘুমাইয়াল কালি কিছু খায় নাই রামরে। এলইয়া কটীর ধটী বেঢ়েয়ে চরণ দুটি আপনা আপনি পড়ফান্দে। বালকে২ খেলে ঘর যাইতে পথ ভুলে দুটিহাত মুখে দিয়া কান্দে ॥ পরিবার ধড়াগাছি [illegible]রে হয় ভার। সে কেমনে বনে সিঙ্গা

বেণু এই ভয় আমার ॥ ধ্রু ॥ দণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা। নবনীলুবধ গোপাল পাছে এসে একা ॥ আর এক কথা বলি সুন হলধর। যশদা নন্দন বলি নাভা বিহ পর ॥ যাচিয়া নবনী দিহ নিকটে রাখিবে। বেলি অব সান হইলে সকালে আসিবে ॥ ৮ ॥

ধানশী ॥ দণ্ডে দশবার খায় যাহা দেখে তাহা চায় ছেনা দধি এক্ষীর নবনী। রাখিহ আপন কাছে ভোকছানি লা গে পাছে আমার সোনার যাদুমণি। সুন বাপু হলধর এক নিবেদন মোর এই গোপাল মায়ের পরাণ ॥ যাইতে তোমার সনেসাধ করিয়াছে মনে আপনি হইওসাবধান। দামালিয়া যাদু মোর নাজানে আপন পর ভাল মন্দ না হিক গেয়ান ॥ দারুণ কংশের চর তারা ফিরে নিরন্তর আপনি হইও সাবধান। বাম করে হলধর দক্ষিণ করে গিরিধর সুন বলাই নিবেদন বানি। বসুদেব দাসে বলে তিতিল নয়ানের জলে মূরছিয়া পড়িল ধরণী ॥ ৯ ॥

ভাটিয়ারি ॥ বলরাম তুমি নাকি আমার গোপাল লইয়া যাইছ। যারে চিয়াইয়া দুগ্ধ পিয়াইতে নারি তারে তুমি গোঠেরে সাজাইছ ॥ বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে২ এক দণ্ডে দশবার খায়। এহেন দুধের ছাওয়াল বনেরে বিদায় দিয়া প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ॥ যেমন ভাগ্য করি আরাধিয়া হর গৌরী তাহে পাইলাম এদুঃখ পাসরা। কেমনে ধৈরজ ধরে মায়ে কি বলিতে পারে বনে

যাউক এদুঃখ কুড়ারা ॥ জল খাইতে গিয়াছিল অনলে বেঢ়িয়া ছিল দুইহাতে অনল ধরি পিয়ে। নন্দের ভাগ্যের বলে যশদার পূণ্যের ফলে তেঁই গোপাল মোর জীয়ে॥১০
কামোদ ॥ গোঠেরে সাজিল বিনোদিয়া। আভির বালক গণ গায় রামকৃষ্ণ গুণ গোপী রৈল চাঁদমুখ চাইয়া ॥ ধ্রু ॥ আনন্দিত নন্দরাণী সাজাইয়া যদুমণি নানা অভরণ পীত বাস। রূপ হেরি ব্রজনারী আঁখির নিমিখ ছাড়ি পিয়ে রূপ নাযায় পিয়াস॥ যোপদ পল্লব বিরিঞ্চির দুল্লভ যোগির ধ্যানে অতিদূর। ভাগ্যবতী নন্দরাণী পাইয়া পরশমণি পায় ধরি পরায় নূপুর॥ গোঠে যায় শ্রীহরি চূড়া বাঁধে মল্ল প [illegible] পিঠে দিল পাটকি ডোর। ধড়ার আঁচল ভরি খাই তে দিল ক্ষীর ননী কাঁদে রাণী হইয়া বিভোর॥ আহির বালক সঙ্গী কত জনা কত রঙ্গী তার মাঝে শ্যাম নট রায়। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন রহি চলে ভিন্ন২ গোবিন্দ দাস তাহা চায়॥ ১১ ॥

মায়ুর ॥ কাঁদিয়া সাজায় নন্দরাণী। চায়্যা হলধর পানে ধারা বহে দুনয়নে মুখে নাহি স্বরে কিছু বাণি॥ ধ্রু॥ অলকা তিলক দিতে মুখ ঘামে আচম্বিতে কান্দিয়া বিভোর যশ মতী। নারিলাম পাঠাতে বনে হেরিয়া সে মুখ পানে শিশু গণে করয়ে বিনতি॥ স্তন ক্ষীর আঁখি নীরে বসন ভিজিয়া পড়ে বেশ বনাইতেঁ কাঁপে কর। কান্দি গদ২ কহে আজি রাখি যাহ সভে শূন্য নাকরিহ মোর ঘর॥ ১২ ॥

কামোদ॥ বিপিনে গমন দেখি হয়্যা সকরুণ আঁখি কান্দিতেং নন্দরাণী। গোপালেরে কোলে লয়্যা প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া রক্ষ্যা মন্ত্র পড়য়ে আপনি॥ এদুখানি রাঙ্গাপায় ব্রহ্মা রাখুন তায় জানু রক্ষ্যা করুণ দেবগণ। কটীতট সূর্য্যবর রক্ষ্যা করুণ যজ্ঞেশ্বর হৃদয় রাখুন নারায়ণ॥ ভুজ যুগ নখাঙ্গুলী রাখিবেন বনমালী কণ্ঠ রাখুন দিনমণি। পৃষ্ঠ দেশ হয়গ্রীব মস্তক রাখুন শিব অধঅঙ্গ রাখুন চক্রপাণি॥ জল স্থল গিরি বনে রাখিবেন জনার্দ্দনে। দশদিগ দশদিগ পাল। যতশত্রু হউক মিত্র রক্ষ্যা করুণ সর্ব্বত্র নহে তুমি হইও তারকাল॥ এইসব মন্ত্রপড়ি প্রতি অঙ্গে হাত ধরি গোমূত্রের ফোঁটা ভালে দিল। [illegible] মাধবে কয় নন্দরাণী প্রেমময় বলরামের হাতে সমর্পিল॥ ১৩॥

ভাটিয়ারী॥ যাও গো ভবনে রাণী যাও গো ভবনে। এ[illegible] দিব তোমার গোপাল বেলি অবসানে॥ লইয়া যাই[illegible] তোমার গোপাল রাখিব বসাইয়া। আমরা ফিরাব ধে[illegible] চাঁদমুখ চাইয়া॥ লইয়া যাইতে তোমার গোপাল পা[illegible] বড সুখ। বেণু রবে ফিরে ধেনু এবড় কৌতুক॥ একদিন দাবানলে মরিতাম পুড়িয়া। তাহাতে রাখিল ভাইয়া কেমন করিয়া॥ যেদিন যেমত করি গোপাল তাহা জানে। ক্ষুধা লাগিলে অন্ন কোথা হইতে আনে॥ ১৪॥

টোড়ী॥ আজ মনের আনন্দে গোঠে চলিল দোন ভাই।

আগে লাখে২ ধেনু গগণে উড়িছে রেণু বরজে পড়ল ধাও য়া ধাই॥ ধ্রু॥ বরজ বধু মেলি মঙ্গল হুলাহুলী দ্বিজগণে করে বেদগান। মুরহর হলধর ধরি২ করে কর লীলায় দোলায় চলে অঙ্গ। ঘনায়ে২ কাছে আনন্দে মউরী নাচে চাঁদে মেঘে দেখি এক সঙ্গ॥ শ্রবণে সুনিল বানা যেখানে সেখানে থানা রাম কানায়ের কান্দে ভাল সাজে। শ্রীদাম সুদাম দাম স্তোক কৃষ্ণ অংসুমান ঘন সিঙ্গা সভার মুখে বাজে॥ ১৫॥

সুহই॥ নিজগণ সঙ্গে রঙ্গে কত ধায়ত আর কত কুলবতী নারী। জয়২ কার করত নব বধূগণ কনক কুম্ভভরি বারী॥ আনন্দ কোকরু ওর। কুলবতী চঢ়ি অট্টালিকা উপরি হের ইতে লুবধ চকোর॥ নয়নে২ কতহু রস উপজল দুহুমন ভই গেল ভোর। প্রেম রতন ধন দুহে দুহু পায়ল দুহুমন দুহু করুচোর॥ চলইতে চরণ অথির নন্দ নন্দন শীতল পীত পটবাস। নিজ২ মন্দিরে চলতহু সবজন কি কহব গোবিন্দ দাষ॥ ১৬॥

উত্তর গোষ্ঠ॥

বেলোয়ার॥ জননী বিরাজিত বেশ উজর। গোঠ বিজই বৃজ রাজ কিশোর॥ ধ্রু॥ আগে অগণিত যায় গোধন চলিয়া। পাছে বৃজ বালক যায় হৈ হৈ বলিয়া॥ সম বয় রূপ সবহুঁ করি ছাঁদ। রাম বামে চলু শ্যামর চাঁদ॥ ময়ূর শিখণ্ড

চূড়ে ঝলমণিয়া। মণিময় কুণ্ডল গণ্ডে টলমণিয়া।। শিরঃ পর চাঁদ অধর পর মূরলী। চলইতে পন্থ করত কত থুরলী।। কটীতটে পীত পটাম্বর বনিয়া। মন্থর গতি কুঞ্জর বর জিনিয়া।। মণি মঞ্জীর বাজত ঝন ঝনিয়া। গোবিন্দ দাস করে ধনি ধনিয়া।। ১।।

টোড়ী।। যমুনাকো তীরে ধীরে চলু মাধব মন্দ মধুর বেণু বাওইরে। ইন্দীবর নয়নী বরজবধু কামিনী সদনত্যেজিয়া বনে ধাওইরে।। ধ্রু।। অসিত অম্বুধর অসিত সরসীরুহ অতসি কুসুম অহি করল সুতানিরে। ইন্দ্রনীলমণি উদার মরকত শ্রীনিন্দিত বপুঃ আভারে।। শিরে শিখণ্ড চূড় শ্রবণে গুঞ্জা ফল নির্ম্মল মুকুতা লম্বি নাসাতল নবকিশলয় অবতংশ গোরচন অলকে তিলকে মুখ শোভারে। শ্রোণি পিতাম্বর বেত্রবাম কর কম্বু কণ্ঠে বনমালা মনহর ধাতুরাগ বৈচিত্র কলেবর চরণে চরণ পরি শোভারে।। গোধুলী ধূসর বিশাণ কক্ষ তল গোছাদন রজ্জু বিনিহিত কন্দর্প রঙ্গ ভূমে অই বিরাজিত নটবর রূপে জগমন লোভারে।। ব্রহ্মা পুরন্দর দিনমণি শঙ্কর যোপদ কমলা সেবে নিরন্তর সোহরি কৌতুকে বরজ বেস ধরি গোপ রমণী অভিলাষারে। সোমধুরিপু পদ অনুপম পুষ্কর পরাগ লালস মানস মধুকর অভিনব সত কবি দাস জগন্নাথ প্রেম ভকতি অভিলাষরে।। ২।।

টোড়ী।। ধেনু সঙ্গে গোষ্ঠ রঙ্গে খেলত রাম সুন্দর শ্যাম

কাছনি বিশান বেণু বেত্র মুরলী খুরলী গাগরি। প্রিয়দাম শ্রীদাম সুদাম মিলি তরণি তনুজা তীরে খেলি ধবলী শ্যামলী আওরি২ ফুকরি চলিছে কানরী।।বয়েশ কিশোর মোহন ভাঁতি বদন ইন্দু উজর কাঁতি চারু চন্দু গুঞ্জাহার মদন মোহন ভানরী। আগম নিগম করিয়া সার লীলা রঙ্গে গোঠবিহার নশীরামানুদ করই আশ চরণে শরণ দানরী ।। ৩।।

সিন্ধুড়া।। ধেনু চরায়ত বেণু বাজায়ত যমুনাতীর পুলিন বনে। প্রিয়দাম সুদাম শ্রীদাম সুবল মহাবল এসব গোপ সখা সগণে।। নটবেশ সুকেশ চূড়া শিখা সাজনি মালতী মাল পুশর দলে। শ্রুতি পাশ বিলাস মণি মকরাকৃতি কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডে দোলে।। কটি কুটিপীত বলায়নি কাছনি কিঙ্কিণী কাঞ্চন দাম ঘনে। চরণ কমল দলে শশি মণ্ডিত খণ্ডিত তাপ ভজন্ত জনে ।। জয়কৃষ্ণ দাস পহুঁ গোবর্দ্ধন ধারণ ধীর গোবন্দু মণি। অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড করি মণ্ডিত তাকর আগো কাহাকো গণি।। ৪ ।।

শোহিনী।। রাম কানাই কালিন্দির তীর। ধবলী শ্যামলী বলি দিগ নেহারই গরজই মন্দ গভির।। শ্রুতি অবতংশ অংশ পরি লম্বিত মুরলী অধর সুরঙ্গে। চরণে লম্বিত পীত ধটী অঞ্চল গোধূলি ধূষর শ্যাম অঙ্গে।। দাম শ্রীদাম রাম দক্ষিণে বলরাম চলতহি দ্বিরদ গমনে। চাঁদ মুখের ঘাম বাম করে মোছই রহই লগুড় হেলনে।। তৃণ মুখে সব ধেনু

বেণু রবে উনমত রহই অনিবিখ দীঠে। অনন্ত দাস কহে চাঁদ মুখ হেরি২ পুছ নাচায়ত পীঠে।। ৫ ।।
ভাটিয়ারী ।। খেলে রাম রাম রাম কানাই। যমুনা তরুর ছায় খেলন দোন ভাই।। ধ্রু।। রাম কানাই দুই ভাই দুই দিগে দাঁড়াইল। দুজনে সমান খেলু বাঁটিয়া লইল ।। সুবল বলাইয়ের দিগে নাচিতে লাগিল। শ্রীদাম সুদাম তারা কানাইএর দিগে হইল ।। সভাই সমান খেলু বাঁটিয়া লইল। হারিলে চড়িব কান্দে এই পণ হইল ।। আজুকার খেলাতে ভাই যেজন হারিবে। কান্ধে করি বংশি বটে রাখিয়া আসিবে।। সাতালি ভাঙ্গিতে নারে ভেয়েরে কানাই। আপনি সাতালি ভাঙ্গি জিতিল বলাই।। ৬।।
আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায়। সুবল করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে বংশীবট তলে লইয়া যায় ।। শ্রীদাম বলাই লইয়া চলিতে নাপারে ধায়্যা শ্রম জলধারা বহে অঙ্গে। এখন খেলা রবে হইব বলাইয়ের দিগে আর না খেলাব কানাইএর সঙ্গে। কানাই নাজিতে কভু জিতিলে হারয়ে তবু হারিলে জিতয়ে বলরাম। খেলিব বলাইএর সাথে চড়িব কানাইয়ের কান্ধে নহে কান্ধে করিব ঘন শ্যাম।। মত্ত বলাই চান্দে কে পারে করিতে কান্ধে খেলিতে যাইতে লাগে ভয়। গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে বলরাম দাস দেখি কয়।। ৭ ।।
সারঙ্গ।। রাম গুণধাম করু খেলা। তপন তনয়া নীরে

নিরখি নিজ ছায়রি তা সঞে হাসি করত কত লীলা ॥ রজত গিরি খর্ব্ব করি গর্ব্ব মহীমণ্ডলে শরদ শশী দমন মুখ শোভা। চূড়ে অবতংশ শিখী পুছে নবমল্লিকা গন্ধে অলি বৃন্দ মনলোভা॥ দশনে দাপি অধর থর নয়ন শরে তাড়ই বাহু মূলে তাল ধরি গাজে। দন্ত করি লম্ফ দেই কম্পে মহী মণ্ডল নীল ধটী আঁটি সমরে সাজে॥ আপন সম রূপ সমরূপ সম ভঙ্গিয়া নিরখি তাহারে পুনঃ পুছে। কে কেরে কেরে তুহু তুই পপ পরিচয় দে দেনারে আর কি বলদেব ব্রজে আছে॥ দাম শ্রীদাম বসুদাম ভাভা ভাইরে দে দেখ আসি য যমুনা নীরে। দ্বিতীয় বলরাম আসি মোহে পর বঞ্চই শশি সেখর নিকটে নাহি দূরে॥৮

টোড়ী॥ আজু বনে অবনিত আনন্দ বাধাই। পাতিয়া বিনোদ খেলা রাখাল হইল ভোলা দূর বনে গেল সব গাই॥ ধ্রু॥ ধেনু না দেখিয়া বনে চকিত রাখাল গণে শ্রীদাম সুদাম আদি সভে। কানাই বলেন ভাই খেলা ভাঙ্গি যাবে নাই আনিব গোধন বেণু রবে॥ দূরে হইতে বেণু রব ধায় ধেনু বৎস সব পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপর নিরখয় চাঁদ মুখ অন্তরে পরম সুখ রহে ধেনু কানাইয়ের গোচর॥ গাই সব সারি২ ঘন হাম্বা রব করি দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে। দুগ্ধ ঝরি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে॥ ৯॥

মঙ্গল॥ খেলা সমাধিয়া শ্রম যক্ত হইয়া সখা গণ লইয়া

সঙ্গে। ভোজন সম্ভার ছিল ভারেভার ভোজনে বসিলা রঙ্গে॥ যমুনা পুলিনে বেড়ি সখাগণেমাঝে করে বসে কানু। পাতি বনপাত তাহে নিল ভাত জলভরি শিঙ্গা বেণু ॥ সব সখা মেলি করিয়া মণ্ডলী ভোজন করয়ে সুখে। ভাল ভাল কয়্যা মুখে হইতে লইয়া সভে দেই কানু মুখে॥ সভে বলে ভাই আনারী কানাই মোরে বড় ভাল বাসে। আমার সমুখে বসি খায় সুখে সদা রয় মোর পাশে॥ এই করি মনে করয়ে ভোজনে আনন্দ সাগরে ভাসে। বিশ্বম্ভর দাস করি মনে আস রহে সুবলের পাসে॥১০॥

দানলীলা॥

টোড়া॥ গোঠে গেল বিনদিয়া সকালে গোধন লইয়া দিয়া সিঙ্গা বেণুর নিসান। গুরুজন আঙ্গিনাতে নাপারিণু বাহির হতে নাহেরণু সে চাঁদ বয়ান॥ কোনপথে গেল শ্যাম রায়। যে মোর করিছে মন প্রাণ করে উচাটন চাঁদ মুখ দেখিলে জুড়ায়॥ ধ্রু॥ যশমতী নন্দ ঘোষ তাহারে কি দিব দোষ গোকুলে গোধন হইল কাল। আমা সভার প্রাণধন, গোকুলের জীবন গোঠে গেল মদন গোপাল॥ চল যাই সেই পথে পসার লইয়া মাথে যেখানে আছয়ে শ্যাম রায়। আহা মরি ননী জিনি সুকোমল তনুখানি গোবিন্দ দাস বলি হরি যায়॥ ১॥

শ্রীরাগ॥ কে যাবে মথুরা কিকে যাব তারসনে। ভেঠিব

নাগর কানু সাধ আছে মনে॥ ধ্রু॥ পরোক্ষে পরের মুখে শুনি কানুগুণ। শুনিয়া আমার চিতে বিন্ধিলেক ঘুণ॥ নিতি নিতি অনুরাগে হারাব আপনা। যেহকু সেহকু দেখিব কেলে সোনা॥ অলখে লখিব কানুরে নাদিব পরিচয়। বিছিন্ন হইয়া যাব গুরু কুলের ভয়॥ নাপরিব অভরণ না করিব নাস। তনু আছাদিয়া লব নিজনীল বাস॥ যদিবা নাগর দিঠে দিঠি পড়ে মোর। রাখিতে নারিব তনু হইব বিভোর॥ তোমরা যতেক সখী মোরে রাখিহ গোপতে। রাধা বলি কানু যেন নাপারে লখিতে॥ যদুনাথ দাস বলে একি মনে লয়। পূর্ণিমার চাঁদ কভু হাত আড়ে রয়॥২॥

দেওগিরী॥ খেলা রসে ছিল কৃষ্ণ শ্রীদামের সনে। হেন বেলে রাধারে পড়িয়া গেল মনে॥ ধেনু সঙ্গে নিযোজিয়া সব সখাগণ। যমুনার ম্মাঠে গিয়া দিল দরশন॥ ঠাঁই বুঝি বসিলেন কদম্বের তলে। একটা ঘটের গলায় মালা দান লবার ছলে॥ হেন বেলে নাসবেসে সাজাইয়া পসরা। সেই মথুরার বিকে যায় গোপীকারা॥ হোরো কে দেখ গো দাঁড়াই কদম্বের তলে। যে দেখি মেঘের ঘটা ভাসাইবে জলে॥ কেনবা আইলাম বিকে আপনা খাইয়া। ঐ দেখ ডাকে বাঁশী রাধার নাম লইয়া॥ শ্যাম চাঁদের উপরে ধবল চাঁদের মেলা। তাহারি উপরে শোভে তিমিরের মালা॥ তাহার উপর মত্ত ময়ূর পুচ্ছ সাজে। হেন অদ্ভুত রূপ কেবা দেখিয়াছে॥ তাহার উপর মত্ত ময়ূরের

পাখা। আমা হইতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥ ৩॥
গুজ্জরী॥ কোথা হইতেএলে তুমি কোথায় তোমার ঘর।
কিসের পসরী তোমার মাথার উপর॥ হেন ধনী কমলিনী
কোথাকে গমন। মুনি জনার ধ্যান ভাঙ্গে দেখে ও চরণ॥
নাযাইও২ ধনী বৈস তরুতলে। আইস কাছে বাজে পাছে
চরণ কমলে॥ চাঁচর চিকুরে বেণী দোলিছে কোমরে। ফ
ণির ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে॥ করি কুম্ভ জিনি তায়
কুচ যুগ গি[illegible]। গজের ভরমে পাছেপরশে কেশরী॥ সিন্দু
রের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়। রবি শশি বলি পাছে রাহু
গরাসয়॥ নলিনী বদন রাই তব মুখ করে। পাইলে ছাড়িবে
নাই দারুণ ভ্রমরে॥ নানা অভরণ অঙ্গে করে ঝলমলি।
দারুণ বৃজের চোরে লুটিবে সকলি॥ বলরাম দাসে কহে
শুন বিনোদিনী। শ্যাম সঙ্গে রঙ্গ রসে কর বিকি কিনি॥৪
গুজ্জরী॥ এইত বৃন্দাবন পথে। নিতি২ করি গতাগতে॥
ধ্রু॥ যদি হাতে করে লইয়া যাই সোনা। তুমি কে না বলে
একজনা॥ তুমি দেখি পুছহ বড়াই। কিসের দান চাহেন
কানাই॥ সঙ্গে সভে দধির পসার। তাহে কেন এতেক
জঞ্জাল॥ তাহে আছে ঘৃত দুগ্ধ দধি। ইহাতেই পাবে কোন
নিধি॥ তুমিত বরজ যুবরাজ। তুমি কেনে করিছ অকাজ॥
দূর কর হাস পরিহাস। দেখ তুহুঁ গোবিন্দ দাস॥ ৫॥
সুই॥ শুন্দরী শু[illegible]য়া নাশুন কেন মোর বাণী। নাজান যে
কানাই আছে এপথের দানী॥ করের কঙ্কণ আরু কটীতে

কিঙ্কিণী। দুই লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী॥ হৃদয়ে কাঁচলি গলে গজমতি হার। চারিলক্ষ দান চাহি করিয়া বিচার॥ কপালে সিন্দুর আর নয়ানে কাজর। ছয়লক্ষ দান মাগে গিরিধর॥ রঙ্গন আলতা আর রতন নূপুর। আট লক্ষ দান মাগে দানির ঠাকুর॥ এই সকল দান বুঝি দেহ দানী রাজে। আমি দান লব তোমার রমণী সমাজে॥ জ্ঞান দাস কহে কানাই ছাড় ঠিটপনা। তুমি যদি মহা দানী তোমার ঠাকুর কোনজনা॥ ৬॥

শ্রীরাগ॥ শুন২ সুজন কানাই তুমি সে নূতন দানী। বিকি কিনির দান গোরসে মানিয়ে বেসের দান নাহি সুনি॥ শিথীর সিন্দুর নয়ানে কাজর রঙ্গন আলতা পায়। একি বিকির ধন নারির বেশন তাহে কাহার কিবা দায়॥ মণি অভরণ সুরঙ্গ শাড়ী জাদ কেবা নাহি পরে। যদি দানের এমন গতি তুমিত গোকুল পতি দান সাধহ ঘরে ঘরে॥ আমরা চলিতে নাজানি কহিতে নাজানি সে কেনে তোমা রে বাজে। গোবিন্দদাস কহে কেমনে জানিবে পরের মনের কাজে॥ ৭॥

বরাডী॥ এ গজগামিনী তো বড়ি সেয়ান। বলে ছলে বাঁচ বি গিরিধর দান॥ চিকুরে চোরায়সি চামর কাঁতি। দশ নে চোরায়সি মোতিম পাঁতি॥ চরণে চোরায়সি কুঙ্কুম ভার। অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ প্রবাল॥ কনয় কলস ঘন রস ভরি তায়। যতনে লেচলু আঁচলে ছাপায়॥ গতি অতি

মন্থর চলন সুচার। কোন ছোড়ব তুমে বিনহি বিচার ॥ সুবল লেহ তুহুঁ গোরস দান। রাই করব অব কুঞ্জে পয়াণ॥ যাঁহা২ বৈঠত মন মথ রাজ। গোবিন্দ দাস কহে পড়ল অকাজ॥৮॥

শ্রীরাগ॥ রহ২ বলি তমু যাও। ডাকিলে নাশুন কানে এত অহঙ্কার কেনে গরবে ফিরিয়া নাহি চাও ॥ ধ্রু॥ গোলকের নাথ আমি আমারে নাচিন তুমি কতনা বিনয় করি বলি। বৃহ্মা আদি যত দেবে আমার চরণ সেবে তুমি মোরে নাচাও মুখ তুলি ॥ শুনিয়া কানুর বাণী হৃদয়ে হরিষ ধনী কপটে কঠিন কহে কথা। গোলক ছাড়িয়া কেনে গোধন চরাও বনে কি সুখে গোলক পতি হেথা॥ তোমার কারণে ধনী পথে আমি মহাদানী গোচারণ ছলে থাকি বনে। নিশি দিশি তোমা বিনে আন নালয় মনে কাল আমি তোমার কারণে॥ যে তুমি বচন বল কথন না দেখি ভাল মণি লোভে ছুয় কাল সাপে। পরদারে নাহি ডর ডুবাবে নন্দের ঘর গোকুল মজিব এই পাপে। ক্ষীর সর ছেনা দধি ঘৃত ঘোল দুগ্ধ আদি সকলের দানদিব রাধে। পাইয়া কংসের পান সাধিতে যৌবনের দান দেহ দান কি কাজ বিরোধে॥ হরিয়া অহল্যা সতী জানহ ইন্দ্রের গতি সীতা হরি রাবণ সংহার। বোলাহ গোলক পতি তবে কেনে হেন মতি ভাল বুঝ ধরম বিচার ॥ নিত্যানন্দ দাসে কয় পিরীতে সকল হয় বচসা করিয়া কাজনাই।

হাসিয়া দুবোল বল পিরীতে তুষিয়া চল পিরীতে গোলক পতি পাই॥৯॥

ভূপালী গৌরী ॥ রাধামাধব নীপমূলে। কেলী কলারস দানছলে॥ দূরে গেল সখীগণ সহিত বড়াই। নিভৃত নীপ মূলে লুটল রাই॥ ভুজে২ বেড়ি দোঁহার বয়ানে বয়ান। কমলে মধুপ যেন হইল মিলন॥ দোঁহার অধর মধু দুহুঁ করু পান। নিজ অঙ্গ দিল রাই ঘন রস দান॥ মিলন দোহ জনে পূরল আস। আনন্দে সেবই গোবিন্দ দাস॥১০॥

নৌকা বিহার ॥

শ্রীরাগ ॥ বেলি উছর হইল বিকি গেল বইয়া। ঝাঁট করি নৌকা আন সুনাগর নাইয়া॥ এবার বাহিয়া চাপাও তবে সে কূল পাই। পার হইলে দিব কড়ি তোমার দোহাই॥ ভাঙ্গা নৌকা খানি তোমার বেতের বান্ধন। ইহাতেই চাহ দান লক্ষের যৌবন॥ আগা চাপি পসার থোহ গুড়া চাপি বৈস। একে২ করিব পার যত সখী আইস॥ দেখিয়া যমুনার ঢেউ কান্দে গোপনারী। পার হইলে দিব দান লক্ষের কাঁচলি॥১॥

জয় জয়ন্তী॥ প্রথম যৌবনের ভার তাহে লহ পসার এত ভার সহে কার নায়। তোমার রূপ দেখিয়া আকুল হইল হিয়া সাগর উথলে বিনে বায়॥ গোয়ালিনী হিত বলি জলে পেল কাঁচলি মাথার ঘংঘট পেল বেশ। আগা চাপি ভরা

তন্ন গুড়া চাপি পানি মারি আমা করি কত লাজ বাস ॥ যদি নদী করে বল নৌকা যাবে রসাতল কি করিব ও না ঢেউ সরে। তোর হৃদয়ের মাঝে দুটি পয়োধর আছে সেই ভরা করিব সাগরে ॥ গঙ্গারে মান ধবল ছাগল সূর্য্যেরে মান চীত। আমারে মানহ সুরতী আলিঙ্গন তবে সে চা পাইয়া দিব ভিত॥২ ॥

ধানশী॥ এনব নাবিক শ্যামর চন্দ। কৈছন তোহারি হৃদ য় নিরবন্ধ ॥ ধ্রু ॥ তুয়া বোলে পোরল যমুনায় চারি। কাঁরণু কাঁচলি তোরিণু হার ॥ কর অবসর নাই সিচইতে নীর। এতিক্ষণে তবহু নাপাইনু তীর॥ হামু নিরস তুহুঁ হাসি উতরোল। কেহু জীউ তেজই কেহু হরি বোল॥ এতদিনে কুলবতী কুলে পড়ু বাজ। চড়ি ইহ নায় দূরে গেল লাজ। উত্তরিলে পার যোতুহুঁ মাগ। সখী সঙ্গে খোজি ধরব তুয়া আগ॥ গোবিন্দ দাসে কহে সময় কুকাজ। নাবিক রূ তণ নাবক মাঝ ॥৩॥

ভাটিয়ারী॥ শুনলো বড়াই বুড়ী তুমি সে নাটের গুড়ি আ নিয়া করিলি পরমাদ। মোর মনে যতছিল সকলি বিফল হইল দূরে গেল ঘর যাবার সাধ॥ দুকূলে বহিছে বা কাঁপি ছে রাধার গা নন্দ সুত নবিন কাণ্ডারী। তরুণী নবিন নয় ভার দিতে করি ভয় ভাঙ্গা নায় বসিতে নাপারি॥ হাসি বলে গোবিন্দাই পার হবে ভয় নাই অনুগত কত পার ক রি। দেবতা গন্ধর্ব্ব কত পার করি সতং যবতী যৌবন কত

ভারি।। শুন বিনোদিনী রাই নয়ন ইঙ্গিতে চাই কেন মন করিলে চুরি। হাসি২ ধীরে২ ভাঙ্গা তরণীর পরে আঁচলে ধরিতে চায় হরি।। সখীগণ দেখি রঙ্গ আনছলে দেই ভঙ্গ রাই কানু রহে এক পাশে। কাম কলহ বাদ পূরল মনের সাধ হরষিত দেখি বংশী দাসে।। ৪।।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ হইতে গৃহে আগমন।।

শ্রীরাগ।। রোহিণী গো কানুরে আনিয়া দেহ মোরে। আসিতে বিলম্ব কেন আজি হইল এতক্ষণ কিজানি কেমন প্রাণ করে ।। ধ্রু।। অরুণ উদয় কালে বাছুরি লইয়া চলে নবনী মাগিল মোর আগে। মুই বড় অভাগিনী উত্তর নাদিল কেনি নাজানি কোথারে গেল রাগে।। কালি যাদু ঘরে আইল ঘর মাঝে ঘুমাইল মুই অন্ন নাদিনু চিয়াইয়া। সেই অনুরাগে মোর যাদব না আইল ঘর আজু নিশি পোহাব জাগিয়া।। কিক্ষণে পোহাল রাতি বিধি হইল কুমতি বাম হইল শ্রীভগবান। যাদুরে চাহিয়া দুঃখে উছট লাগিল নখে কানু বিনু নারহে পরাণ।। শিবরাম দাসের বাণী সুন গো যশদা রাণী কানু আইসে গোধন লইয়া। ছাড়িয়া সকল দুঃখ দেখ সিয়া চাঁদ মুখ মন সুখে নয়ান ভরিয়া।।১

গৌরী।। গোবিন্দ জী আওত গোধন সঙ্গে। যৈছন কমল নেহারই দিন কর তৈছন ব্রজ বধূ সঙ্গে।। বেলি অবসান হেরি যদু নন্দন ধেনু ফিরায় বেণু পুরে। গহন গুহা গিরি

সব ধেনু এক করি মিলায়ত যমুনাকতীরে ॥ ক্ষণেং নাচত ক্ষণেং গায়ত ক্ষণেং পাঁচনি ফিরায়। ধবলী শ্যামলী বলি ঘনং ফুকরই ক্ষণেং মুরলী বাজায় ॥ মলয়জ কুঙ্কুম গন্ধ চতুঃ সম হেম কলস দুহু পাশে। ধুপ দীপ গোপী মঙ্গল গায়ত শ্যাম দরশন আশে ॥ বরিহা লম্বিত মোহন চূড়া আহে কত ধাতু প্রকাশে। মোহন রূপ নেহারই অনুক্ষণ বলিহারি গোকুল দাসে ॥২ ॥

আরতি ॥

গৌরী ॥ সাঁঝ সময় গৃহে আওত ব্রজ সুত যশমতী আনন্দ চিত্। দীপহি জালি থালি পর ধরলহি আরতি করত গা য়ত কত গীত ॥ঝলকত ও মুখ চন্দ। ব্রজ রমণী গণ চৌ দিগে বেঢ়ল হেরইতে রতিপতি পড়লহি ধন্ধ ॥ ধ্রু ॥ ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ বাজায়ত শংখ শবদ ঘন জয় জয় কার ।বর খত কুসুম দেবগণ হরষিত আনন্দ জগজন নগর বাজার॥ শ্যামর অঙ্গ মনোহর মুরছিত রূনি বনমাল অজানু বিরা জ। গোবিন্দ দাস কহে ও রূপ হেরইতে সংশয় যৌবন লাজ ॥ ১ ॥

কল্যান॥ মোহন ললিতা করত আরতি। গুগুলু অগুরু ধূপ পরি পূরিত সুললিত কপুরকে বাতি ॥ ধ্রু ॥ শ্যাম গৌর দুহুঁ রূপ ঝলমল অধরে সুরঙ্গিম হাস। নিরখিতে গোপ গোপী তনু পুলকিত জয় জয় ধ্বনি পরকাশ ॥ কর

কমলোপরি ভ্রমই দীপাবলি দুহুঁ মুখ শৌরভ সোভা। কৃষ্ণ দাস চিত ভাই অবিরত বরণি নাপায়ই সোভা ॥২

শ্রীকৃষ্ণের রূপ ॥

কল্যান ॥ দেখ সখী মোহন মধুর সুবেশং। চন্দ্রক চারু মুকুতাফল মণ্ডিত অলি কুসুমাইত কেশং ॥ ধ্রু ॥ তরুণ অরুণ করুণাময় লোচন মনসিজ তাপ বিনাশং। অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল মধুর২ মৃদু হাসং ॥ অভিনব জলধর কান্তি কলেবর দামিণী বসন বিকাশং। ক্রিয়ে জড় অজড় সকল পুলকাইত কুঞ্জ ভবন কৃতবাসং। যোপদ পঙ্কজ ভব নারদ অজ ভাব অভাব বিশেষং। ব্রজ বনিতা গণ মোহন কারণ বিরচিত বিবিধ বিলাসং ॥ পঞ্চম রাগং তাল তরঙ্গীত অধরে মিলিত বর বংশং। অভিনব কমল জিতল পঙ্কজ বিরবাহু মন হংসং ॥ ১ ॥

বরাড়ী ॥ মনোহর কেশ বেশ মনোহর মালতির মাল। মনোহর মণি কুণ্ডল ঝলমল মনোহর তিলক রসাল। দেখঃ সখী যাওয়ে মোহন রায়। মনোহর অধরে মনোহর মুরলী মনোহর তান বোলায় ॥ মনোহর সবহিঁ অঙ্গ মনোহর মনোহর চন্দন সাজ। মনোহর কটী তিট মনোহর পীত পট মনোহর রসনা বাজ ॥ মনোহর চলনি মনোহর বোলনি মনোহর নূপুর পায়। মনোহর প্রভুকে সবহিঁ মনোহর কহে কবি শেখর রায় ॥ ২ ॥

বেলোয়াল।। বিকচ সরোজ ভানু মুখ মণ্ডল দিঠি ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর। কিয়ে মধুরিম মৃদু হাস উগারই পিপি আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর।। বরণি নাহোয়ে রূপ বরণ চিকনিয়া। কিয়ে ঘন পুঞ্জ কিয়ে কুবলয় দল কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্র নীল মণিয়া।। ধ্রু।। অঙ্গদ বলয় হার মণি কুণ্ডল কনক নূপুর কটী কিঙ্কিণী কলনা। অভরণ বরণ কীরণ কিয়ে ঢর২ কালিন্দী জলে যেছে চাঁদকি ছলনা।। চাঁচর কেশ কেশর কুসুমাবলী মদশিখী পুছক চাঁদে। অনন্ত দাস কহে যুবতীক লোচন চূড়া হেরইতে পড়লহু ফাঁদে।। ৩।।

সিন্ধুড়া।। সজনী মনে মোর লাগল নন্দ কিশোর। অনিমিথ লাখ নয়ন যব যুগ শত হেরই নাপাই ওর।। ধ্রু।। ইন্দ্র নীল মণি মুকুর কান্তি জিনি জগমন মোহন বয়না। শরদ ইন্দু অমল মুখ পঙ্কজ পুজল জনু দুহু নয়না।। বন্ধুকে বন্ধু অধরে অতি মোহন বিলসই রসময় বংশে। ভঙ্গিম গীম অতি মন্থর অবতংশ বিরাজিত অংশে।। ভালে চন্দন চাঁদ রমণী মোহন ফাঁদ তছু পরি মুকুতার ঝারা। অনন্ত কহিছে ঘন চাঁদের উপরে যেন সঘনে বরিখে জল ধারা।। ৪।।

শ্রীরাগ।। অভিনব নীল জলদ তনু ঢর ঢর পিঞ্চ মুকুট শিরে সাজনীরে। কাঞ্চন বসন রতন ময় অভরণ নূপুর রুণু ঝুনু বাজনীরে।। জয়২ জগজন লোচন ফাঁদ। রাধা রমণ বৃন্দাবন চাঁদ।। ধ্রু।। ইন্দী বর যুগ শুভগ বিলোচন চঞ্চল অঞ্জন কুসুম শরে। অবিচল কুল রমণী গণ মানস জর২

অন্তর প্রেম ভরে ॥ বনি বনমালা অজানু লম্বিত পরিমলে অলিকুল মাতি রহুঁ। বিম্বাধর পর মোহন মুরলী গায়ত গোবিন্দ দাস পহুঁ ॥ ৫ ॥

বেলোয়াল ॥ কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন মেঘ পুঞ্জ জিনি বরণ সুছাঁদ। কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখী চন্দ্রক অলক তিলক ললিতানন চাঁদ ॥ আয়তরে নব নাগর কান। ভাবিনী ভাব বিভাবিত অন্তর দিন রজনী নাহি জানত আন ॥ ধ্রু ॥ মধুরাধর পর অতিহাস মনোহর তহি সুমধুর মুরলী বাজে। ভাঙুরি ভঙ্গিম কুটিল নেহারই কুলবতী যুবতী দূরে রহুঁ লাজে ॥ গজপতি ভাঁতি গমন অতি মন্থর মণি মঞ্জির রণ ঝন ঝনিয়া। হেরইতে কতহি মনোরথ মূরছই গোবিন্দ দাস কহে ধনি ধনিয়া ॥ ৬ ॥

বেলোয়াল ॥ অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন জলদ পুঞ্জ জিনি বরণা। তরুণারুণ থল কমলারুণ মঞ্জীর রঞ্জিত চরণা ॥ দেখ সখী নাগর রাজ বিরাজে। শুধই সুধারস হাস বিকাশীত হেরি হেরি চাঁদ মলিন ভেল লাজে ॥ ধ্রু ॥ ইন্দী বর বর গরব বিমোচন লোচন মনোমথ মনোমথ ফাঁদে। ভাঁড়ু ভুজগ পাশে বাঁধল কুলবতী কুল দেবতি মন কাঁদে ॥ ভ্রমর করম্বিত আজানু লম্বিত কেলী কদম্বক মাল। গোবিন্দ দাস চিতে নিতি২ বিহরতি নাগর তরুণ তমাল ॥ ৭ ॥

সারঙ্গ ॥ মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ মণ্ডল মুখরিত মুরলী সুতান। শুনি পশু পাখী শিখী কুল পুলকিত কালিন্দী বহয়ে

উজান॥ কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ। কামিণী মনহি মূরতি ময় মন সিজ জগজন নয়ন আনন্দ॥ ধ্রু॥ তনু অনুলেপন ঘন সারে চন্দন মৃগ মদ কুঙ্কুম পঙ্ক। অলি কুল চুম্বিত অব নী বিলম্বিত বনি বনমাল বিটঙ্ক॥ অতি কোমল চরণ তল শীতল জিতল শরদর বিন্দ। রায় বসন্ত মধুপ আনন্দিত নিন্দিত দাস গোবিন্দ॥ ৮॥

মায়ুর॥ কুবলয় কন্দর কুসুম কলেবর কালিম কান্তিক লোল। কোমল কেলিকদম্ব করম্বিতকুণ্ডলকান্তি কপোল॥ রাধা রমন রমণী গণ মোহন বৃন্দাবন বলদেব। অভিনব রাস রসিক নব নাগর নাগরী গণ কুড়সেব॥ ব্রজপতি হৃদয় আনন্দ নন্দন নব ঘন বর শ্যাম। নন্দীশ্বর পুর পরিত পটাম্বর রামানুজ গুণ ধাম॥ ধ্রু॥ গোবর্দ্ধন ধর ধরণী সুধা কর মুখরিত মোহন বংশ। শ্রীদাম শুদাম শুবল শুখ শুন্দর চন্দ্রক চারু অবতংশ॥ কালীয় দমন গমন জিতি কুঞ্জর কুঞ্জ রচিত রতি রঙ্গ। গোবিন্দ দাস হৃদয় মণি মন্দির অবিচল মূরতি ত্রিভঙ্গ॥ ৯॥

মল্লার॥ কুটিল কুন্তল কুসুম কাছনি কান্তি কুবলয় ভাসরে। কুঞ্চিতাধর কুমুদ কৌমুদী কুন্দ কোরক হাসরে॥ কালিন্দী কূল কদম্ব কাননে কুঞ্জে কুঞ্জ রাজরে। কামিনী কুচ কুঙ্কুমাঞ্চিত কাম কোটী বিরাজরে॥ কনক কিঙ্কিণী কঙ্কণাঙ্গদ কুণ্ডলাকৃতি অংশরে। কেকী কোকিল কণ্ঠ

কঞ্জ কেশর দামরে। কলিকাল কালীয় কবল কম্পিত দাস গোবিন্দ গানরে ॥ ১০ ॥

গৌরী ॥ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতং। ব্রজ বনিতা কুচ কুঙ্কুম ললীতং। বন্দে গিরিধারী পদ কমলং। কমলা কর কমলাঞ্চিত সমলং ॥ ধ্রু॥ মঞ্জুল মাল নূপুর রমণীয়ং। অচপল কুল কমনীয়ং॥ অতি লোলিত মতি রোহিত ভাসং। মধু মধু পিকৃত গোবিন্দ দাসং ॥ ১১ ॥

শুই ॥ অভিনব জলধর অঙ্গ। হেলন কলপতরু ললীত ত্রিভঙ্গ ॥ ধ্রু ॥ চূড়ার উপর মণ্ড ময়ূর শিখণ্ড। চঞ্চল কুণ্ডল ঢল ঢল গণ্ড ॥ মদন মুরছি তনু ভাউ বিভঙ্গ। বিসম কুশুম শর নয়ান তরঙ্গ ॥ তরুণ অরুণ জিনি চরণার বৃন্দ। নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ ॥ ১২ ॥

শুই ॥ কি কহবরে সখি কানুক রূপ। কোপাতিয়া যব স্বপন স্বরূপ ॥ ধ্রু ॥ অভিনব জলধর সুন্দর দেহ। পীত বসন পরে সৌদামিনী সেহ ॥ শ্যামর ঝামর কুটীল হি কেশ। [illegible] জরে সাজল মদন সন্দেস ॥ জাতকী কেতকী কুসুম নিবাস। তাদেখি মনোমথ উঁপজল হাস ॥ বিদ্যাপতি কহে কি বলিব আর। শূন্য করিল বিধি মদন ভাণ্ডার॥ ১৩

পট মঞ্জরী॥ কিপেখিনু মধুর মূরতি পিরীতি রসের সার। হেন লয় মনে এতিন ভুবনে তুলনা নাহিক আর ॥ ধ্রু ॥ নব জলধর রসে ঢর২ বরণ চিকন কালা। অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন মণি মকুতার মালা॥ বড় বিনোদিয়া চূড়ার টালনি

কপালে চন্দন চাঁদ। জিনি বিধুবর বদন সুন্দর ভুবন মোহ্‌ন ফাঁদ ॥ জোড়া ভুরু জনু কামের কামান কেবা করিল নিরমাণ। অরুণ নয়ানে তেরছ চাহনি বিষম কুসুম বান॥ সুরঙ্গ অধরে মধুর মুরলী হাসিয়া কথাটি কয়। দ্বিজ ভীমের পহুঁ ও নব নাগর পরাণ কাঢ়িয়া লয় ॥১৪॥

ধানশী ॥ হেন রূপ কভু নাহি দেখি। যে অঙ্গে নয়ান থুই সেই অঙ্গ হইতে মুই ফিরাইয়া আনিতে নারি আঁখি। অঙ্গে নানা অভরণ কালিন্দী তরঙ্গ যেন চাঁদ ঝলিছে হেন বাসী। মিসামিসি হইল রূপে ডুবিলাম রসের কূপে প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশি ॥ বিনি মেঘে ঘন আভা পীত বসন শোভা অলপ উড়িছে মন্দ বায়। কিবা সে মোহন চূড়া দোসূতি মুকুতা বেঢা মত্ত ময়ূর পুচ্ছ তায় ॥ গলায় কদম্ব মালা জিনিয়া মদন কলা অধরে মধুর মৃদু হাস। তাহাতে মূরলী অবলা পরাণে ঝুরি বলিহারি যাও বংশী দাস ॥১৫

শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর রূপ ॥

নবোঢা বয়ঃ॥ তিরোত ধানশী ॥ শৈশব যৌবন দরশন ভেল। দুঁহু দলে বলে ধনী দ্বন্দ্ব পড়ি গেল ॥ কবহুঁ বাঁধয়ে কুচ কবহুঁ উঘার। কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ বিথার ॥ থির নয়ন অথির কভু ভেল। উরজ উদিত থল নালিম দেল ॥ চঞ্চল চরণ চঞ্চল ভান। জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান ॥ বিদ্যাপতি কহে কর অবধান। বালিকা অঙ্গে লাগল পাঁচবান ॥ ১ ॥

ত্রথা রাগ।। দিনে২ উয়ল পয়োধর পীন। বাঢল নিতম্ব মাঝা ভেল ক্ষীণ।। শশী মুখী ছাড়ল শৈশব দেহা। খত দেই তেজল ত্রিবলি তিনরেহা।। অবগহি মদন বাঢায়লি ঢিট। শৈশব সকলি চমকি দিল পীট।। এবেনব যৌবন বঙ্কিম দিট। উপজল লাজ হাস ভেল মিট।। দিনে২ অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ। দলপতি পরাভব শৈলক ভঙ্গ।।২ ।।

গৌরী।। চন্দ্র বদনী ধনী প্রেম তরঙ্গা। নয়ন নলিনী যুগ ভাঙু বিভঙ্গা।। ধ্রু।। নাসা খগপতি অধর বিম্ব জ্যোতি ঝোতি মরে কুচ সিবশিষ গঙ্গা। কেশরী জিনি কটী নাভি সরোবর কিঙ্কিণী ঝলকই মুগধ অনঙ্গা।।প্রতাপ নারায়ণ হংস কুল গামিনী ভামিনী বিলসতি মোহন সঙ্গা।।৩।।

গৌরী।। শুন্দরী রাধে আওয়ে বনী। ব্রজ রমনী গণ মুকুট মণি।। ধ্রু।। কুঞ্জর গামিনী মোতিম দামিনী শ্যাম নেহারিণী চমকি নীরে। অভরণ ভারিণী নবঅনুরাগিনী রস আবেশিনী তরঙ্গনীরে ।। অঙ্গ তরঙ্গিনী অধর সুরঙ্গিনী সঙ্গিনী নব২ রঙ্গিনীরে। কুঞ্চিত কেশিনী নিরুপম বেশিনী, রস আবে শিনী ভঙ্গিনীরে।। নব অনুরাগিনী নিখিল সোহাগিনী পঞ্চম রাগিনীরে। রাস বিহারিণী হাস বিকাশিনী গোবিন্দ দাস চিতে সোহাগিনীরে ।। ৪।।

দক্ষিণাত্যশ্রী।। সুরতী সিঙ্গারিণী রাস বিহারিণী মণিময় ভূষণ ভূষিত অঙ্গী । মধুরিম হাসিনী রসময় ভাষিনী দশণ কীরণ মণি মোতিম রঙ্গী ।। জয় জয় বৃকভানু

কিশোরী। গোরচণ রুচি চোরণ গোরী॥ ধ্রু॥ চমকিত খঞ্জন গতি জিতি লোচন মনমথ মনমত ভাঁতি। নাচত রঙ্গিনী ভাউ ভুজঙ্গিনী কালীয় দমন মদন মদে মাতি॥ শ্যাম মনোহর মনমথ কুঞ্জর কুচ কনকাঁচলে বিহরত দেখি। নীল নিচোল জালে ঝাঁপি বাঁধল গোবিন্দ দাস যুগতি না উপেখী॥ ৫॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব রাগ॥

বালা ধানশী॥ কালীদমন দিন মাহ। কালিন্দী কুল কদম্ব কি ছাঁহ॥ কত শত বৃজবর বালা॥ পেখনু জনু থীর বিজরীক মালা॥ তোহে কহুঁ সুবল সাঙ্গাতি। তব ধরি হামু নাজানো দিন রাতি॥ ধ্রু॥ তহিঁ ধনি মণি দুই চারি। তাহে মন মোহিনী একু নারী॥ সোবহু মজুমনে পৈঠি। মনসিজ ধূমে ঘুমে নাহি দিঠি॥ অনুক্ষণ তিনিক সমাধি। কো জানে বিরহ বেয়াধি। দিনে২ ক্ষীণ ভেল দেহা। গোবিন্দ দাসে কহে ঐছে নব লেহা॥ ১॥

শ্রীগান্ধার॥ নিরমল বদন কমল বর মাধুরী হেরইতে ভৈ গেনু ভোর। অলক্ষিতে রঙ্গিনী ভাউ ভুজঙ্গিনী মরমহি দংশল মোর॥ শুন সজনী জবধরি পেখনু রাই। মদন মহোদধি নিমগন মজুমন আকুল কুল নাপাই॥ ধ্রু॥ বঙ্কিম হাসি বিলোচন অঞ্চলে মজুপরি যো দিঠি দেল। কিয়ে অনুরাগিনী কিয়ে বিরাগিনী বুঝইতে সংশয় ভেল॥ মর

মক বেদন মরমহি জানয়ে সদয় হৃদয় তহিঁ ঠাই। গোবি ন্দ দাস পহুঁ নিতি নব নূতন লাগল রসবতী রাই॥২॥
মায়ুর॥ আজু মুই পেখনু রাই। দরশনে নয়নে নয়ন শর হানল বিরস না ভেল মুখ চাই॥ ধ্রু॥ গৌর বরণ তনু নীল পট উড়ন কুচ যুগ কনয় কটোর। উরঃপর কুচক হার বিরা জিত যুব জন চিৎ চকোর॥ বিপুল নিতম্ব জঘন অতি সুন্দ র কেশরী জিনি কটী দেশ। কমল চরণ যুগ যাবক রঞ্জিত জগজন মোহন বেশ॥ পীঠ উপরে বেণী বিরাজিত জনু ফ ণি চলতহি মণি ধরি পাশে। বিদগধ নাগরী মজুমন রাকুল মুরছল গোবিন্দ দাসে॥ ৩॥
ধনাশ্রী॥ যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই। দেখিয়া বিদ রে হিয়া স্বাস্ত নাপাই॥ কিবা ক্ষণে আন সখী দেখিনু তাহারে। সে রূপ লাবনি নয়ন উপরে॥ ধ্রু॥ মেলিয়া দীঘল কেশ পেলিয়া নিতম্বে। চলে বানা চলে ধনী রস অবলম্বে॥ তাহে মুখ মনোহর ঝলমল করে। কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে॥ তহিশ্রমে বিরাজই ঘাম বিন্দু২। মুকুতা ভূ যিত জনু পূনমিক ইন্দু॥ ফুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উ রেঃ। হেম গিরি মাঝে জনু নবজল ধরে॥ উরঃ আধ পর লোলে মুকুতার হারে। সুমেরু শিখরে জনু সুরধুনী ধারে॥ মজুমন রহত কি করত সিনান। গোবিন্দ দাস কহত পর মান॥ ৪॥
ধনাশ্রী॥ সরস সিনান সমাপয়ি সুন্দরী মন্দিরে চলু সখি

সাথ। নিরজন জানি কান তহি উপনিত সহচর সুবল সা ঙ্গাত॥ দেখি বিমোহন গোকুল চন্দ। রাধা রসবতী রসিক শীরোমণি নবপরিচয় অনুবন্ধ॥ ধ্রু॥ সহচরী পাশে হাসি হরি পুছত স্বরূপে কহবি বর রামা। রমণী সমাঝে গজবর গামিনী এধনী কে অনুপামা॥ সরস. সম্বাদ সম্বোধই সহচরী কনক দাম রুচি গোরী। মাঝই মাঝ বিরাজই ও ধনী বৃকভানু কিশোরী॥ শুনইতে নাম প্রেমে পরি পূরল মাধব অমিয়া সিনান। জ্ঞান দাস কহে আর কি বিছুরয়ে নিশি দিসি ধরল ধেয়ান॥ ৫॥

শ্রীরাধিকার পূর্ব্ব রাগ॥

গান্ধার॥ ঢল ঢল সজল জলদ তনু মোহন মোহন অভরণ সাজ। অরুণ নয়ন গতি বিজরী চমক জিতি দগধল কুল বতী লাজ॥ শুন সজনী যাইতে ভেটনু কান। তব ধরি জগ ভরি ভরল কুসুম শর নয়ানে নাহেরই আন॥ ধ্রু॥ মজু মুখ দরসি বিহসি তনু মোড়ই বিগলিত মোহন বংশ। নাজা নিয়ে কোন মনোরথে আকুল কিশলয় দলে করে দংশ॥ অতএ সে মজু মন জ্বলত অনুক্ষণ দোলত চপল পরাণ। গোবিন্দ দাস মিছুই আশ আশল নিয়ড়ে নামিলল কান॥ ১॥

গান্ধার॥ মরকত দরপন বরণ উজোর। হেরইতে পুতি অঙ্গে অনঙ্গ আগোর॥ নাদুঝল কি কহল অরুণ নয়ান।

অতএ হানল কুসুম শরবান।। এসখী কাহে ভেটনু নন্দ নন্দা। মন্দির গহন দহন ভেল চন্দা।। ধ্রু।। তব ধরি দক্ষিণ পরন ভেল বাম। সহইনাপারিয়ে হিম কর নাম।। সহজেই সেজি কমল দল পাতি। কুলবতী যুবতীলেউ নিজ সাথি।। তাঁহি রহল মন লাগি। ধৈরজ লাজ দুহুঁ গেল ভাগি।। কি ফল একল বিকল পরাণ। গোবিন্দ দাস কহে মিলব কান।। ২ ।।

ধনাশ্রী।। ও কে নাগর তরু মূলে। এতদিন নাহি জানি লোক মুখে নাহি শুনি হেনজন আছয়ে গোকুলে।। ধ্রু।। যার মুরলির আলাপনে পবন রহিয়া শুনে যমুনায় ধরল উজান। নাচলে রবির রথ বাজি নাদেখয়ে পথ দরবয়ে দারুণ পাষাণ।। মৃগ মদ চন্দন অঙ্গে বিলেপন পরিমলে ভুলাওল দেশ। রমণী রমণ মন্থর গমন মনোহর মোহনিয়া বেশ।। ময়ূর কণ্ঠ জিনি রসাল অঙ্গখানি নিরমিল ধাতকি পাখে। সেবিয়া গৌরী পতি সে কেমন পুন্যবতী সেরূপ লাবন্য দেখে।। নন্দ কুলে নন্দন অনন্ত জীবন ধন নাম যার সুন্দর কানাই। তাহার দিঠির ঠারে যুবতী তাহার ডরে ঘরের বাহির হইতে নাই।। ৩ ।।

সিন্দুড়া।। দেখ সখী শ্যাম সুনাগর রায়। মরমে লাগিল রূপ আর নাহি ভায়।। ধ্রু।। মরকত স্তম্ভ জিনি সুবলিত অঙ্গ। অলসে মধুর হাসি নয়ান তরঙ্গ।। কটীতে পিয়ল ধড়া কিঙ্কিণীকাছনী। যাচিয়া যৌবনদিব আপন নিছনি।।

মধুর মৈরজ গতি পুরে মন্দ বেণু। চরণেতে বঙ্ক রাজ বাজে রুণু ঝুনু ।। নয়ানের কোণে কহে মনের আকুতি। অনন্ত জানেন দুহুঁ দুঁহার পিরীতি।। ৪ ।।

ধনাশ্রী।। শুন সজনী বড় রভসের কথা। অতি সে সকাল-বেলে মুঞি গেলু যমুনা জলে কালিয়া গো যাইয়া ছিল তথা।। ধ্রু।। জানয়ে কতেক কলা লইয়া চন্দন মালা দাঁড়াইয়া ছিল পথ পাশে। আমার গমন দেখি উলসিত দুটী আঁখি রসের হিল্লোলে কত ভাষে।। নিকটে আসিয়া বলে পরহ চন্দন মালে কোথাও না শুনি হেন বোল। নাজানি পিরীতি করি ঘরে আস্যে হাস্যে মরি যমুনার ঘাটে মাগে কোল।। অতি মতি দুরাশয় কাহারে না করে ভয় কদম্ব কাননে বৈসে একা। যদুনাথ দাসে বলে আর না যাইও জলে নূতন যৌবনে দিবে দাগা।। ৫ ।।

ভাটিয়ারী।। রূপের সাগরে আঁখি ডুবিয়া রহিল। যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।। ঘরে যাইতে পথ আমার হইল অফুরাণ। অন্তরে বিদরে হিয়া কিবা করে প্রাণ।। আগে মুঞি জানিনা জানিলে যাঁইতুঁনা কদম্বের তলে। চিত হরিয়া নিল ছলিয়া নাগর ছলে।। ধ্রু।। চন্দনের চাঁদ মাঝে মৃগমদ বান্দা। তার মাঝে পরাণ পুতলী রৈল বাঁধা।। কটীতটে বসন কসন লাল বেঢ়া। বিধি নিরমিল ঘাটে কলঙ্কের কোঁড়া।। জাতি কুলশিল মোর হেনবুঝি গেল। ভুবন ভরিয়া মোর কলঙ্ক রহিল।। কুলবতী হইয়া মোর দুকূলে

ভেল দুঃখ। জ্ঞান দাস কহে দৃঢ় করিয়া থাক বুক।। ৬।।
সিন্দুড়া।। রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা। বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনে কাহার কথা।। সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে না চলে নয়ান তারা।। বিরতি অন্তরে রাঙ্গা বাস পরে যেমত যোগিনী পারা।। আলুইয়া বেনী ফুলের গাঁথনি দেখয়ে খসিয়া চুলি। হসিতবয়ানে চাহে মেঘ পানে কি কহে দুহাত তুলি।। এক দিঠি করি মউর মউরী কণ্ঠ করে নিরিক্ষণে। চণ্ডি দাস কয় নব পরিচয় কালিয়া বন্ধুর সনে।। ৭।।
ধনাশ্রী।। পহিলে শুনিনু অপরূপ ধ্বনি কদম্ব কানন হইতে। তার পর দিন ভাটের বর্ণনে শুনি চমকিত চিতে।। আর এক দিন প্রাণ সখী কহিলে যাহার নাম। গুনি গণ গাণে শুনিনু শ্রবণে তাহার এগুণ গ্রাম।। সহজে অবলা তাহে কুলবালা গুরুজন জ্বালা ঘরে। সেহেন নাগরে আরতি বাঢায়ে কেমন পরাণ ধরে।। ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দড়াইনু পরাণ রহিবার নয়। করহ উপায় কৈছে মিলয় দাস উদ্ধবে কয়।। ৮।।

শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত দূতি।।

শ্রীগান্ধার।। কাঞ্চন জ্যোতিঃ কুসুম-ময় গোরী। নিরমিল মূরতি যতন করি তোরি।। তুয়া অনুভবে আলিঙ্গই তাই। সো তনু তাপে ভষম হই যাই।। শুন শুন শুন বৃকভানু কি

উৎপল অঙ্গ। নোয়ে নাহেরই নয়ান তরঙ্গ ।। বিগলিত মুরলী থুরলী বহু দূর। অনুক্ষণ মদন দহন ভরি পূর ।। বিছুরণ পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটী। সহচরী হেরি মরত জীউ ফাটি ।। জীউ রহইবর তুয়া রস আশে। তাহারি চরণে রহে গোবিন্দ দাসে ।। ১ ।।

ধানশী ।। প্রেম ময়ী আগো রাই তোমারে মিলিল গুণ নিধি। জনমে২ কত তপ করিলে সেফল সফল কৈল বিধি।। ধ্রু।। করে কর ধরি যতেক বলিল হরি সে সব কহিব কত। তোবিনে কান আন নাহি জানে রাধা২ জপে অবিরত ।। বিলম্ব নাকর বৃন্দবনে আগু সর নাগর রহল তুয়া আশে। যদুনাথ দাসে কয় যদি বা আজ্ঞা হয় কানুরে আনিয়ে তুয়া পাশে ।। ২ ।।

ভাটিয়ারী ।। সুন্দরী তোহে লাগি আকুল কানাই। মাধবি কুসুম কুঞ্জে ঘন আন্ধিয়ার পুঞ্জে বৈঠল বেশ বনাই ।। ধ্রু ।। কুসুম শয়ন করি আবেশে অবশ হরি তুয়া রূপ সোঙরে। তুয়া রূপ হেরি২ চৌদিগে ফিরি২ নাম ধরি মুরলী পুরে ।। দেখনা মধুর নিশি উজর পূর্ণিমা শশী চৌদিগে পিক কুল নাদ। মলয় পবন বায় সেহেন নাগর তায় যৌবন করল পরমাদ ।। বেশ বনাহ কত নাকর বিলম্ব এত মুরলী নাশুন ঐ কানে। তরুলতা আদি যত অনুরাগে পুলকিত কৃষ্ণ দাস রস গানে।। ৩।।

শ্রীরাধার আপ্ত দূতী॥

শ্রীরাগ॥ লোচন শ্যামর বচনহুঁ শ্যামর শ্যামর চারু নিচোল। শ্যামর হার হৃদয় মণি শ্যামর শ্যামর সখী করু কোর। শুন শ্যাম ইথে জনি বোলবি আন। অচপল কুলবতী মতি উমাতায়লি কিএ তুহুঁ মোহন জান॥ ধ্রু॥ মর মহি শ্যামর পরিজন শ্যামর ঝামর মুখ অরবিন্দ। ঝলমল নোরে লোলত কাজর বিগলিত লোচন বৃন্দ॥ মনমথ সাগর রজনী উজাগর তুহু নাগর পুন ভোর। গোবিন্দদাস কতহি আশ আশ্বব মিলব সুনন্দ কিশোর॥১॥

ধনাশ্রী॥ রঙ্গিনী সঙ্গে তুঙ্গ মণি মন্দিরে দশ দিশ হেরইতে রামা। কোজানে কিক্ষণে তোহে দিঠি লাগল মূরছি পড়ল সেই ঠামা॥ মাধব কি তুয়া নয়ান সন্ধান। কুল গিরিরাজ লাজ ঘন কণ্টক ভেদি মরম পয়ে হান॥ ধ্রু॥ বিরহ বিষানলে জলত কলেবর ঘন লুটই মহী পঙ্কা। তুহুঁ পুরুখ মণি তোহে চট যজনি তিরিবিধ বিপুল কলঙ্কা॥ সব সখী মেলি কতহুঁ আশা আশ্বব বেদন কোই নাজান। গোবিন্দ দাস ভন তোহারি দরশ পুনঃ নহে কৈছে রহত পরাণ॥২॥

কেদার॥ শুন২ নিরদয় হৃদয় মাধব সে যে সুন্দরী রাই। বিরহে জর২ কনক মাজঁরি রহল রূপক ছাই॥ আওয়ে মধু ঋতু মধুর যামিনী কামিনী চিতক চোর। কুসুম সারক জীবন গাহক তহুঁ সে রতিরসে ভোর॥ সে অঙ্গ চুই

ফটিকৈছে মিটব তপত সহচরী অঙ্গ। নয়ন নোরে ঝরঽ লোচন নোরে মহী কৰু পঙ্ক ॥ এতহি বিরহে আপই মূর ছই শুনহ নাগর কান। প্রতাপ আদিত এরসে ভাসিত দাস গোবিন্দ গান ॥ ৩॥
ধানশী॥ হরিঽ মাধব কি কহব তোই। তুয়া গুণে মুগধ লুবধ ভেল রাই॥ ধ্রু ॥ মলিন চিকুর ভেল চীরে। করতলে বয়ন নয়ন ভেল নীরে॥ উরঃপর দোলত চাঁচর বেণী। কনয় কটোর মাঝে কাল সাপিনী॥ কোই সখী হেরই কোই নিশাসা। নলিনী দলে কোই করয়ে বাতাসা॥ কোই সখী বোলত আওত হরি। শুনিয়া চেতন হোএ নাম তোহারি॥ বিদ্যা পতি রসগায়। বিরহিনী বিরহ সমুঝায়॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং দূতী॥

গৌরী নট ॥ কাননে কুসুম তোড়সী কাহে গোরী। কুসুমি ত রসতনু নিরমিত তোরি॥ ধ্রু ॥ আনন হেম কমল পর কাশ। সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলু পাশ॥ অপরূপ তিল ফুল সুললিত নাশ। সৌরভে জিতল অমর তরু বাস ॥ নয়ান যুগল নীল উৎপল জোর। সহজে সোহায়ন শ্রবনক ওর ॥ বান্ধুলি অধরে মিলিত যেঙ হাস। অঙ্গুলিত কুন্দ কুসুম পরকাশ॥ সবতনু ফুটত চম্পক গোর। পানিক তল থল কমল উজোর ॥ গোবিন্দ দাস অতএ অনুমান। পূজহ

গান্ধার।। মদন কিরাত কুসুম শর দারুণ বৃন্দাবন বনমাঝ। তাঁহি আকুল হরি তোহারি স্মরণ করি পরি হরি পৌরুষ লাজ।। এধনী তুয়া দিঠি অথির সন্ধান। মনমথ মাতল জোরি নয়ান শর হানল হামারি পরাণ।। ধ্রু।। তুয়া শরে জর২ জীবন অন্তর কিয়ে করব নাহি জান। নিজ যশ চাহি রাই অব দেয়বি অধর সুধারস পান।। মণিময় হার তর ঙ্গিনী তীরহিঁ কুচ কন কাচল ছায়। ঐছে তপত জন গুপতে রাখবি গোবিন্দ দাস গুণ গায়।।২।।

শ্রীরাধা ঠাকুরাণির স্বয়ং দূতী।।

ধানশী।। মুরলী মিলিত অধর নব পল্লব গায়ত কত২ রা গ। কুলবতী হোই মন্দির ছোড়ি আয়নু সহই নাপারি বিরাগ।। মাধব তোহে কি শিখায়ব গাণ। গৌরী আলা পি শ্যাম নট সঞ্চরু তব তুহুঁ বিদগধ জান।। ধ্রু।। মুরলী ছোড়ি অব মধুর আলাপবি তেসর জন জনি কান। কণ্ঠহি কণ্ঠমি একু নাহি সমঝই যতিক্ষণে হোত সুঠান।। নিরলজ জানি হৃদয় অব ধারবি ঐছন গুণ মতি ভাস। গুনিজন লাজ ঐছে নাহি হোওত কহতহি গোবিন্দ দাস।।১।।

বরাড়ী।। পাপ চকোর চাঁদ বলি ধায়ত মধু কর কমলিনী ভানে। আঁচরে ঝাঁপি বদনে তেঁই পুছত তাহে পর পুরুখ ঠানে।। মাধব মঝু মনে এবড় সন্দেহ। কি ফল জগমন মন মথ বেধয়ে কাঁহা পন তাকর গেহ।। ধ্রু।। বেধল মঝু মন কি

করয়ে সো পুন কৈছে কুসুম শর জ্বালা। কৈছে জুড়ায়ত একই নাজানিয়ে জনি কহ মুগধিনী বালা॥ সহচরী মেলি হাসি মুখ মোড়ই উত্তর নাদেবই কই। গোবিন্দ দাস কহে মোহে উপদেশল অতএ পুছল তোই॥২॥

বিপ্রলম্ব॥

শুই॥ কাহে কানু ঘন২ আয়ত যায়ত ফিরি২ বয়ানে নেহারী। হাসি২ মুখ শশী উগরে পূর্ণিমা শশী কি তোহে কহল পুছারি॥ সজনী কহ কিছু বচন বিশেষ। হেন অনুমানি চিতে নাজানি কাহার ভিতে আছয়ে পিরীতি নব লেশ॥ ধ্রু॥ সহজে রসিক রাজ অলখিতে করে কাজ অনুভবি ওরনা পাই। যাহারে ইঙ্গিত করে কুলশীল সব হরে ভাগে২ আমরা এড়াই॥ একই নগরে বৈসে সদৎ এদিগে আইসে দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ। জ্ঞান দাসে বলে তুমি কহ কোনছলে করিতে নাপারি অনুমান॥১॥

শ্রীরাগ॥ তোমরা নাকি বল আমি কানুর সনে আছি। এবোল বলিতে মুখে নাহানিল মাছি॥ ধ্রু॥ যে দিগে কানুর ঘর সে মুখে না বসি। সতী সাধে সে মুখের বায়ু না পরশি॥ কে ধরিল হাতে নোতে কে দেখিল কোথা। মিছামিছি বিরালিনী তোলায় নানা কথা॥ নাজানিয়া নাশুনিয়া এবোল বলে কে। পুত খাইনির মাথা খেয়ে ভাজা গেল দে॥ এরূপ যৌবন আমি কোথা লইয়া থোব। মিছা

কথা লাগি মাগো কত আমি সব।। লোচন বলে আগো দিদি কারে তোমার ডর। শ্যাম নাগর লইয়া তুমি সুখে কর ঘর।।২।।

বরাড়ী।। ননদিনী কেবল লোকের কথা। কানুর সনে যদি পিরীতি করিয়া থাকি শপদি তোমারি মাথা।।ধ্রু।। নিজ পতি বিনে অন্য নাহি জানি সেই সে আমায় ভাল। কোন কাজে আমি রাখালে ভজিব যাহার বরণ কাল।। মণি মুকুতার নাহি অভিরণ ভূষণ বনের ফুলে। সবে পরে রাঙ্গা কাঁচের মালা তাহে কি রমণী ভুলে।। সব সখী সঙ্গে যমুনা যাইতে তার মাঝে২ আমি। কলসী ভরিয়া তিলেক নারহি মিছা কলঙ্ক কর তুমি।। মা হইয়া যারে দেখিতে নাপারে মায় বলে ননী চোরা। শিবরাম দাসে বলে বসিয়া কদম্ব তলে মিছা কথা নাকহিও তোমারা।। ৩।।

অভিসারাণু রাগ।।

ভাটিয়ারী।। মাথহি তপন তপত পথ বালুক আতপে বদন বিথার। ননীক পুতলী তনু চরণ কমল জনু তবহিঁ চললি অভিসার।। হরি২ প্রেম কিগতি অনিবার। কানু পরশ রস রসবতী বিছরণ বিছর সবহি বিচার।। ধ্রু।। গুরুজন নয়ন পাপ গণ বারত মারত মণ্ডল ধূলী। তাঁহিক মেলি চললি ব্রজ রঙ্গিনী পতি গেহ নীতহ ভূলী।।সবহুঁ বধুজন চলু বৃন্দাবন গৌরী আরাধনলাগী। ঐছন মুগধ বচন রচন করি গুরু

জনে অনুমতি মাগী ।। যতহ বিঘিনি জিতল অনুরাগিনী সাধসি মনসিজ তন্ত্র। গোবিন্দদাস কহই অব সমুঝহ হরি সঞে রসময় তন্ত্র।। ১।।
কামোদ।। হরিহ কাঁহা শিখলি পরকার। জগজন বঞ্চি নিঠুর বচনামৃতে দিনহি চললি অভিসার ।।ধ্রু।। বেশ বনা য়তি ননদি শুনায়তি চতুর সখি সঞেবাত। আজু গৌরী আরাধনে মনরথ পূরব পশুপতি নন্দন হাত ।। বাসিতক পূর কুসুমিত তাম্বুল ভরিলেহ চন্দন কটোর। গোবিন্দ দাস পহু দর শায়ব যাঁহা নাহি কণ্টক আঁচর।। ২ ।।

অভি সারোৎ কণ্ঠা।।

শ্রীগান্ধার।। অম্বরে উম্বর করু নব মেহ। বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ।। অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু। উছলল মানস মনোভব সিন্ধু ।। অবজনি সজনী করহ বিচার। সুভ ক্ষণে ভেল পহিল অভিসার।। ধ্রু ।। মৃগমদে তনু অনুলেপন মোর। তহি পহিরায়ল নীল নিচোল ।। কি ফল উচকুচ ক ঞ্চুক ভার। দূর কর মোতিম মোতিনী হার ।। তুহু দেহত দেহলি লাগী। গুরুজন অব কিয়ে ঘুমল জাগী ।। চলইতে দিগ ভরম জানি হোএ। গোবিন্দ দাস সঙ্গে চলি গোএ।।১
মল্লার।। কি করব মৃগমদ লেপনে তোর। কি ফল পহি রাই নীল নিচোল। শরদ চাঁদ মুখ এতুয়া হাস। বিঘটন তিমির ভেল পরকাশ ।। এসখী ধরবি হামারি উপদেশ।

যব অভিসারবি হরিকে উদেশ ॥ ধ্রু ॥ আঁচরে ঝাঁপবি আনন চন্দ। দূর কর কামিনী কিঙ্কিণী মন্দ ॥ নূপুর মুখ ভরি তুলক পুঞ্জ। মন্থর গতি চলু কেলি নিকুঞ্জ ॥ চলইতে চৌকী নগর পুর মাঝ। ঝনু মণি কঙ্কন ঝঙ্ক বিরাজ॥ তিমির পন্থ যব হোতিম কেহ। গোবিন্দ দাস সঙ্গে করি দেহ ॥ ২ ॥

শোহিনী ॥ মন্দির বাহির কঠিন কপাট। চলইতে সঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥ তাহে অতি বাদর দর দর দোর। বারি কি বারণে নীল নিচোল॥ এসখী কৈছে করবি অভিসার। হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥ ধ্রু ॥ ঘনং ঝনং বজর নিপাত। শুনইতে শ্রবন মরম জরিজাত ॥ দশ দিগ দামিনী দহন বিথার। হেরইতে উছকই লোটন ভার ॥ ঐছন সময়ে কি তেজবি গেহ। প্রেম কি লাগি উপেখবি দেহ ॥ গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি বিচার। ছুটল বান কিয়ে যতন নিবার ॥ ৩॥

রূপোল্লাস ॥

সুই ॥ সুন্দরী আঁচরে বদন ছাপায়। লুবধ ভুঙ্গল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ আনত আনত চলি যায় ॥ ধ্রু ॥ মুখ মণ্ডল কিয়ে শরদ সুধাকর ভালই নিরমল চন্দ। মধু রিপু ভরমে মরম যাঁহা ঐছন তাহে কি গলয়ে মতিমন্দ ॥ জনি কহ গরবে পদতলে বারব ওথল কমল উজোর। তাহাঁ নখচন্দ

ভরম ভরে আকুল ততহিঁ পড়ত জনি ভোর ॥ ভাউ ধনুয়া জনু সুতনু ধুনায়সি যছুশরে গিরিবর কাঁপ। সোফিয়ে অতনু গতগ শিরে ডারবি গোবিন্দ দাস হিয়ে তাপ ॥১॥
শ্রীরাগ॥ এধনী পদ মিণী পড়ল অকাজ। জনি ভেট বিহরি কুঞ্জর রাজ ॥ ধ্রু॥ তুঁহু গজ গামিনী মতি অতি ভোর। উচ কুচ কুম্ভ গরবে নাহি ওর ॥ যৌবন গৌরবে নাহেরসি পন্থ। পরিমলে বাসিত করল দিগন্ত ॥ যব তোঁহে করব অরুণ দিঠি ভঙ্গ। নিয়ড়ে নাহেরবি সহচরী সঙ্গ॥ সোথর নখর পরশ যব হোতি। এ কুচ কুম্ভে নারাখীব মোতি ॥ গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত। মুরছি পড়বি তহিঁ ধরণী নিপাত॥ গোবিন্দ দাস তবহিঁ সোঁওরাব। অধর সুধারসে যবহি জীয়াব ॥ ২ ॥
কেদার॥ শুন সুন্দরী বচন বিশেষ। আজু হামু তোহে করব উপদেশ॥ আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম। পঁহি লহি ভেটবি শয়নক সীম ॥ হরি পরি রম্ভনে মোড়বি অঙ্গ। হাঁহুঁ নাবোলবি প্রেম তরঙ্গ ॥ কহে কবি শেখর শুনবর নারী। যে কিছু নাজানু শিখাবে মুরারী॥ ৩॥
ধনাশ্রী ॥ সখী অবলম্বনে চলবি নিতম্বিনী স্তম্ভ বিমুখ সমীখে। যদি হরি করে ধরি কোরে বৈঠায়ই নিচোলে চালায়বি দীপে॥ সুন্দরী মান নারহয়ে উদাসে। বদন আধ বিনু সাধ নাপূরবি কুচ দরশায়বি পাশে॥ ধ্রু॥ বহু অনুরোধে পহুঁ কাতর দেখি বিমুখে বৈঠবি বামে। পানি পরশে ঘন

চমকিত চপলা সেজতেজি আন ঠামে ॥ ভুজ,যুগ জোরি মোরি কর পল্লব অম্বর সম্বরখি পীঠে। দিন রামচন্দ্র ভনত উৎকট শঙ্কট বঙ্কিম দিঠে॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার॥

কামোদ ॥ রাই বিপতি শুনি বিদগধ শিরোমণি পুছই গদ গদ ভাষা। নিজ মন্দির ত্যজি চলুবর নাগর পুনঃ২ পরঁ শিয়া নাশা॥ ধু ॥ বিছুরণ চরণে বনিত মণি মঞ্জির বিছুরণ মুরলীক রন্ধে। বিগলিত কেশ বসন ভেল বিগলিত বিগ লিত শিখী পুছ চন্দে॥ পরিমলে আকুল ভরল দশ দিশ যামিনী রহু রহু পুঞ্জে। চিরদিন দরশন পরশ রস লালস দুরিতহিঁ মিলল কুঞ্জে॥ দুহুঁ মুখ দরশনে মুগধ ভেল দুহুঁ জন কর ধরইতে দুহুঁ কাঁপি। নরহরি হৃদয় মাঝে অপরূপ জাগল জলধরে বিধুবর ঝাঁপি॥ ১ ॥

কামোদ॥ রাইক কুঞ্জ গমন শুনি মাধব অচপল প্রেম অনুমানি। মিলইতে গমন করল বর নাগর আনন্দে আপ না নাজানি॥ চলইতে নথই চলই নাপারই কত২ ভাব বিথারি। পদে২ হেম কদলি হেরি আকুল গদ২ পুছে সেই নারী॥ ঐছে বহু যতনে পহুঁ মিলল দুহুঁ হেরি দুহু ভেল ভোর। দুহুঁ মন মানস সফল ভেল জীবন দুহুঁক গহয়ে প্রেম নোর॥ ধৈরজ ধরি হরি অঞ্চল পরশিতে ধনিক মুগ ধী পরকাশ। রাধামোহন বুঝিতে শংসয় পিছে বুঝল পরিহাস॥ ২ ॥

শ্রীরাধার অভিসার ॥

নবোঢা অভিসার॥ শোহিনী॥ হরি অভিসারে চলল বৃজ নারী। গুরুজন গৌরব দূরহি ডারি ॥ ধ্রু ॥ সখী সঞেপুছত প্রেমক বাত। পুরষক কর কভূ নালাগয়ে হাত ॥ সহচরী কহতহিঁ সুনবর নারী। হামু কহব তোহে সোসব বিচারি॥ নয়নে২ কভূ নাকরবি মেলি। করে কর পরশিতে দেয়বি ঠেলি॥ পহিল মিলনে রহু অবনত মাথ। গোবিন্দ দাস কহে করি লহ সাথ॥ ১॥

বসন্ত অভিসার। মঙ্গল॥ চলই শুধামুখী ভেটইতে কান। আরতি অতিশয় পহুঁকে ধেয়ান॥ ধ্রু॥ কি কহব আজুক রস অভিসার। মনমথ নীত চিত অনিবার॥ মধুর যামিনী মধুমাস বসন্ত। অবিরত পড়ে বান মদন দুরন্ত॥ চলতি মি কুঞ্জে কুঞ্জর বর গমনী। ভেটব নাগর গুরু মনে অনুমানি ॥ দুহুঁ অবলোকন দুহুঁ মুখ চন্দে। দুরেহুঁ দুরে রহুঁ দ্বিজ রাজন্দে॥ ২॥

বর্ষাভিসার॥ মঙ্গল॥ গগণহি নিমগণ দিন মণি কাঁতি। নখএ নাপারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥ ঐছন জলদে করল আন্ধিয়ার। নিয়ড়ে কোই নখএ নাপার॥ চলু গজগামিনী হরি অভিসার। গমন রিরঙ্কুশ মদন বিথার॥ ধ্রু ॥ জগভরি শীকর নিকরহি লোল। চৌদিগে অথির পবন করু দোল ॥ চলইতে চৌকী নগর পূর বাট। মন্দিরে২ লাগল কবাট॥ যাকর পুনফল গুণবতী সই। দুরজন যাকর শুভদিন হোই॥

যবধনী কুঞ্জে মিলল হরি পাশ। দূরেহুঁ দূরে রহু গোবিন্দ দাস॥ ৩॥

দিবা অভিসার মিলন। বরাড়ী॥ দিন মণি কিরণে মলিন মুখ মণ্ডল ঘামে তিলক বহি গেল॥ কোমল চরণ তপত পথ বালুক আতপ দহন সমভেল॥হেরইতে শ্যামর চন্দ। কোরে আগোরি গোরা মুখ মোছত বসন ঢুলায়ত মন্দ॥ ধ্রু॥ কর্পূর তাম্বল অধরহিঁ দেয়ল চন্দন লেপই অঙ্গে। শ্যামর অঙ্গ পরশে নব নাগরী বাঢল প্রেম তরঙ্গে॥ কুঞ্জ কুটির ঘর সেজি মনোহর মধু কর শ্রুতিধর ভাস। গোরী শ্যাম দুহুঁ করত কুতূহল কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥ ৪॥

জ্যোৎস্নাভিসার। সিন্ধুড়া॥ কুন্দ কুসুমে কৰু কবরী ভার। হৃদয় বিরাজিত মোতিম হার॥ চন্দনে চরচিত রু চির নূপুর। অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর॥ চন্দিনী বরণী উজাগরি গোরী। হরি অভিসার রভস রস ভোরি॥ ধবল বিভূষণ অম্বর বনই। ধবলিম কৌমুদী মিলিতনু চলই। হের ইতে পরিজন লোচন ভুল্ল। রঙ্গ পুতলী জনু রহে সমতুল॥ পুনবতী মনমথ গতি অনিবার। গুরু কুল কণ্টক কি করএ পার॥ মূরতি শিঙ্গার কিরিতি ময় ভায। মিললি নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দ দাস॥ ৫॥

অন্ধকারাভি সার। কেদার॥ মনিময় মঞ্জির যতনে আনি ধনী স্োপনি বনি দুই হাত। কিঙ্কিণী গীম হার বনি পহি

রই হার সাজায়লি মাথ ।। সুন্দরী অপরূপ দেখলি আজ। হরি অভিসারে ভরম ভেলি সুন্দরী বিছরণ সাজ বিসাজ। ঘন আন্ধিয়ারে রজনী জনি কাজর গরজত বরখত মেহ। বিষ ধরে ভরল দুতর পথ পাঁতর একলি চলিতেজি গেহ।। চটল মনোরথ দোসর মনমথ পন্থ বিপথ নাহি মান। গোবিন্দ দাস কহই বৃজ সুন্দরী ঐছনে ভেটলি কান।। ৬ ।।

মল্লার ।। বিপিনে মিলল গোপ নারী হেরি হাসত মুরলী ধারি নিরখি বয়ান পুছত বাত প্রেম সিন্ধু গাহিনী। পুছত সবক গমন খেম কহত কিয়ে করব প্রেম বৃজক সবহুঁ কুশল বাত কাহে কুটিল চাহনি ।। হেরত ঐছন রজনী ঘোর ত্যজি তরুণী পতিকে কোর কাহে আওলি কানুওর থো র কহত কাহিনী। গলিত ললিত কবরী বন্ধ কাহে ধায়তি যুবতী বৃন্দ মন্দিরে কিয়ে পটল দ্বন্দ্ব বেটল বিশিখ চাহিনী ।। কিয়ে শরদ চাঁদনি রাতি নিকুঞ্জে ভরল কুমুদ পাতি হেরত শ্যাম ভরম কাঁতি বুঝি আয়ল সাহিনী। এতহি কহত নাকহ কোই রাখত কাহে মনহি গোই ইহই আন নাহোএ কোই গোবিন্দ দাস গায়নী ।। ৭ ।।

ধনাশ্রী ।। কি শুনি সুধা মুরলী রব। নাসঘরে অম্বর ধায় গোপী সব ।। ধ্রু ।। করে তুলি পরে কেহ পদ অভরণ। কেহ পরে আধ নয়ানে অঞ্জন। সদন ছাড়িয়া কেহ কাননে ধায়। পয়ঃপানে শিশু ছাড়ি সেহো গোপী যায় ।। এক

গোপির পতি ধরিয়া রাখিল। শ্যাম অনুরাগে সেহো তনু তেয়াগিল ॥ সকল গোপির আগে পাইল সেই রামা। গোবিন্দ দাস কহে কিদিব উপামা॥ ৮ ॥

সুই॥ ধনীঽ বনি অভিসারে। সঙ্গিনী রঙ্গিনী রূপ তরঙ্গিনী সাজলি শ্যাম বিহারে॥ ধ্রু॥ চলইতে চরণ সঙ্গে চলু মধু কর মকরন্দ পান কিলোভে। সৌরভে উনমত্ত ধরণী চুম্বই চরণ চিহ্ন যাহাঁ শোভে॥ সাজলি মদন কলাবতী রাধে যুবতী বৃন্দ করি সাথ। রাজ হংস জিনি গমন বিলম্বন অবলম্বন সখী হাত॥ কনকলতা জিনি জনু সৌদামিনী বিধি অপরূপ রাধে। যদুনাথ দাস ভনে গমন নিকুঞ্জবনে পুরাইতে শ্যামক সাধে॥ ৯ ॥

কানড়া॥ শরচ্চন্দ্র পবনমন্দ বিপিন ভরল কুসুম গন্ধ। ফুল্ল মল্লি মালতী যূথী মত্ত মধুকর ভোরণী। হেরত রাত্তি ঐছন ভাঁতি শ্যাম মোহন ময় কাঁতি মুরলী তান পঞ্চম গান কুলবতী চিত্ত চোরণী। শুনত গোপী প্রেম রোপি মনহি মনহি আপনা সোঁপি তাঁহি চলত যাঁহি বোলত কনক লোলনী। বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ একু নয়নে কাজর রেহ যাহে রঞ্জিত মঞ্জির একু একু কুণ্ডল দোলিনী॥ শিথিল বন্দ পবন মন্দ বেগে ধায়ত যুবতী বৃন্দ সহত খসত বসন চোরি বিগলিত বেনি দোলনী। ততহিঁ বেলি সখীনিমেলি কেহ কাহুক পথ নাহেরি ঐছে মিলল গোকুল চন্দ গোবিন্দ দাস গায়নী॥ ১০ ॥

শ্রীরাধা কৃষ্ণের রাস লীলা ॥

কেদার ॥ গিরিধর মূরতি পিরীতি অধি দেবা। যাকর দর শনে সব দুঃখ মেটল সোই আপনে করু সেবা॥ ধ্রু ॥ আ দরে আগু সরি রাই হৃদয়ে ধরিজানু উপরে পুনঃ রাখি। নিজকরে চরণ নিরমঞ্ছই হেরত চিরথির আঁখি ॥ হিমসম শীতল নীরহি তিতল করতলে মাজই মুখ। সজল নলিনী দল মৃদু২ বীজন পুছই পহু কিদুঃখ ॥ বদনে তাম্বুল পুরি অঙ্গুলে চিবুক করি মধুর সম্ভাষণ কান। গোবিন্দ দাস ভন নাহ রসিক পুনঃ রাইক অমিয়া সিনান॥ ১ ॥

ধানশী ॥ পহিল সম্ভাসন চির অনুরাগী। মিলল দুহুঁ দুহুঁ গলে গল লাগি ॥ ধ্রু॥ তহি প্রিয় সঙ্গিনী পরম রসাল। দুহুঁ গলে দেয়ল এক ফুল মাল ॥ টুটহি জানি দুহুঁ [illegible] বন্ধ। দৈব বাঢায়ল হৃদয় আনন্দ॥ [illegible] বয়ান হেরি আ নন্দ ভেলি। দুহুঁ গল [illegible] দুতি গলে দেলি॥ রাখিল মরম সোহাগিণী নাম। পরসাদ পাই দূতি করল পরণাম॥ ঐ ছন চিরদিন রহু অঙ্গে অঙ্গ। রতি পতি জানি কভু নাকর বিভঙ্গ ॥ ঐছে প্রেম কভু নাহয় বিচ্ছেদ। গোবিন্দ দাস রহুঁ ঐ খেদ ॥২ ॥

সুই॥ রাসে ভুলল নাগর কানু। বিছুরল নিজবেশ আর প্রিয়া বেণু ॥ধ্রু॥ করে ধরি নিজ শিরে সোঁপইরাইক হাত॥ ঐ গুণে নাম ধরল রাধানাথ॥ রাই কোরে করি মুখ মো ছায় পীত বাসে। ও প্রেম বলিহারি যায় শ্যাম দাসে॥৩

কেদার।। আজু রাধাকানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝ। চৌদিগে বৃজনারী মঙ্গল গায়ত ত্যজিয়া কুলভয় লাজ।। ধ্রু।। শরদ যামিনী বরজ কামিনী চঞ্চল নয়নে চায়। মদন ভুজঙ্গমে রাইকে দংশল ঢলিয়া পড়ল শ্যাম গায়।। কানু ধন্বন্তরি রাই কোরে কোরি চুম্বনে বিষ করে পান। নাগর নাগরী এ রসে আগরি রাই কানাই একই পরাণ।। সারী সুক পিক মঙ্গল গায়ত অতি সুলিলত তান। শ্রীবৃন্দাবন ভরি রঙ্গের বাদর তুলসী দাস রসগান।। ৪ ।।

শুরট মল্লার ।। চাঁদ বদনী নাচত দেখি তাক্ তাক থোই থোই তিনিকিটি তিনিকিটি ঝাঁ।। দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ থোই দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি কি দৃমি তাক্ তাক্ তাক্ গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় তন্তা দিমিতা তাতা থোই তিনি কিটি ঝাঁ ।। ধ্রু ।। নাহবে ভূষণের ধ্বনি নানড়িবে চির । দ্রুতগতি চরণে নাবাজিবে মঞ্জির ।। বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী। ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিবে প্রিয়সী।। হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচলি। জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী।।যেমন বলেন শ্যাম নাগর তেমনি নাচে রাই। মুরলী লুকান শ্যাম চারিদিগে চাই ।। সভাই বলেন রে এর জয় নাগর হারিলে । দুঃখিনী কহিছে গোপী মণ্ডলী হাসালে ।।৫ ।।

শুরট মল্লার ।। শ্যাম তোমারে নাচ্‌তে হবে দিগে্‌দা ঝেনা কাটা থোর লাগজিগ ঝাঁ। উড় তাড়া থোই ঝনর২ ঝন ঝন৪

থোই ৩ গিড় ৮ তিন্তা দিমিতা তাতা থোরি কাটা ঝাঁ॥ ধ্রু॥ নানড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপুরের কড়াই। নানড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই॥ নানড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টি শ্রবনের কুণ্ডল। নান ড়িবে নাসার মতি নয়নের পল॥ ললিতা বাজায় বীনা বি শাখা মৃদঙ্গ। সুচিত্রা বাজায় সপ্তসুরা রাই দেখে রঙ্গ॥ তুঙ্গ বিদ্যা কবিলাষ তুম্বুরা রঙ্গ দেবী। ইন্দু রেখা পিনাক বায় মন্দিরা সুদেবী॥ উদ্ভট তালে যদি হার বনমালী। চূড়া বাঁশী কেড়ে লব দিব করতালি॥ যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী। নইলে কারাগারে রাখিব দুঃখিনী শুনি হাসি॥ ৬॥

ভৈরবী॥ নাচত নাগরী নাগর সঙ্গ। তাথৈ২ বাজে মৃদঙ্গ॥ ধ্রু॥ নানা যন্ত্র বাজত ডম্ফ করতাল। বৃকভানু নন্দিনী নাচত এরসাল॥ ললিতা মনসা মাধবী শ্যামা। শ্যামর সঙ্গিনী রঙ্গিনী বামা॥ রসদা জয়দা আর গোবিন্দা। আনন্দ মঞ্জরী গায় অরবিন্দা॥ অপরূপ সময় অপরূপ রাস। বলিহারি জাই নরহরি দাস॥ ৭॥

কামোদ॥ নন্দ নন্দন সঙ্গে মোহন গোকুল কামিনী। তপ ন নন্দিনী তীরে ভাসে বনী ভুবন মোহন লাবনী॥ ধ্রু॥ তাথৈ২ মৃদঙ্গ বাজই মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণী। নাচে মুর হর রাই করে কর অধরে বেণু বর সোহিনী॥ রাসে মাতল সঙ্গে ষড় ঋতু কুঞ্জ কাননে বাজই। শুক শিখী পিক চাতক ডাহুক ভ্রমরা গায়ই॥ রাস মণ্ডল গোপিনী কুল শ্যাম

সঙ্গে নব রঙ্গিনী। দেই করতালি বোলে ভালি২ কাশী দাস বলি যাইনি॥ ৮॥

কেদার॥ কালিন্দী তীর সুধীর সমীরণ কুন্দ কুমুদ অর বিন্দ বিকাস। নাচত মোর ভোর মত্ত মধুকর শুক সারী পিক পঞ্চম ভাষ॥ নাচত নিধুবনে মুগধ মুরারী॥ মুগধ গোপ বধু অধিক লাখ সঙ্গে রঙ্গে বিহরে বৃকভানু কিশোরী॥ ধ্রু॥ নাচত নটিনী গায়ত নট শেখর গায়ত নটিনী নাচে নটরাজ। শ্যামর গোরী গোরী সঙ্গে শ্যামর নবজল ধরে জনু বিজরী বিরাজ॥ হেরি অপরূপ রাস কলারস মন মথে লাগল মনমথ ধন্দ। উয়ল গগনে সগণ রজনীকর চৌদিগে ফেরত দীপ ধরি চন্দ॥ তারা পতি সঙ্গে তারা গণ হেরি লাজে লুকায়ল দিনমণি কাঁতি। গোবিন্দ দাস পহুঁ জগমন মোহন বিছুরে কলপ সম রাতি॥ ৯॥

কেদার॥ নিধুবনে শ্যাম বিনোদনী জোর। বিধি অদিত রূপ মনোহর ত্রিভুবনে নাহিক ওর॥ ধ্রু॥ আধ শিরে শোভে ময়ূরী মুকুট আধ পিটে দোলে বেণী। শিরীষ কুসুম ঝল মল করে ফণি যেন উগারল মণি॥ এক শ্রবনে মকর কুণ্ডল এক রতন ছবি। আধ কপালে চাঁদের উদয় আধ কপালে রবি॥ আধ পহিরণ হিরণ কিরণ আধ নীলমণিজ্যোতিঃ। আধ গলে দোলে বনমাল মনোহর আধ গলে গজমতি॥ সৌরভে আকুল কুঞ্জ ভবন তরুলতা দোলে মন্দ বায়। নিকুঞ্জ মন্দিরে রসের সায়র বাহিরে শেখর রায়॥ ১০॥

কেদার ।। রাস বেহারে মগন শ্যাম নটবর রসবতী রাধা বামে। মণ্ডল ছাড়ি রাই করে ধরি হরি চললি বন ধামে ।। যব হরি অলখিত ভেল। সবহুঁ কলাবতী আকুল ভেল অতি হেরইতে বন মাহা গেল ।। ধ্রু ।। সখী গণ মেলি সব হুঁ ঢুঁড়ত পুছত তরু গণ পাশে। কাঁহা মঝু প্রাণ নাথ ভেল অলখিত নাদেখি জীবন নৈরাসে ।। কহ২ কুসুম পুঞ্জ তুই ফুল্লিত শ্যাম ভ্রমরা কাহা পাই। কোন উপায়ে শ্যামে ভেটিব উদ্ধব দাস তাহা যাই।। ১১।।

ধানশী ।। সকল রমণী গণ ছড়ি বর নাগর রাইক কর ধরি গেল। বনে২ ভ্রমই কুসুম কুল তোড়ই কেশ বেস করি দেল।। চলইতে রাই চরণে ভেল বেদন কান্ধে চডব মনে কেল। বুঝইতে ঐছে বচন বহু বল্লভ নিজ তনু অল খিত ভেল ।। নাদেখিয়া নাহ তোহি ধনী রোয়ত হা প্রাণ নাথ উৎরোলে। ব্রজ রমণী গণ নাদেখিয়া মন দুঃখে আস্ল বিরহ হিলোলে।। ওঙ্গসে কহ২ বন পরবেসিয়া হের ল্ল রোদিত রাধা। সখীগণ মেলি ধরণী তল লুটই উর্দ্ধব দাস্ল চিত বাধা।। ১২ ।।

যত নারী গণ বিরহে আকুল ধৈরজ ধরিতে নারে। রসিক নাগর বুঝিয়া সময় দাঁড়াইল যমুনা ধারে।। কদম্বের তলে বসি কোন ছলে মৃদু২ বায় বাঁশী। শুনিতে শ্রবনে ব্রজ বধু গণে তাঁহাই মিলল আসি।। মরণ শরীরে পরাণ পাওল ঐছন সবহু ভেলি। বন দাবানল পড়িয়া যেমন অমিয়া

সাগরে কেলি॥ বৃজ বধুগণ হেরি নবঘন মনের আনন্দে ভাষে। জিনি শশধর বদন সুন্দর চকরিণী চাঁদ পাসে॥ বিরহ তাপিত ভেল তিরপিত বরিখে অমিয়া বাণী। জ্ঞান দাস ভণে শ্যামের বদনে আধ ইষদ বাণী॥ ১২॥

শ্রীরাগ॥ রাই কানু বিলসই রঙ্গে। কিবা রূপ লাবনি বৈদগধী ধনীং মণিময় অভরণ অঙ্গে॥ ধ্রু॥ কদম্ব তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল ফুটিয়াছে ফুল সারিং। পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥ পরাগে ধূষর স্থল চন্দ্র করে সুশীতল মণিময় বেদির উপরে। রাই কাণু কর যোড়ী নৃত্য করে ফিরিং পরশে পুলক তনুভরে॥ রাইয়ের দক্ষিণ কর ধরি পহুঁ গিরিধর মধুরং চলি যায়। আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ কোন সখী চামর ঢুলায়॥ শ্রম জল বিন্দুং শোভা করে মুখ ইন্দু অধরে মুরলী লহু বায়। নরোত্তম দাসে কয় রাই কত সুখী হয় অনুগতে রাখিহ সদায়॥ ১৩॥

সম্ভোগ নবোঢা॥

শ্রীরাগ॥ ধরি সখী আঁচরে ভরি উপচঙ্ক। বৈঠে নাবৈঠএ হরি পর জঙ্ঘ॥ ধ্রু॥ পরশিতে তবশি কর‍হি কর ঠেলই। হেরইতে বয়ন নয়ন জল খলই॥ হঠ পরি রম্ভনে থর থরি কাঁপ। চুম্বনে বদনে পটাঞ্চলে ঝাঁপ॥ সুতলী ভীত পুতলী সম্ গোরী। চিত নলিনী অলি রহই আগোরি॥

গোবিন্দ দাস কহই পরিণাম। রূপক কূপে মগন ভেল কাম॥ ১॥

শ্রীরাগ॥ সুরতিক আশে ধরল পহুঁ পাণি। করে কর বারই তরল নয়নী॥ হঠ পরি রভসে পরশিতে গাত। নহিং বলি ঢুলায়ত মাথ॥ অভিনব বন্দন তরঙ্গিনী রাই। শ্যাম তরঙ্গ রঙ্গে রস অবগাই॥ ধ্রু॥ চুম্বনে শীচকই লোচন ভার। পিবইতে অধর রচই শীৎকার॥ নখর পরশে ধনী চমকই গোরী। দশ'য়িতে চমকি উঠই তনু মোরি॥ কহইতে কহ গদ গদ পদ আধ। আলোড়ন মনসীজ রস উনমাদ॥ তৈখনে রোখত বহিঁ পরসাদ। গোবিন্দ দাস কহ মরিয়াদ॥ ২॥

শ্রীরাগ॥ পহিল সমাগম রাধাকান। অতি রসে [illegible] ভেল পাঁচবান॥ ধ্রু॥ দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁক বিলোকনে আনন্দ নীর নিঝাযইরে। আরতি পরশতি কুচ কনকাচলে গিরিবর ধর কর কাঁপইরে॥ দুহুঁ পরি রভসে দুহু তনু পুলকিত অঙ্গহি অঙ্গ হেলাযইরে। গদ২ ভাষে আলাপই দুহুঁ২ চুম্বন নয়ন ঢুলায়ইরে॥ দুহুঁ রসে ভাষি দুহুঁ অবলম্বই অঙ্গে তরঙ্গিত অঙ্গইরে। নবনাগরী সঙ্গে নবনাগর শেখর ভুলল গোবিন্দ দাস পহুঁ রে॥ ৩॥

প্রৌঢ়া সম্ভোগ॥

কেদার॥ দরশন নয়ন নয়ন শরে অনল ভুজে ভুজে বন্ধন

কাঁপ। অভরণহীন তনু পরশই বিপুল পুলক ভরে কাঁপ ॥ দেখ সখী রাধা মাধব সঙ্গ। রতিরণ লাগিয়া দুহুঁ যামিনী নাহেরিয়ে জয়া জয় ভঙ্গ ॥ ধ্রু॥ ঘন২ চুম্বন দুহুঁ অচেতন অধর সুধারসে মাতি। প্রেম তরঙ্গ নয়ন পরি পূরল চূরল মনমথ হাথি ॥ গদ২ আধ আধ পদ কহই মদন মুরছন বাণী। দুহুঁ দুহুঁ মরম মরমে ভালে সমঝই গোবিন্দ দাস ভালে জানি ॥ ১ ॥

বিপরীত ॥

বিহাগড়া ॥ আকুল অলক বেড়ল মুখ শোভ। রাহু করল শশি মণ্ডল লোভ ॥ উতরণ কুসুম মালে করু রঙ্গ। জনু যমুনা জলেগঙ্গ তরঙ্গ ॥ বড় অপরূপ দুহেঁ অচেতন ভেলি ॥ বিপরীতসুরতি কামিনী করু কেলি॥ ধ্রু॥ প্রিয়মুখে সুমুখী চুম্বএ ওজ। চাঁদ অধোমুখী পীয়ে সরোজ ॥ বদন সোহাগল শ্রম জল বিন্দু। মদন মতিময়ে পূজল ইন্দু ॥ কুচ পরলম্বিত মতিমহারা। কনক কলস পর সুরধনী ধারা॥ কিঙ্কিণীর বায় নিতম্বিনী সাজ। মদন বিজয়ে জনু বাজন বাজ॥ ভনই বিদ্যাপতি রসবতী নারী। কাম কলাজিনি বচন হামারি॥ ১ ॥

তথা রাগ ॥ বিগলিত চিকুর মিলিত মুখ মণ্ডল চাঁদ বেড়ল ঘন মালা। চঞ্চল কুণ্ডল চপল গোড়ায়ল ঘামে তিলক দূর গেলা ॥ সুন্দরী তুয়া রূপ মঙ্গল দাতা। রতি রণে রমণী

পরাভব পায়ল কি কহব হরি হর ধাতা ॥ ধ্রু॥ কিঙ্কিণী কলরব কঙ্কণ ঝনং ঘনং নূপুর বাজে। রতি বিপরীত ভেল মদন সমাপল জয়২ দুন্দুভি বাজে ॥২ ॥

মুরলী শিক্ষা॥

কামোদ॥ বহু দিনের সাধ আছে হরি। বাজাইতে মোহন মুরলী॥ তুমি লহ মোর নীল সাড়ী। তবপীত ধড়া দেহ পরি ॥ তুমি লহ মোর গজমতি। মোরে দেহ তোমার মালতী॥ ঝাঁপা খোপা লহ খসাইয়া। মোরে দেহ চূড়াটি বান্ধিয়া॥ তুমি লহ সিন্দুর কপালে। তোমার চন্দন দেহ ভালে ॥ তুমি লহ কঙ্কণ কেওড়ি। তোর তাড় বালা দেহ পরি ॥ তুমি লহ মোর অভরণ। মোরে দেহ তোমারি ভূষণ॥ শুন মোর এই নিবেদন। শুনি হরষিত বৃন্দাবন॥৩

কানড়া॥ মুরলী করাও উপদেশ। যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ॥ কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম। কোন রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম॥ কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুলোলিত ধ্বনি। কোন রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥ কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত। কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটহে প্রাণ নাথ॥ কোন রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এক কালে। কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফুলে॥ কোন রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়। একে২ শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥ জ্ঞান দাস কহে হাসি হাসি। সুন রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী॥২॥

কামোদ ।। কৌতুকে মুরলী শিখে রসবতী রাধা ।
মদন মোহন মন মোহিণী সাধা ।। প্রেম রঙ্গে শ্যাম অঙ্গে
অঙ্গ হেলাইয়া । মুরলী পুরয়ে রাই ত্রিভঙ্গ হইয়া ।। বিনা
তন্ত্রে বিনামন্ত্রে কত ফুকদেই। বাজে বা নাবাজে বাঁশি মুখ
পিয়া চাই ।। রাধার অধরে বেণু ধরে বনমালী। পানি পঙ্ক
জ ধরিয়া লোলয়ে অঙ্গলী।। কানু কোলে কলাবতীকেলির
বিলাসে । দুহুক রূপ হেরি শিবানন্দ ভাষে ।। ৩ ।।

বেহাগ ।। আজু কে গো মুরলী বাজায়। এত কভূ নহে শ্যা
ম রায় ।। ইহার গৌর বরণে করে আল । চূড়াটি বান্ধিয়া
কেবা দিল ।। তাহার ইন্দ্র নীলকান্ত তনু । এত নহে নন্দ
সুত কানু ।। ইহার রূপ দেখি নবিন আকৃতি। নটবর বেশ
পাইল কতি ।। বনমালা গলে দোলে ভাল । এনা বেশ কো
ন দেশে ছিল ।। কে বনাইল হেন রূপ খানি । ইহার বামে
দেখি চিকন বরণী ।। নীল উয়লী নীলমণি। হবে বুঝি ইহার
সুন্দরী ।। সখীগণ করে ঠারাঠারী । কুঞ্জে ছিল কানু কম
লিনী ।। কোথা গেল কিছুই নাজানি। আজু কেনে দেখি
বিপরিত। হবে বুঝি দোহার চরিত ।। চণ্ডী দাস মনে মনে
হাসে। এরূপ হইবে কোন দেশে ।। ৪ ।।

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেম বৈচিত্র ।।

মঙ্গল ।। সজনী কোকহ প্রেম তরঙ্গ। রাইক কোরে চমকি
হরি কহ তহি঳ কবে হবে তাকর সঙ্গ ।।ধ্রু ।। আর কিয়ে

কনক কসিত তনু সুন্দর দরশ পরশ হোয়ে। উরঃপর পা ণি হানি ক্ষিতি সুতল মুকত কণ্ঠে বিরোয়ে ॥ ক্ষণে কহে অধর মধুর নব পল্লব আর কি মিলিব অবসই। তাকর প্রেমে মগন মজু মানস নয়নে রহল রূপ গোই ॥ আর কিয়ে শ্রবনে শুনব তাকর বোল সোকিয়ে মধুরিম হাস। নয়নহি বয়ন চন্দ্র কিয়ে হেরব কুমুদিনী হাস বিকাস ॥ রাইক কোরে কান যব বিলপই বৃজবনিতা কুল হাস। না বুঝিয়া ধন্দ বন্দ মুঝে লাগল কহতহি বল্লভ দাস ॥ ১॥

শ্রীগান্ধার॥ ধনী অঙ্গ মধুর সৌরভে শ্যাম আকুল উছ লল প্রেম তরঙ্গ। রাইক কোরে ভোরি নন্দ নন্দন কাতর মূরছিত অঙ্গ ॥ হরি২ কবে বিধি হবে অনুকূল। বৃখভানু নন্দিনী দিঠি ভরি হেরব পরশিকাটব দুঃখ মূল ॥ ক্রো সোতনু অমিয়া উদধি করে পরশব হেরব সোমুখ চন্দ। ললিতা সঞে বচনক চাতুরী হাসিকহয়ে মন্দ মন্দ ॥ শ্যা ম বিভোর বচন শুনি সহচরী সঙ্গে পড়ল ধনী ধন্দ। মো ড়ি বয়ান ধনী হেরই সখী মুখ উলসিত দাস অনন্ত ॥ ২ ॥

শ্রীরাধার প্রেম বৈচিত্র॥

কেদার॥ শ্যাম কোরে যতনে ধনী সুতলি মদন মদালসে ভোর। ভুজে২ বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন যহু কাঞ্চন মণি জোর॥ কোরহি শ্যাম চমকি ধনী বোলত কব মোহে মি লব কান। হৃদয়ক তাপ তবহি মজু মিটব অমিয়া করব

সিনান ॥ সোমুখ মাধুরী রঙ্গ নেহারই সঙরি২ মনঝুর। সোতহু সরস পরশ যব পায়ব তবহু মনরথ পূর। এত কহি সুন্দরী দীঘ নিশাসই মুরছিত হরল গেয়ান। আকুল রাই শ্যাম পরবোধই গোবিন্দ দাস পরমান ॥ ১ ॥

বিহাগড়া ॥ রোদিতরাধা শ্যাম করি কোর। হরি২ কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর ॥ জানহু রে সখী প্রেম অগেয়ান। নাগর কোরে নাগরী নাহি জান ॥ ধ্রু ॥ মূরছলি নাগর মূর ছলি রাই। বিরহে ব্যাকুল কূল নাহি পাই ॥ দারুণ বিরহে নুহেরই তায়। সহচরী চিত পুতলী সম চায় ॥ ঐছন হের ইতে রাইক রীত। গোবিন্দ দাস চিত সচকিত ॥ ২ ॥

বিহাগড়া ॥ নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই কুঞ্জে সুতলি ভুজ পাশে। কানু২ করি রোওই সুন্দরী দারুণ বিরহ হু তাসে ॥ এসখী আরতি কহন নাযাই। হেম আচরে রহু ভুরমতি যৈছন খোজি ফিরত অনুচাই ॥ কাঁহা গেও সো মজু রসিক সুনাগর মোহে তেজল কতি লাগি। কাতর হই মহীতলে লুটই মদনে মদন রহু জাগি ॥ রাইক বিরহ কানু ভেল চমকিত বয়নে বাণী নাহি ফুর। প্রিয়সখী লেই করে কর বান্ধই গোবিন্দ দাস বহু দূর ॥ ৩ ॥

জলকেলী ॥

শ্রীরাগ ॥ রাস অবসানে অবস ভেল অঙ্গ। বৈঠল দুইজন সখী গণ সঙ্গ ॥ শ্রমভরে অঙ্গে ঘাম বহি যায়। কিঙ্করী

গণ করু চামর বায়॥ পৈঠল সবহু যমুনা জল যাই। পানী সমরে দুহু কর অবগাই॥ নারী মগন জলে অঞ্জলী ফেলী॥ দুহু দুহুঁ মেলি করল জল কেলি। কণ্ঠ মগন জল করল পয়ান। চুম্বয়ে নাহ তবে সবহুঁ বয়ান॥ ছলে বলে কানু রাই লই গেল। জোয়তি নাম করল দুহু গেল॥ জল সএঁ উঠি সব মুছই শরীর। জনু বিধু মণ্ডিত যমুনা তীর॥ রাস বিলাস করি পানী বিলাস। দাস অনন্ত কহে পূরল আস॥ ১॥

বেহাগ॥ কেলি সমাধি উঠল দুহুঁ তীরহি বসন ভূষণ পরি অঙ্গ। রতন মন্দির মাহা বৈঠল নাগর করল ভোজন বন্ধ। আনন্দকো করু ওর। বিবিধ মিঠাই ক্ষীর বহু নব ফল ভুঞ্জই নন্দকিশোর॥ ধ্রু॥ নাগর শেষ হুই সব সঙ্গিনী ভোজন করু রস পুঞ্জে। ভোজন সমাধি তাম্বুল খাওল সুতল নিজ নিজ কুঞ্জে॥ ললিতা নন্দ কুঞ্জ যমুনাতট সুতল যুগল কিশোর। দাস নরোত্তম করতই সেবন অলস নয়ন হেরি ভোর॥ ২

পাশা ক্রীড়া॥

বরাড়ী॥ বৃখভানু নন্দিনী নন্দ নন্দন রতন মন্দির মাঝরে। কেলি কুণ্ড তীরে শোভিত কানন কল্পদ্রুম ছাইরে॥ ধ্রু॥ নীপ তরু বরে পল্লব ফুলভরে পরশি বহাবণী চরে। ফুল্ল মালতি কমল মাধবিক বহই মন্দ সমীররে॥ মাতল অলি কুল শারী শুক পিক নাচত অনুক্ষণ মোররে। রাই কানু দুহেঁ দ্যুত খেলত হার রাখত হোররে॥ চৌদিগে বেঢল

ললিত সখীগণ বসন ভূষণ সাজরে। যৈছন জলধরে উদিত সুধাকরে শোভিত উড়ু গণ মাঝরে॥ রাই যব ধরি জিতই লাগল দশ বাপঞ্চ বলি ডাকইরে। কতহুঁ রতিপতি উদিত ভৈগেল হেরি আকুল কানরে॥ শ্যাম চঞ্চল করই চুম্বন করহিঁ বারত গোরীরে। রোখ লোচন কমল কানুমন ভৃঙ্গিক জল চোরিরে॥ রাই জিতল হঠই মাধব ধরল রামা কি হাররে॥ রোখে রাই পুনঃ হারধরি রহু ছিঁড়ি দুহুঁক মালরে। মদন কলহে দুহুঁ কত ভঙ্গি করতহে হেরি সখীগণ হাসরে॥ পুনঃহি খেলত হার ধরি রহু বঞ্চত গোবিন্দ দাসরে। ১॥

রসালস অর্থাৎ কুঞ্জ ভঙ্গ॥

বরাড়ী॥ রতিরণ পণ্ডিত নাগর কান। রতিরণে পরাভব করি পাঁচবান॥ অলসে সুতি রহু কুসুম শয়ন। দুহুঁ উরে উরু রহু বয়নে বয়ন॥ দুহুঁ ভুজ উপরে দুহুঁ শিরঃ রাখি। কনয় জ্যোতিঃ আধ মরকত কাঁতি॥ স্বেদ মকরন্দ বিন্দু২ গায়। নরোত্তম দাসে করু চামরের বায়॥ ১॥

কেদার॥ গোরী সুতল শ্যামর কোর। লাগল নীল রতন কিয়ে কাঞ্চন কুবলয় চম্পক জোর॥ ধ্রু॥ গোরী সুনায়রী অধরে অধর ধরি ঘুমল বিদগধ চোর। কনয় কমলে অলি মাতি রহল কিয়ে হিম করে শ্যাম চকোর॥ তুঙ্গ মনোহর পীন পয়োধর রাতুল করতাল সাজ। উলটল কমল বিকচ

করে কাঁপল কনয় ধরাধর রাজ ॥ নাগর গুরু উরু নাগরী
বেড়ল নাগর ভুজ বেড়ি অঙ্গ। জলদ বিজরী জনু বেড়ল দুহুঁ
তনু গোবিন্দ দাস কহ রঙ্গ ॥২॥

বিভাস ॥ রজনী জনিত জাগরি নাগর নাগরী সুতল কিশ
লয় সেজে। রতিরস অলসে অবস কলেবর দুহু তনু দুহুঁ
নাহি তেজে ॥ সজনী সুতি রহ নিলজ কান। রাই জাগই
লেচলু মন্দির জানই হোতবিহান ॥ধ্রু॥ রাইক কবরী বাধ
ই সম্বরী পিঞ্চ মুকুট গড়ি যাউ। মণিময় মুদরী মোহন
মুরলীএদুহুঁ লেহ চোরাউ ॥ ঘুমল কান যুকতি শুনিএ সব
রাইকে কোরে আগোরি। গোবিন্দ দাস পহুঁ চতুর শিরো
মণি নিবসল সহচরী কোরি ॥ ৩ ॥

বিভাস ॥ বৃন্দা দেবী সময় জানিয়া। পাখীগণে কহে সম্বো
ধিয়া ॥ হের দেখ নিশি বহি গেল। দশদিক অরুণিম ভেল
নিজ২ সুমধুর স্বরে। জাগায় মোর শ্যামেরে ॥ বৃন্দা দেবির
আদেশ পাইয়া। রাই শ্যামে কহে সম্বোধিয়া ॥ শুহে শ্যা
ম ব্রজেন্দ্র নন্দন। মোরা কিছু করি নিবেদন॥ সুবদনী কর
অবধান। নিশি গেল হইয়াছে বিহান ॥ জাগ২ যুগল কি
শোর। অরুণ কীরণ হেরি ঘোর ॥ কুমদিনী ত্যেজি অলি
ধায়। আরত রহিতে না যুয়ায় ॥ সখীগণ শুনি চমকিত।
গোবিন্দ দাস চিত ভিত ॥ ৪ ॥

বিভাস ॥ অরুণ উদয় ভেল নিশি অবসান। কপোত শা
রিকা শুক সমধর গাণ ॥ জয় রাধে২ জয় রাধা কান্ত। জা

হে রসিক বর কিশোরী প্রাণ নাথ ॥ ধ্রু ॥ মাগে তোঁহা
রি দরশন ব্রজ লোক। চাঁদ মুখ দরশনে দূরে দুঃখ শোক ॥
জাগল সখী সব বোলে মন্দ২। চরণ সেবন করু ভাগবত।
নন্দ ॥ ৫ ॥

ললিত ॥ মন্দিরে অবহিঁ চলু তুহু কান। নিশি অবশেষ
হোত জনি প্রাতর দশদিগ ভেল ঝনঝান ॥ কোই শিরে
বরিহা তিলক সাম্ভারত কোই মুরলী দেই হাত। মন মথ
কোটি প্রকট রভ সাইত রাই বরজ তছু সাথ ॥ অধরহি
রা[illegible] অহি কাজর সিন্দুরে ভই মুখ মোটী। ঢুলুং
নয়ন কমল বিধু আকুল আচরে কোই দেই ছাটি ॥ দুহুঁ
দুহুঁ কোর নোর নয়নে করি দুহুঁক গদ২ ভাষ। পদ এক
চলইতে কোই নাপারই গায়ত মোহন দাস ॥ ৬ ॥

ললিত ॥ কিয়ে লাবনি কিশোর কিশোরী জোর বনি। প্রা
তর সময়ে কুঞ্জসে নিকসে বাহু বাহু জোর আয়নি ॥ নিজ
নিজ মন্দিরে যাইতে পুনঃ২ দুহুঁ মুখচন্দ নেহারি। অন্তরে
উথলল প্রেম পয়োনিধি লোচনে পূরল বারী ॥ রাই কণ্ঠে
ধরি গদ গদ বোলত দুহুঁ তনু প্রেম বিভোর। দুহুঁ কবি
চ্ছেদ দুহুঁ সহই নাপারিয়ে পুনঃ২ করতহি কোর ॥ বিগ
লিত কুন্তলে কুসুম দাম দোলে লোল অলকাবলী শোভা।
লহুলহু হাস বিলাস ললিত মুখ দুহুঁ২ মানস লোভা ॥
গদ গদ কণ্ঠ কহই নাপারই রহই নাপারই সঙ্গ। শিবা সহ

স্বাধীন ভর্ত্তৃকা॥

শ্রীরাগ ॥ প্রাণ নাথ দূরে গয়োবেশ ভূষণে। কুচ যুগে লেপহ চন্দনে॥ গলিত কুসুম কেশ পাশ। সম্বরি বাঁধ শ্রীনিবাস॥ শ্রম জলে শিথিল বসন। কিঙ্কিণী করহ বন্দন॥ ঘামে তিলক গয়ো দূর। মৃগমদে করহ উজোর॥ নূপুর করহ সুজোতি। কহে কৃষ্ণদাস পিয় অনুগতি॥ ১॥

কামোদ॥ ধনী মুখ পঙ্কজ কুঙ্কুমে মাজই বিদগধ নাগর কান। রচইতে সিন্দুর গর গর অন্তর ঝরে ঝরে নয়ান॥ দেখ সখীরাধামাধব মেলী। দুহুঁ মুখ সাগরে আনন্দে ভাসল দুহুঁ রসে নিমগন ভেলি॥ ধ্রু॥ বয়ন কটোর জোর কুচ মণ্ডল জছু পদে বেদগধি সাজ। মৃগমদ চিত অম্বর কর পল্লব মুগধল মনসিজ রাজ॥ আনন্দ নীর নয়ন ভরি আয়ত কাঁচলি করি নিরমাণ। নীলবসন পাণি তছু পরি কিঙ্কিণী হেরইতে হরল গেয়ান॥ মঞ্জুল মঞ্জির চরণ পরি রঞ্জই মুকুর ধরই নিজপাশ। নিজ তনু হেরি হাসি তোহে সোপল হেরল গোবিন্দ দাস॥ ২॥

কামোদ॥ সুন্দরী অবতুহুঁ কর অবধান। কহ পুনঃ কি করব অনুচর কান॥ ধ্রু॥ পহিলহি তোহারি বচন পরমাণে। কিশলয় সাজনু মদন সয়ানে॥ চন্দ্রক পবন সঘন তনু দেল। তহিঁক্ষণে শ্রমজল সব দূর গেল॥ বিগলিত চিকুর যতনে পুনঃ সম্বরী। বকুল মাল সঞে বাঁধল কবরী॥ অঞ্জনে রঞ্জনু নয়না। তাম্বুলে পুরণু পঙ্কজ বয়না॥ মৃগ মদ

লিখইতে উচ কুচ জোর। কাঁপে চপল কর পল্লব মোর॥ ইথে যদি রোখসি কাঞ্চন গোরী। গোবিন্দ দাস পুনঃ গায়ব হোরী॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার॥

ললিত॥ বালা রমণী রমনে নাহি সুখ। অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুঃখ॥ সুখ নাহি পায়ল বেদন সার। গরুয়া ভোখে জনু থোর আহার॥ সহচরী আনি সুতায়ল পাশ। চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশাশ॥ করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ। মন্ত্র না সুনে জনু বাল ভুজঙ্গ॥ একতিল করু ধনী মুদিত নয়ান। রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥ তিল এক দুঃখ জনম ভরি সুখ। ইথি লাগি কাহে ধনী বঙ্কিম মুখ॥ ভনই বিদ্যাপতি শুন বরকান। বালা রমনী উহ তুহ রসিক সুজান॥ ১॥

শোহিণী॥ শুনহ সুবল সাঙ্গাতি। কহই না জায় সুখ আজুক রাতি॥ রাইক প্রেম মহিমা নাহি ওর। পরশি রহই তনু হিয়া হিয়া জোর॥ ভাবে বিভোর রাই মঝু পর সঙ্গ। অনিমিখ হেরই নয়ান তরঙ্গ॥ রসবতী রাই কতহুঁ রস জান। প্রেম রসে বান্ধল হামারি পরাণ॥ সোধনী অধরে অধর যবদেল। রাজ হংস যেন সরবর কেল॥ ভনই অকিঞ্চন নাগর সুজান। ইহ রসলীলা সবতুহুঁ জান॥ ২॥

শ্রীরাধার নবোঢ়ারসোদ্গার॥

পট মঞ্জরী॥ পুছনু এসখী পুছহু তোয়। কেলি কলারস কহবি মোয়॥ ধ্রু॥ বেশ বসন তোর সবছিল পুর। অলক তিলক সব মোটগয়োদূর॥ কুন্তল কুসুম ভেলভিন ভিন। অধরহি লাগল দশনক চিন॥ কোন অবুঝ তোর কুচেনখ দেল। হাহাশম্ভু, ভষম ভৈগেল॥ অলসহি পূরল সকল হি গা। বসন লেই ঘন২ করু বা॥ ভনই বিদ্যাপতি শুনবর নারী। সব রস লুটল রসিক মুরারী॥ ১॥

শ্রীরাগ॥ নাকর২ সখী মোরে অনরোধ। কি কহব হাম তাক পরবোধ॥ অলপ বয়স হাম কানুসে তরুণা। অতিহু সেলাজ ডর অতিহু সে কারুণা॥ লোভে নিঠুর হরি কর লহি কেলি। কি কহব আমি যত দুঃখ ঝেলি॥ হট ভেল রস হাম হরল গেয়ান। নীবিবন্দ তোড়ল কখন কে জান॥ দেলহি আলিঙ্গন ভুজ যুগ চাপি। তৈখনে হৃদয় মাঝে উঠল কাঁপী॥ নয়ন বারা দরশায়নু রোই। তবহু কানু উপসম নাহি হোই॥ অধর নিরস মধুকর লহি মন্দা। রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা॥ কুচ যুগে দেওল নখপর হারে। কেশরী জনু গজ কুম্ভ বিদারে॥ ভনয়ে বিদ্যাপতি রসবতী নারী। তুহুঁ সে সচেতনী লুবধ মুরারী॥ ২॥

ভূপালী॥ ঐছন শুনইতে মুগধিনী রমণী। সখী গণ ইঙ্গিতে অবনত বয়ানী॥ লাজে বচন নাহি করে পরকাশ। সখী গণ কহতহি প্রিয়তম ভাষ॥ কহইতে নাকহসি রজনিক

কাজ। হামারি সপদি নাগে যদি কর লাজ॥ পহিলে সমা গম লাগি এতদুঃখ। পুন মিলনে কত পাওবি সুখ॥ ঐছন বচন শুনি রাই মৃদু হাসি। শিবরাম দাস ইহ রস পর কাশি॥ ৩॥

প্রৌঢ়া রসোদ্‌গার॥

বিভাস॥ কহ২ সুন্দরী রাজনী বিলাস। কৈছনে নাহ পুর ল তুয়া আস॥ ধ্রু॥ পিয়াক পিরীতি হাম কহই নাপার। লাখ বয়ান বিহি নাদিল হামার॥ করে ধরি পিয়া মোরে বৈঠায়লি কোর। সুগন্ধি চন্দনে তনু লেপই মোর॥ আপন মালতী মাল হিয়া সে উতার। কত যতনে চড়ায়ল কণ্ঠে হামার॥ ফুয়ল কবরী ভার বান্ধে কত ছান্দে। চম্পক মা লতী মাল দেই কত ছন্দে॥ মধুর মধুর দিঠি হেরই বয়ান। আনন্দ নীরে ভরল নয়ান॥ ভনই বিদ্যাপতি সখী গণ সঙ্গে। উথলল মদন পয়োধিত রঙ্গে॥ ১॥

ধানশী॥ হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল প্রেম পহরী রহ জাগি। গুরুজন গৌরব চৌর সরিক ভেল দূরেহু দূরে রহ ভাগী॥ সজনী এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ। কানু অনুরাগে ভুজগ গরাসল কুল দাদুরি মতি মন্দ॥ ধ্রু॥ আপনক চরিত আপনে নাহি সমুঝিয়ে আন করত হোয়ে আন। ভাবে ভরল তনু পরিজন বাঁচিতে গৃহপতি সপতি সপতিক ঠাম॥ নিন্দহু নিন্দ নয়ানে নাহেরিয়ে নাজানিয়ে কি ভেল

আঁখি। জতয়ে পরমাদ কহইয়ে নাপারিয়ে গোবিন্দ দাস একুসাথী।। ২ ।।

সিন্দুড়া।। কাজর তিমির ভমর জনু তনু রুচি নিবসই কুঞ্জ কুটীর। বাশি নিশাশে মধুর বিষ উগরই গতি অতি কুটিল সুধীর ।। সজনী কানুসে বরজ ভুজঙ্গ । সোমজু হৃদয় চন্দন রুহ লাগল ভাঙ্গল ধরম বিহঙ্গ ।। ধ্রু ।। লোচন কোণে পড়ত যব নাগরী রহই নাপারয়ে থির। কুঞ্জিত অরুণ অধর ভরি পিবই কুলবতী বয়ত সমীর।। এক অপরূপ নয়ন বিষ তাকর মোটয় দশনক দংশে । বিষমৌষধি বিষ অবধারল গোবিন্দ দাস পর শংসে।। ৩ ।।

থট ।। বন্ধুসে পরেশ মণি। সো অঙ্গ পরশে এঅঙ্গ আমার সোনার বরণ খানি।। কতনা আদর করয়ে নাগর কত উঠে তার মনে। পালঙ্গ সয়নে নারাখে কখন আপন হৃদয় বিনে।। দুবাহু পসারি কোরেতে আগোরি বয়ান নিরখে শ্যাম। আপনি নাগর যাবক পরাইয়া লেখই আপন নাম ।। চরণের রেণু আপনি মাথয়ে জুড়ানু ২ বলে । একথা কহিতে দাস যদুনাথে তিতিল নয়ান জলে ।। ৪ ।।

বরাডী।। বেণুক ফুক বুক মদনানলে কুল ইন্ধনমে জোরি। দরশন পানি দুহু পরস সোহায়ন শ্রমজল জারণ বারি।। সজনী কানু সে শৈল সোনার। মজুমন কাঞ্চন আপন প্রেম ধন জোরি পিন্ধায়ল হার ।। ধ্রু।। নব অনুরাগে রঙ্গ পুন বঞ্চন মূলনাজানয়ে কোই। গুরুজন নয়ন চোরপথ ছাপিয়ে

প্রাণ নাথ সোগোই ॥ যোরস আগরি বিদগধ নাগরী হের তহিঁ তাকর সাধ। গোবিন্দ দাস কহ আন আনোহ বচন হোএ জনি পরমাদ ॥ ৫ ॥

সুই সিন্ধুড়া॥ অবলা কিজানি গুণ ধরে। রসিক মুকুট মণি নায়ক হইয়া কেনে এত আদরমোরেকরে॥ ধ্রু॥ আলুইয়া কবরী ভার বেশ করে বারে বার বসন পরায় কুতুহলে। রাখিয়া আপন উরে নূপুর পরায় মোরে চরণ পরশে কর তলে ॥ অঙ্গ সঙ্গ রঙ্গ রসে লালস হইয়া বসে প্রাণ নাথ বলে জিনু জিনু। সখীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক মোর আপনা তোমারে দিনুহ ॥ বিদগধ শ্যামরায় বীজন করয়ে গায় আপনে ভুঞ্জায় গুয়া পাণ। গোবিন্দ বলয়ে ধনী শুন আগো ঠাকুরাণী তুমি সে কাণুর এক প্রাণ ॥ ৬ ॥

ধানশী ॥ কি পুছসিরে সখী কানুক সি নেহ। একজীউ বিহিসে গঠল ভিন্ন দেহ॥ কহিল কাহিনী পুছই কত বেরী। কত সুখ পায়ই মজু মুখ হেরি ॥ মোবিনু দরশ পরশ নাহি জীব। মোবিনু পিয়া মোর পানী নাহি পিব ॥ উরু বিনু শেজি পরশ নাহি পাই। চির বিনু তাম্বুল নাহি খাই॥ রভস আয়াসে যদি পালটি দুহুঁ পাশ। মান ভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস ॥ আন সভাসনে হরত গেয়ান। আন সনে কাহিনী নাসহে পরাণ॥ কহে কবি শেখর শুন বরনারী। তোহারি পরশ বিনু লুবধ মুরারী॥ ৭ ॥

শ্রীরাগ ॥ এমন পিয়ার কথা কি পুছসিরে সখী পিয়া সে

পিরীতি জানে। যে দেখি যে শুনি চিতে অনুমানি নিছিয়া পেলি পরাণে॥ মো যদি সিনান করো আগিলা ঘাটে আর ঘাটে পিয়া নায়। মোর অঙ্গ জল পরশ লাগিয়া চৌদিগে সাঁতারায়॥ বসনে বসনে যোগ হইব বলিয়া একই রজকে দিই। যে নাম আমার আদি আখরে সেনাম সদাই লেই॥ হাত দিয়া মুখানি মাজে দীপ লইয়া যায়। অনেক যতনে পরশ প্যাইয়া থুইতে ঠাই নাপায়॥ গুপত পিরীতি বেকত করিতে কতনা সন্ধান জানে। দয়ার সেবক শেখর রায় কিছু জানে অনুমানে॥ ৮॥

বিভাস॥ মরমে রাখিবে সই কারে নাকহিবে। অবলা এতেক তপ করে ছিল কবে॥ পরম পুরুষ এই নন্দের কুমার। কিলাগি সেধয়ে সই গো চরণে আমার॥ আপনার মুরলী দেয় চূড়া বাঁধে শিরে। আপনি রমণী হইয়া বসে মোর উরে॥ কহিতে সরম সই বলিতে সরম। মোরে আচরিতে বলে পুরুষ ধরম॥ বন্ধুর কাজরে পিঞা বোনায় মোর বেশ। বলিয়া২ পিয়া বাঁধে মোর কেশ॥ সুগন্ধি চন্দন পিয়া মোর অঙ্গে লেপে। নখে করি নিজনাম কত সুখে লিখে॥ নাকহিওসইগো এ গোপত কথা। নাপিতিনী হইয়া দেয়চরণে আলতা॥ এ গোপত কথা সই নাকহিও কারে। পিয়া গুণে কানু দাস সদা হিয়া ঝুরে॥ ৯॥

অনুরাগ॥

ধনাশ্রী॥ রূপে ভরল দিঠি সোঁয়রি পরশ মিঠি পুলক

লইতে সব অঙ্গ। মধুর মুরলী রবে শ্রুতি পরি পূরিত নাসু- নে আন পর সঙ্গ।। সজনী অবকি করব উপদেশ। কানু অনুরাগে তনুমন মাতল নাসুনে ধরম লবলেশ।। ধ্রু।। নাসি কায় সে অঙ্গ সৌরভে উনমত শ্রবনে নালয় আন। নব২ গুণ গণে বান্ধল মজুমন ধরম রহব কোন ঠাম।। গৃহপতি পরজনে গুরুজন গঞ্জনে কোজানে উপজব হাস। তাহে এক মনোরথ জনি হয় অনরথ পুছই গোবিন্দ দাস।। ১।।

শ্রীরাগ।। শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু ভুলিয়া পিরীতি কৈনু। পিরীতি বিচ্ছেদে জীবন সংশয় ঝুরিয়া২ মৈনু।। সই লো পিরীতি দোসর ধাতা। বিধির বিধান সব করে আন নাশুনে ধরম কথা।। ধ্রু।। সভাই কহে পিরীতি কাহিনী কেবলে পিরীতি ভাল। শ্যামের পিরীতি ভাবিতে২ অন্ত র হইল কাল।। পিরীতি মিরিতি তুলাইতে পিরীতি গরুয়া ভার। যাহার অন্তরে পিরীতি ব্যাধি সে জনে নাজানে আর। কেনে বেনে পিরীতি করিণু দেখিয়া কদম্বের তলে। জ্ঞান দাস কহে কাণুর পিরীতি ছাড়িবে কাহার বোলে।। ২ ।।

সুই।। সুখের লাগিয়া এঘর বান্ধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল। অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।। সখী রে কি মোর করমে লেখি। শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু ভাণুর কীরণ দেখি।। উচল বলিয়া আচলে চড়িণু পড়িণু অগাধ জলে। লছমি চাহিতে দরিদ্রে বেঢ়ল মানিক হারাণু

হেলে ॥ পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু পাইনু বজর তা পে। জ্ঞান দাসে কহে পিরীতি করিয়া পাছে করহ অণু তাপে ॥ ৩ ॥

শোহিনী ॥ গুরু দুরজন দূরে তেয়াগিনু পতিক্ষুর ধারতায়। কানুর পিরীতি কিরীতি করিণু কলঙ্ক এলোকে গায় ॥ সইলো মরম কহিনু তোরে। কানুর পিরীতিসপদি করিতে যে বলু সে বলু মোরে ॥ ধ্রু ॥ ধরম বচন মনেতে নালয় ক রমে আছিল যে। সে সব আদর ভাদর বাদর কেমনে ধরিব দে ॥ হিয়ার পিরীতি কহিল নাহয় চিতে অবিরত জাগে। জ্ঞান দাস কহে নব অনুরাগে অমিয়া অধিক লাগে ॥ ৪ ॥

বারাডী ॥ পিরীতি বলিয়া একটি কমল রসের সাগর মাঝে। প্রেম পরিমলে লুবধ ভ্রমরা ধায়ল [illegible] কাজে॥ ভ্রমর জানয়ে কমল মাধুরী তেঁই সে তাহারি বশ। রসিক জানয়ে রসের চাতুরী আন কহে অপযশ ॥ ধরম করম লোক চরচা একথা বুঝিতে নারে। এতিন আখর যাহার হৃদয় সেইসে বুঝিতে পারে॥ কহে নরহরি শুন সুনায়রী পিরীতি সুখের সার। পিরীতি মরম মরমে নহিল কিছার জীবন তার॥ ৫ ॥

আশোয়ারী ॥ মনু২ মরিয়া গেনু ঠেকিয়া পিরীতি রসে। নাজানি কি আর হয় পরিণামে পিরীতি মিরিতি অবশে সে ॥ ধ্রু ॥ এঘর করণ ননদী দারুণ বসতিপরের মাঝে।

এই মাগোবর মরণ সফল জীবনে কিসুখ আছে।। কালিয়া কালিয়া বলিয়া২ জনমে কি সুখ পাইনু। হিয়াদগ দগি মনের আগুনি দ্বিগুণ পুড়িয়া মৈনু।। নাছিল পিরীতি আছিল কিরীতি জনম গোয়ানু ভাল। পিরীতি করিয়া এসব জঞ্জাল বিষাদে পরাণ গেল।। গোকুল নগরে কেবা কিনা করে তাহে কি নিষেধ বাধা। এসব যুবতী সতী কুলবতী কানু কলঙ্কিণী রাধা।। গুরু গরবিত ভয় কত নাসয় কি বুদ্ধি করিব হায়। জগন্নাথ দাসে বলে সকল ভাষাইয়া অঙ্গে এখনি বিকাব রাঙ্গাপায়।। ৬।।

বরাডী।। সজনী ও বড় বিষম প্রেম জ্বালা। তাসনে নাক হিয়ো কথা যার বরণ চিকন কালা।। ধ্রু।। যদিবা কহিবে কথা পাষাণে বান্ধ হিয়া। তিলেং২ দণ্ডে২ মরিবে ঝুরিয়া।। যেজন নাজানে কানুর পিরীতি সেজন আছে ভাল। হাসিয়া২ পিরীতি করিয়া জনম পুড়িতে গেল।। যদুনাথ দাসে কহে এই বোল বটে। কানুর পিরীতি বদরি আনল ছুইতে জ্বলিয়া উঠে।। ৭।।

সুই।। পিরীতি মিরিতি এদুই বচন মোবলু পিরীতি ভাল। হাসিতে২ পিরীতি করিয়া জনম কাঁদিতে গেল।। সইলো এ বুকে দারুণ ব্যথা। সে দেসে যাইব যে দেসে নাশুনিব পাপ পিরীতির কথা।। ধ্রু।। কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইয়া যেজন পিরীতি করে। তুষের আনল যেন সাজাইয়া অমনি পুড়িয়া মরে।। হাম অভাগিনী এদঃখে দঃখিনী

সদাই ঝরয়ে আঁখি। চণ্ডী দাস কয় যে দুঃখ উঠল জীবন সংশয় দেখি॥ ৮ ॥

হোলী॥

বসন্ত॥ বসন্ত খেলত রসময় কান। চৌদিগে গোপী গণ সুঘড় সুজান॥ ধ্রু॥ আবীর উড়ায়ত গায়ত গীত। পায়ল মদন পরাভব চিত॥ ত্রিভুবন ভুলল দেখি অপরূপ। পূজত দেবগণ লই দীপ ধূপ॥ মাধবী ফুটল কেশর লবঙ্গ। বিকশিত কিসলয় বকুলক সঙ্গ॥ হেরি দ্বিজ গঙ্গারাম মন ভেল ভোর। রাধা শশি মুখি চাঁদ চকোর॥ ১॥

বসন্ত॥ বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে। চূয়া চন্দন আবীর গোলাব দেয়ত শ্যামের অঙ্গে॥ ধ্রু॥ ফাগু হাথে করি ফিরত শ্রীহরি ফিরি২ বোলত রাই। ঘুংঘট [illegible] বয়ন ঝাঁপয়ত বেরি২ যৈছে মেঘসে চাঁদ লুকাই। ললিতা এক সখী ফাগু হাত করি দেয়ত কান নয়ান। বৃকভানু কিশোরী দুহুঁ বাহু ধরি মারত শ্যাম বয়ান॥ আওর এক সখী জীউ জীউ করি কাঁহা লাগাউ আবীরা। কমরি ফাগু লেই কান নয়ন বেরি বেরি দেয়ত হাঁহাঁ করত কবীরা॥ ২॥

বসন্ত॥ নিধুবনে মাধব খেলত রঙ্গে। ব্রজ বনিতা ফাগু দেই শ্যাম অঙ্গে॥ কানু ফাগু দেওলি সুন্দরী অঙ্গে। মুখ মুড়ত ধনী করি কত ভঙ্গে॥ ফাগু রঙ্গে গোপী চৌদিগে বেড়িয়া। শ্যাম অঙ্গে দেই ফাগু অঞ্জলি পূরিয়া। ফাগু খেলিতে

ফাগু উড়িল গগণে। বৃন্দাবনে তরুলতা রাঙ্গত বরণে ॥ রাঙ্গা ময়ূর নাচে গাছে রাঙ্গা কোকিল গায়। রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায় ॥ রাঙ্গা বায়ে রাঙ্গা হইল যমুনার পানী। গগণে উঠিল দিগ বিদিগ নাজানি ॥ রাধা জয় জয় দ্বিজ কুলে গায়। হেরিয়া মাধব ঘোষের নয়ন যুড়ায় ॥ ৩ ॥

ঝিঁজিট ॥ ঋতু পতি রাধা মাধব সঙ্গে। বিবিধ বিলাস হেরি রস রঙ্গিত আবীরে অরুণ শ্যামঅঙ্গে ॥ ধ্রু ॥ অরুণিত শ্যাম কলেবর দরপণ রাইক প্রতি বিম্ব লাগি। ভরমহি আন রমণী মনে জানিয়ে মানিনী ভেল বিবাগী ॥ রসিক সুনাগর রাইক মান হেরি মিনতি করত কর জোড়ী। পীত বসন গলে সাধই পদতলে রাই রহল মুখ মোড়ী ॥ প্রিয় সহচরী যত কত বুঝায়ত সুখ সঞে কাহে বিপরিত। দ্বিজ হরি দাস কহত কাহে রোখলী প্রেমক ঐছন রীত ॥ ৪ ॥

বসন্ত ॥ সুন ধনী মানিনীমান নিবারো। আবীরে অরুণ শ্যাম অঙ্গ মধ্যে পর নিজ প্রতি বিম্ব নেহারো ॥ ধ্রু ॥ তুহুঁ এক রমণী রসবতী শিরমণি কোন ঐছে জগমাহ। তুহুঁারি সমুখে শ্যাম আন সঙ্গে বিলসব ঐছন রস নিবরাহ ॥ ঐছন সহচরী বচন শ্রবনে ধরি সরম ভরমে মুখ ফিরি। ইষৎ হাসি মনে মান তেয়াগল উলশিত দুহুঁ দুহুঁ হেরি। পুনঃ সব জন মিলি করয়ে বিনোদ কেলি পিচকারী লই নিজ

হাতে। দ্বিজ হরিদাস আবীর যোগাওত সকল সখীগণ সাথে ॥৫ ॥

হিণ্ডোল অর্থাৎ ঝুলন ॥

ধনাশ্রী ॥ লাল হিণ্ডোলমে সখী ঝুলত গোকুল চন্দ ॥ ধ্রু ॥ দ্বয়থম্ব কাঞ্চন কি মনোহর রতন জড়িত সুরঙ্গ। তহিঁ দিঁড়ি শরল সুন্দর নিরমিল জীত অনঙ্গ ॥ পাটলি পিরোজা লাল লটকত ঝুমিকা বহু রঙ্গ। মরকত মানিক চুণিয়ে লাগত বিচ২ হিরা তরঙ্গ ॥ তিহঁ কলপ তরু ছাঁহা শীতল বিবিধ মন্দ শরীর। তাঁহা লতা লটকত তারক কুসুমিনী পরসই যমুনাকি নীর ॥ হংস মোর চকর চাতক কোকিলা আর কীর। নবনেহন নয়ন কিশোরী নবরঙ্গ গিরিধর ধীর ॥ তাঁহা ললিতা বিশাখা দেতক কোবি রীঝে অঙ্গ নোমায়। তাঁহা নাড়িনি কুসুময় ঢরকত শ্যামর উরল পটায় ॥ গোরী শ্যাম নব২ রঙ্গ মেলি দোভয়ে একু ভাঁতি। নিলপীত দুকুল জীত দামিনী যামিনী দুর২ জাতি ॥ কুঞ্জে পুঞ্জে ঝুলত ঝুলা যত সহচরী পহুঁ মোর। কৃষ্ণ দাস কোঁ ব্রজবাস দিজে নাগরী নয়ন কিশোর ॥ ১ ॥

বাসক সজ্জা ॥

কামোদ ॥ সাজল কুসুম সেজি পুন সাজই জারই জারল বাতি। বাসিত খপূর কপুর বাসইতে গেয়ো মদন ভরাতি ॥

আজু রাই সাজহ বাসক সেজি। মদন মনোরথে ধায়ল অঙ্গে অনঙ্গ নাহি তেজি ॥ ঘন২ অভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ই ক্ষণে২ তেজই তাই। সচকিত নয়নে চমকি ক্ষণে উঠই হের ইতে নিজ তনু ছাই ॥ কাতর বচনে সম্ভাসই সহচরী কাহে বিলম্ব অতকান। গোবিন্দ দাস কহই অবনাশুনিয়ে সঙ্কেত মুরলী নিস্বান ॥ ১ ॥

কেদার ॥ উজোর রাতি সেজিনব কিশলয় বাসিত তাম্বুল বারী। এহি উপচারে আজু হরি ভেটব ঐছন মরম হামারি ॥ সখীহে কী ফল বেশ বনানি। কানু পরশমণি পরশক বাধল অভরণ সৌতিন মানি ॥ ধ্রু ॥ দুহুঁ কুণ্ডল দুহুঁ কঙ্কণ কিঙ্কিণী দুহুঁ২ নূপুর রাখি। মৃগমদ সিন্দুর লোচনে কাজর পদ যাবক রতি সাখি ॥ সো তনু পরশে পুলক জনু বাধত ইথে লাগি চমকে পরাণ। গোবিন্দ দাস কহয়ে ধনী ধনী কানু মরম তুহুঁ জান ॥ ২ ॥

গুজ্জরী ॥ ঘন২ নীপ সমীপহি শুনিয়ে সঙ্কেত মুরলী নিস্বান। রহি২ বাম পয়োধর ফুরয়ে তে বুঝি মিলব কান ॥ দেখ সখী পাপ চতুর্থীক চাঁদ। হরি অভিসার এহি বিলম্বায়ত পাতি কিরণ ময়ফাঁদ ॥ ধ্রু ॥ মনহি মনোরথে চঢ়ল মনোভব ধৈরজ ধরণ না যাত। মণিময় হার ভার জনু লাগয়ে অভরণ দূর করু গাত ॥ ধরণী শয়নে একু মোহে সোহই কুসুম সয়নে জীউ কাঁপ। গোবিন্দ দাস কহ গহন প্রেম গহ দহনে দেয়ায়ই ঝাঁপ ॥ ৩ ॥

ধানশী ॥ তোহারি সম্বাদে আনিতে মাধব কাননে যামনু তীর। এক কলাবতী পথেতে ভেটল ধরল মাধব চীর ॥ করে কর ধরি ভুজে ভুজ বেঢ়ি লৈ গেল আপন গেহ। সহজে ভ্রমরা মধুপানে মাতল পাই কমলিনী লেহ ॥ তোহারি বচনে রহল এধনী পুনকি পায়ব কান। পন্থ হেরিহ নিন্দ নাহি আয়ত নিশি গয়ো ভয়ো অবসান ॥ দূতীক বচন শুনি তেই ধনী মনে পড়ি গয়ো ধন্দ। অধর বান্ধুলী মলিন ভই গেয় যৈছন দিবসক চন্দ ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা ॥

ভূপালী ॥ রাতি ছোটী অতি ভির রজনী। কতিখণে আয়ব কুঞ্জর গমনী ॥ ভীম ভুজঙ্গম শরণা। বাটহি সঙ্কট কোমল চরণা ॥ এবিহি তুয়া পায় করো পরিহারা। অবিঘিনে রঙ্গিনী করু অভিসার ॥ ধ্রু ॥ গগণে সঘন মহী পঙ্কা। কত কত বিঘিনি উপজায়ত শঙ্কা ॥ রোধল দশ দিশ নিশি আঁধিয়ারা। চলতহি খলহি চলই নাহিপারা ॥ রাজলি পাটলি ভুলায়লি। আয়ত মান বিভানুত নোলি ॥ বিদ্যাপতি কবি কহই। প্রেম লুবধ জন পরাভব সহই ॥ ১ ॥

বরাড়ী ॥ দরশন দেহ সুন্দরী রাই। তুয়া বিছেদে দারুণ দুঃখ পাই ॥ আকুল বিকল প্রাণ কি হইল শরীরে। কি করি বসিয়া বৃথা কালিন্দীর তীরে ॥ কি করিব কোথা যাব নাহিক উপায়। রাধার বিহনে মনে আন নাহি ভায় ॥ দশ

দিশ শূন্য দেখি সুমুখী বিহনে। কি আর রাখিয়া মোর বিফল জীবনে।। কি ভেলি কোথা গেলি রসবতী গোরী। দেখা দিয়া রাখ প্রাণ নবীন কিশোরী।। হেন বেলা মিলি গেলা রসবতী রাধা। পূরল মনোরথ শ্যামক সাধা।। দুহু দুহু মেলি রসকেলি হাস। এসব কৌতুক গায় ললিতা দাস।।২।।

শ্রীরাধার উৎকণ্ঠিতা।।

গান্ধার।। দেখ সখী অটমিকু রাতি। আধ রজনী বহি যাতি।। দশ দিগ অরুণিম ভেল। আধ চাঁদ উই গেল।। অব হুঁ হরি নামিলল রে। বিহি মোরে বলঞ্চরে।। ধ্রু।। কাহে বানায়নু বেশ। বিঘটন কানুক সন্দেশ।। কাহুকে লহ ইহ গারী। ধনি জনি হোয়ে কুল নারী।। কৈছনে ধরব পরাণ। কোবরু সহ ফুলবান।। গোবিন্দ দাস যব জান। অবহু নামিলল কান।। ১।।

শ্রীরাগ।। কানুক সঙ্কেতে বেশ বনায়নু আয়নু কেলি নিকুঞ্জ। মাধবী পরিমলে ভোরি তনু জারল ফুকরে মধুকর পুঞ্জ।। শুন সহচরী মোহে নামিলল কান। নিলজ রীতি পিরীতি অনুরোধে অতএ সে রহত পরাণ।। ধ্রু।। কানুক বচন অমিয়া রসে সেচন বেচনু তনু মন জাতি। নিজ কুল দূষণ ভূষণ মাননু তে ভেল ঐছন সাতি।। হিম কর কিরণ গমন রোধল কিফল চল বহি গেহ। গোবিন্দ দাস কহে জহি সতী জানহ কানকি তেজব নব লেহ।। ২।।

গুঞ্জরী॥ ভুজগ ভরল পথ কুলিশ শত২ কত২ বিঘিনি বিথার। বাম চরণে ঠেলি কুলবতী গৌরব কুঞ্জে করনু অভিসার॥ সজনী কিফল পাপ পরাণ। যামিনী আধ অধিক উইযাত অবহু নামিলল কান॥ ধ্রু॥ যতএ মনোরথ তত ভেল অনরথ কানু পিরীতি অভিলাষে। নাজানিএ কোন কলাবতী বান্ধল ভাউ ভুজঙ্গিনী পাশে॥ দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারল মন্দিরে গুরু জন গারী। গোবিন্দ দাস কহেএদুহু সংশয় নিরসল রসিক মুরারি॥৩॥

সুই॥ কপটক কন্দ সো যদু নন্দন হামারি গুপত রতি কন্ত। অবইতে যামিনীকো গজগামিণী আগে আগোরল পন্থ॥ সজনী কাহে বনাইনু বেশ। কুসুমক সেজি সাজি নিশি জাগরি অরুণ উদয় অবশেষ॥ধ্রু॥ কত মরমে বেয়াধি সমাধব ধরনী শয়ন করি সেবা। চঢ়ল মনোরথ ঐছে নাহি ছোড়ত নিকরুণ মন মথ দেবা॥ কুল সঞে জীবন রহব কি যায়ত পড়ি রহু প্রেম কি পঙ্কা। গোবিন্দ দাস কহ কানু পিরীতি নহে কেবল যুবতী কলঙ্কা॥৪॥

ধানশী॥ মাধব কি কহব সোবর নারী। গুরু জন নয়ন নয়নে রহে সুন্দরী নব যৌবন মুদি ভারি॥ ধ্রু॥ দিবসক মাঝে বাহির নাহি হোয়ত দিনকর কিরণ তরাসে। ননীক পুতলী যনু আতপে মিলায়যনু মিলব দুকুল পীতবাসে॥ এ এহি বচন শুনল যব মাধব শুতল কুঞ্জ কুটীর। গর২ অন্তর বচন নাহি আয়ত ঝর২ নয়নক নীর॥ সহচরী গোরী করে

ধরি মাধব মারত আনন চন্দ। দারুণ মদন দ্বিগুন তনু দগ ধল গোবিন্দ দাস পরবন্ধ ॥৫ ॥

বিপ্ৰলব্ধা॥

শ্রীরাগ ॥ সুখে থাকিতে বিহি লাগলরে ভুলনু কানু আশ আশে। আপন কুমতি পরিতাপহুরে দারুণ মদন হুতা শে॥ নাবোল নাবোল সখী সম্বাদহুরে নাহি মোর লেহ অভিলাষে। মুঞি পাপিনী যদি জানিতুহুরে পিরীতি পরি নামে। স্বপনেহু সাধ নাকরিতুহুরে শুনইতে পুরুথক নামে॥ ১ ॥

সুই॥ কানুসে কহবি কর জোরি। বোল দুই চারি শুনায় বি মোরি ॥ বিফল পায়ত পিয়া রসবসী। অনুপম রূপ পি য়হসি হসি ॥ হামুছন নাটুটত লেহা। সুপুরুথ বচন পাষাণক রেহা॥ ভনএ বিদ্যাপতি সাই। নাকর মিনতি মবে মিলব মাধাই॥২॥

বরাড়ী॥ জনম হেমলতা সম সোধনী তুহ ঘন শ্যাম তমা ল। বিহিওন জানল প্রেম ঘটায়ল দুহুক পরশ রসাল ॥ মাধব তোহে সম্বাদল বালা। তুয়া রস বিহনে অবহু তনু জারল গুরু কুল কণ্টক জ্বালা ॥ ধ্রু ॥ মরমক বেদন সহই নাপারিয়ে শুতি রহু ধরণী শয়ানে। লোচন খঞ্জন নীরে নিরঞ্জন দিন রজনী নাহি জানে ॥ সখী পরবোধ শ্রবণে নাহি শুনই অনুক্ষণ তোহারি সমাধি। গোবিন্দ দাস কহই কান কি নাজানহ দারুণ বিরহ বেয়াধি॥ ৩॥

সুই।। হরিণ নয়নী তেজি নিজ মন্দির অবইতে সঙ্কেত ঠামা।তৈখনে চাঁদ বেয়াধ নিদারুণ পশারল কিরণক দামা।। মাধব তোহে কি বোলব আন। বিষম কুসুম শর পাজর জ্বর২ ধনী জনি তেজই পরাণ।।ধ্রু।। মোতিম হারভার হিয় জারই কর কঙ্কণ ভেল বঙ্ক। সহচরী কোরে জোরি তনু মোড়ই লোরে ধরণী করু পঙ্ক।। কালিন্দী কূল কদম্ব কানন নামে নয়নে ঝরু বারী। গোবিন্দ দাস কহই তব মাধব কৈছে রহব বরনারী।। ৪।।

বিভাস।। পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে অধর নিরস ঘন শ্বাস। করতলে বদন সঘনে অবলম্বই গুণি২ জীবন হুতাশ।। শুন মাধব কাহে আশ আশলি রামা। সগরিহু যামিনী জাগি পোহায়লি কামিনী সঙ্কেত ঠামা।। ধ্রু।। হরি২ বোলি ধরণী ধরি রোয়ই রোধল গদ২ ভাখ। নীল গগণ হেরি তোহারি ভরম করি বিহি সঞে মাগই পাথ।। লখ আশো আশে লখই না পারই বহত কি নাহি নিশ্বাস। তোহারি নাম গুণে পুনঃ তনু পুলকই পরীখত গোবিন্দ দাস।।৫।।

খণ্ডিতা।।

বিভাস।। হই বিদায় চললি হরি প্রাতরে চন্দ্রাবলী পর বোধী। কেশর কুঞ্জে ত্বরিতে চলি যাওত রাইক কৃত অপরাধী।। এহরি পবেশল কুঞ্জ কি মাঝ। তাহা নাহি রাই যাই

ভেল ফাঁপর জানল পড়ল অকাজ ।। কুসুমিত সেজ যমুনা জলে ভাসতগড়ি যায় কর্পুরক বাতা। মলয়জ মাল সুবাসিত তাম্বুল এদোহে মহী গড়ি যাতি ।। কুঞ্জ বাহিরে দেখ অঞ্জন ভাজন পড়ি রহু দরপণ সাত । জত নখই বিদারি পহু মহা ডারল নীল জরজ রহুঁ পাঁতি।। গত নিশি রাইক জত দুঃখ ভই গেওএসব দেখল সাখি। চন্দ্র শেখরে কহে এই কি হেরবি মাধব রাই গেও তুয়া পর রোখি।। ১ ।।

ললিত।। প্রভাতে উঠিয়া বিনোদ নাগর চলিলা নাগরী পাশ। ঘুমে ঢুলু২ যুগল লোচন মুখে মৃদু২ হাস।। কপাল উপরে সিন্দুর বিন্দু অধরে কাজর দেখি । হিয়ার মাঝারে অলকা তিলক নখ চিহ্ন তাহে সাখি ।। গলায় দিয়াছে বিনা সূতে মালা নাগরী দিয়াছে সাধে। এসব ভূষণ অঙ্গেতে করিয়া ভেটিতে আইলা রাধে।। হাসিতে২ রসিক নাগর চলিলা রেয়ের পাশ । দেখিয়া জ্বলিছে অন্তর পুড়িছে কহয়ে শেখর দাস।।২ ।।

মথারাগ।। আওত পর বঞ্চক সঠ নাগর শত ঘরিয়া। রমণী পদ যাবক পরিসর বক্ষসি পর ধরিয়া। অরুণারুণ নয়নাম্বুজ আধ মুদিত অলসে। ভাল পরি সিন্দুর অঞ্জন সহ বিলসে ।। নীলাম্বর পরিহিত কটী লম্বিত পদ আগে। দশনাক্ষত অরুণ অধরে ভুজকঙ্কন দাগে ।। যাষা সখী বারহি বার নিয়ড়ে নাহি আওএ। যৈথনেশুনেতৈথনে দূতী শশি শেখর ধাওএ।। ৩ ।।

মথারাগ॥ তরুণারুণ নয়নঅম্বুজ ঢুলু২ আখি অলসে। দেখিয়ো২ পড়িবে২ সুতিরহ যাই দিবসে॥ নীলোৎপল মুখ মণ্ডল ঝামর কাহে ভেল। মদনজ্বরে তনু তাতল জাগরে নিশি গেল॥ নখে নখক্ষত ক্ষত বক্ষসি দেওল কোন নারী। কণ্টকে তনু ক্ষত বিক্ষত তোহে ঢুড়ইতে গোরী॥ নীলাম্বর তুহু পহিরনী পিতাম্বর কাহে ছোড়ি। অগুরু সহে পরি বরতিত নন্দালয়ে ভোরি॥ অঞ্জন কাহে গণ্ডস্থলে হুদি খণ্ডন অধরে। উত্তর প্রতি উত্তর দিতে পরাজয় শশিশেখরে॥৪॥

বিভাস॥ পদ নখ হৃদয়ে তোহার। অন্তর জ্বলত হামার॥ অধরহি কাজঁর ভোর। বদন মলিন ভেল মোর॥ হামু উজাগর রাতি। তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি॥ সবে নহ তনু তনু সঙ্গ। হামু গোরী তুহুঁ শ্যামর অঙ্গ॥ কাহে মিনতি করু কান। তুহুঁ হামু একই পরাণ॥ অতএ চলহ নিজ বাস। কহ তহি গোবিন্দ দাস॥৫॥

থট॥ কাঁহা নখ চিহ্ন চিনলি তুহু সুন্দরী এনব কুঙ্কুম রেহ। যাকর ভরমে মরমে কিএ গঞ্জসি ঘন মৃগ মদ পদ এহ॥ ভামিনী মঝু মনে নাগল ধন্ধ। অপরূপ রোখ দোখ বিনু মানসি দিনহি তরুণী দিঠি মন্দ॥ ধ্রু॥ গোরীক হেরি বৈরি সম মানসি উরঃপর যাবক ভানে। ফাগুক বিন্দু ইন্দু মুখ নিন্দসি সিন্দুর করি অনুমানে॥ তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনী অরুণিম ভেল নয়ান। তুহুঁ পুনঃ প্রালটি

মোহে পরিবাদসি গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥ ৬ ॥
বিভাষ॥ মাধব অব তুহুঁ শঙ্কর দেবা। যাকর পুণ্য ফলে প্রাতঃহিঁ ভেটনু দূরেহ দূরে রহুঁ সেবা॥ ধ্রু॥ আকুল কুটিল চূড় শিখী চন্দ্রক ভালহি সিন্দুর দহনা। চন্দন মাঝহি মৃগ মদ লাগল তে বেকত তিন নয়না॥ চন্দন রেণু ধূষর ভেল সব তনু সোই ভসম সম ভেলা। তোহারি বিলোকনে মঝু মন মনমথ মনমথ সঙ্গে জ্বরী গেলা॥ কাহে দিগাম্বর অবহু বসন পর শঙ্কর নিয়ম উপেখি। গোবিন্দ দাস কহ এ পর অম্বর গণইতে লেখি না লেখি ॥৭॥
সুই॥ সহজই গোরী রোখে তিন লোচন কেশরী মাঝহি ক্ষীণ। হৃদয় পাষাণ বচন অনুমানিএ শৈল সুতা কর চিন॥ সুন্দরী আজু তুহুঁ চণ্ডী বিভঙ্গ। যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর দেয়বি মোহে আধ অঙ্গ॥ ধ্রু॥ কালিয় কুটিল ভাউ ভুজঙ্গিম সম্বন্ধ তাকর দম্ভ। পশুপতি দোখে রোখ নাহি মানত হামু নহে শুম্ভ নিশুম্ভ॥ দহন মনভব তুহু জীয়ায়বি নয়ান ইঙ্গিত বরদানে। তুয়া পদ সাধে বাদ সব খণ্ডউ গোবিন্দ দাস পরমাণে॥ ৮ ॥
সুই॥ রসবতী হই রসিক জন মানস যদি না পুরবি রামা। গুণ গণ তেজি দোষ সব সঞ্চর তব কৈছে গুণবতী নামা॥ মানিনী মোহে তেজসি কতি লাগি। এক তুয়া সঙ্গে রস সিন্ধু নিমজনু কত২ যামিনী জাগি॥ ধ্রু॥ পহিল মিলনে সদয় হৃদয় ছিল এবে হইল অতি কঠিনাই। কঠিন পয়োধর

সঙ্গে কঠিন ভেল সঙ্গ দোষ নাহি যাই।। যালাগি নয়ন শা য়ন ঘন বরিখয়ে নিশি দিশি অন্তরে রাধা। তাকর মনে যদি করুণা নাউপজয়ে তবকিয়ে জীবনে সাধা।। এদুয় চরণ অ মিয়া নিধি সন্তত অন্তরে লেখই মোর। ভনই মুরারি প্রাণ পতি ইহ তনু জীবন তোর।। ৯।।

ভূপালী।। অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ। করজোড়ে মাধব মাগয়ে পরসাদ।। নয়নে গলয়ে লোর গদ২ বাণী। রাই চরণে পসারই পাণি।। চরণ যুগল ধরি কৰু পরিহার। রোই২ বচন কহই নাপার।। মানিণী নাহেরই নাহ বয়ান। পদতলে লুটয়ে নাগর কান।। চরণ ঠেলি ঠেলি জাওতরাই। বলরাম দাস কহই মুখ চাই।। ১০।।

শোহিনী।। রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব পদতলে ধরণী লোটায়। দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব তবহু বিমুখী ভেল রাই।। পুনঃহি মিনতি করু কান। হাম তুহা অনুগত তোহে ভালজানত কাহেদগধ মঝু প্রাণ।।ধ্রু।। তুহু যদি সু ন্দরী মঝু মুখ নাহেরবি হাম যাওব কোন ঠাম। তুয়াবিনে জীবন কোন কাজে রাখব তেজব পাপ পরাণ।। এতেক মি নতি যব করলতু মাধব তবহু নাহেরল বয়ান। গোবিন্দ দাস মিছই আশ আশই রোই২ চলু কান।। ১১।।

সখী উক্তি। কালাংড়া।। শুন সুন্দরী অবতহি তেজসিকা ন। সুখ ময় কেলি নিকুঞ্জে যব বৈঠবি তব কাঁহা রাখবি মান।। ইহ নাগর বর রসিক কলা গুরু চরণ পাকুড়ি গড়ি

যায়। নহতব দোখসি রোখ বাড়ায়থি চরণহি ঠেললি তায়।। প্রেম লছমিহিয়া ছোড়ল বুঝি অবমান অলখিপর বেশ। গুণ বিছু রাই দোথ সব ঘোষই আরতি ছোড়ায়ল দেস।। ইহ অলখি যব তোহে ছোড়ি যাওব তবগুণ গণ সওঁরাব। রোই পুনঃ হামারি বাহু ধরি সাবধি তব কোই নিয়ড়ে নাযাব।। সহচরী এতহুঁ বচন নাহি শুনিয়ে কোপে ভরল সব অঙ্গ। কহে বলরাম চমক মোহে লাগল সখীক বচন ভেল ভঙ্গ।। ১২ ।।

টোড়ী।। করে করজোরি মিনতি কর তোসঞে চরণ কমলে প্রণিপাত। কোপে কমল মুখী নয়নে নাহেরসি অতি মানে অবনত মাথ।। সুন্দরী ইথেকিমনোরথ পূর। যাচিত রতন ত্যেজি পুনঃ লাগল সোমিলন অতি দূর।। ধ্রু।। কোকিল নাদ শ্রবনে যব শুনবি তব কাঁহা রাখবি মান। কোটী কুসুম শর হিয়া পর বরিখব তব কৈছে ধরবি পরাণ।। মঝু এত বচনে তোহারি নাহি আরতি হিত কহিতে কহ আন। দারুণ দখিণ পবন যব পরশব তবহি মিটব সব ভান ।। গুণ গণ ছোড়ি দোস এক সোঙরসি নিকটহি নযাব । দারুণ নয়নে আরতি তব বাড়ব অব ঘনশ্যাম দুঃখ নাভাব।। ১৩।।

রামকেলী ।। রাইক অনাদর হেরি রসিক বর অতিমানে করল পয়ান। নয়নক নোরে পথ নথই নাপারই পীতবাসে মুছই বয়ান।। হরি২ নিজ অপরাধ নাজানি। সোহেন রস

রতী কতি লাগি নিরসল কাহে কয়ল মুঝে মান ॥ ধ্রু ॥
মোহে উপেখী রাই কৈছে জীয়ব সোদুঃখ করি অনুমান।
রসবতী হৃদয় বিরহ জ্বরে জ্বারব ইথে লাগি বিদরে পরাণ ॥
রাই সম্ভাষণে সুধারস সিঞ্চনে তনু তিরপিত করু মোর।
গোবিন্দ দাস যব যতনে মিলাওব তবে যশঃ গাওব মোর ॥ ১৪ ॥

দেশকার ॥ রাইক সংবাদকো আনি দেওব এমন ব্যথিত কেহ নাই। মান ভরম ভরে হাম চলি আয়নু প্রাণ রহলত ছুঠাই ॥ হরি২ আপন বিপদ নাহি মানি। হামারি অদর্শনে রাই কৈছে জীয়ব ধনী জানি তেজয়ে পরাণী ॥ ধ্রু ॥ গুরুজন গঞ্জন অঞ্জন লেওল নিজপতি বিবিধ বিধানে। হামারি কারণে ধনী এতদুঃখ সহতহি তবে করল ত্মানে ॥ রাইক গুণগাণ সোঙরি২ পুনঃ তেজব পাপ পরাণ। গোবিন্দদাস কহে ধৈরজ ধর চিতে রাইসনে মিলব কান ॥ ১৫ ॥

মান ॥

শ্রীরাগ ॥ সুন্দরী মান করসি কোন কাজে। এত পরমাদে প্রমাদ নাজানসি জীউ ধরসি কোন লাজে ॥ ধ্রু ॥ যে পহুঁ ভুজবলে গিরি উপাড়ল ছাতি ধরল উহ মাথে। সোতনু তোহারি বিরহে যদি জারল বাঁশী রহল নাহি হাতে ॥ ভূমি শয়ন তনু অনুগত কেবল নাফুরই বচন বয়ানে। পালটিতে পাশ শকতি নাহি ঐছন জীবইতে সংশয় কানে ॥ নাকর

বিলম্ব নিতম্বিনী অনুগত নাকর নৈরাশে। শ্যামদাস পহু অতি বিরহাতুর শুনই সুধামুখী হাসে ॥ ১॥

সখী প্রতি শ্রীরাধার প্রত্যুক্তি ॥

শ্রীরাগ ॥ হরি পরসঙ্গ নাকর মঝু আগে। হামু নহে নায়রী তুয়া মাধব লাগে ॥ ধ্রু ॥ যাকর ঘরমে বৈঠে বর নারী। তা সনে পিরীতি দিবস দুই চারি ॥ পহিলহি নাবুঝল এতসব বোল। রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোর ॥ আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল। হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল ॥ এসখী এসখী যব রহ জীব। হরি দিগে চাহি পানী নাহি পীব ॥ হামু যব জানিতুঁ কানুক রীত। তবে কিয়ে তাসঞে বাঁধয়ে চিত ॥ হরিণী জানয়ে পুনঃ কুটুম্ব বিবাদ। তবহু ব্যাধগীত শুনিতে করু সাধ ॥ ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারী। পানী পীয়ে কিয়ে জাতি বিচারি ॥ ২ ॥

বিহাগড়া ॥ অখিল লোচন তাপবি মোচন উদয়তি আনন্দ কন্দে। এক নলিনী মুখ মলিন করয়ে যদি ইথে লাগি নিন্দসি চন্দে ॥ ধ্রু ॥ রাধে বুঝনু তোহারি প্রীতিক ভাঁতি। গুণ গণ ত্যেজি দোষ এক ঘোষ সিতুহুঁ আহিরিণী জাতি ॥ অখিল জীবজন জীবন পাবন মন্দ সুগন্ধ সুশীতে। দীপক জ্যোতিঃ পরশ যদি নাসহ ইথে লাগি নিন্দ মরুতে ॥ স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম সুখ দজ সকল শরীরে। কাগচ পত্রে বিন্দু যদি নাসহ ইথে লাগি নিন্দ কি নীরে ॥ ক্ষণেং সকল

কুসুম মনতোষই নিশি রহু কমলিনী সঙ্গে। চম্পক এক যদি নাহি চুম্বই ইথি লাগি নিন্দই ভৃঙ্গে ॥ পাঁচ পঞ্চ গুণ দশ গুণ চৌগুণ আট দ্বিগুণ সখী মাঝে। চম্পতি পতি অতি আকুল তোবিনু আসিতে নাপারই লাজে ॥ ৩॥

বিহাগড়া ॥ কি করব তপ জপ দান ব্রত আদিক যদি করুণা নাহি দীনে। সুন্দর কুল শীল ধনিবর যুবক কি করব লোচন হীনে ॥ হে সখী বুঝিয়ে কহসি কটু ভাষা। ঐছন বহু গুণ এক দোষ নাসই এক দোষ বহু গুণ নাসা॥ ধ্রু ॥ গরল সহোদর গুরুপত্নী হর রাহু বদন উকারা। বিরহ হুতাসন বারিজ নাশন শীলগুণে শশি উজিয়ারা ॥ পরসুতে অহীতযতন নাহি নিজসুতেকাক উচ্ছিষ্টরসপাণী। সোসব অব গুণ ঢাকলএকল পিক বোলত মধুরিম বাণী ॥ কানুক পিরীতি কি কহবরে সখী সব গুণ মূল অমূলো। [illegible] শি শবদি শতহ তবহি প্রতিত নাহি বোলে ॥ পুনঃপরিরম্ভন চুম্বন কোরে করি সঙ্কেত কর বিশোয়াসে। আন রমণী সনে সো নিশি বঞ্চল মোহে করল নিরাশে ॥ অনলহুঁ অধিক মোতনু দাহই রতি চিন দেখি প্রতি অঙ্গে। চম্পতিক পূর পেড় যদি নামিল তবহি মিলব হরি সঙ্গে॥ ৪ ॥

ধানশী ॥ নবীন নলিনী দল জিনি তনু কোমল আগর লেপই অঙ্গে। চমকি চমকি হরি উঠয়ে কত বেরি হাহত মদন তরঙ্গে ॥ সুন্দরী তুহু বড় হৃদয় পাষাণ। তয়া গুণ অন্তরে

মনহি নিরন্তর জপইতে আকুল কান ॥ ধ্রু॥ বৈঠল তরু তলে পন্থ নেহারই নয়নে গলয়ে ঘন নোর। রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি চম্পক দলে দেই কোর॥ দূতীক বচন শুনি রমণী শিরোমণি বচনামৃত করুপান। গোবিন্দ দাস কহে ত্বরিত চল সুন্দরী কানু ভেল বড়ই নিদান॥ ৫॥

ধানশী॥ হরি বধে তুহুঁ ভেল ভাগী। রাতি দিবস হরি আন নাহি ভাবয়ে কাল বিরহ তুয়া লাগি॥ ধ্রু॥ চম্পক দাম হেরি সঘনেই মুরছই লোচনে বহে অনুরাগ। তুয়া রূপ অন্তরে জাগে নিরন্তর ধনী২ তোহারি সোহাগ॥ লাথ২ ধনী বোলয়ে মধুর বাণী তছু পানে নাপাতই কান। বৃখভানু নন্দিনী জপই রাতি দিনি ভরমে নাবোলই আন॥ রা বলই ধা বলই নাপারয়ে ধারা ধর বহে নোর। রসিক পুরুখ মণি লোটায় ধরণী কোকহু আরতি তোর॥৬॥

শ্রীরাগ॥ কামিনী কানু কহল কত মোহে। কোমল কেলি কুতূহলে কামিনী কোরে কঠিন করুতোহে॥ ধ্রু॥ কালিন্দী কূল কদম্ব কাননে কুসুমিত কুঞ্জ কুটীরে। কাম কলহ করি কপট কলাবতী কোজানে করব অথিরে। করইতে কোরে করবি কুচ কঞ্চুক কর কিশলয় কর বারি। কুটিল কটাক্ষ কুসুম শরে কোপিনী কিয়ে করুণা হামারি। কর ইতে কোরে কাঁপি করয়ে কেলি কোকিল কুজিত ভাষে। কালি কুন্দবনে কৈতবে কি কহল কহতহি গোবিন্দ দাষে॥ ৭॥

ধানশী॥ কিশলয় সেজে শুতল নব নাগর জর২ মনোরথ বানে। উঠই পড়ই পন্থ নেহারই ক্ষণে ক্ষণে তোহারি ধেয়ানে॥ সুন্দরী কি কহব তোহারি সোহাগ। ঐছন এতিন ভুবনে নাহি দেখল যৈছন তুয়া অনুরাগ॥ ধ্রু॥ সোই পুরুখ অতি তুয়া গুণে আরতি অতিশয় সহজ স্বভাব। অঙ্গ পরশ রস মিলন দূরে রহু দেখবি দরশন লাভ॥ সোপহুঁ মিনতি অতি শুন বর যুবতী ধর২ শ্যাম অঙ্গের মালা। অধর সুধারস যৌবন সরবস পূরহ নাগর বালা॥ রসময় নাগর তুহুঁ রস নাগরী এমধু নিশি পরকাশে। দ্বিজ রাজন্দু ভণে তেজহ কঠিন পনে পূরহ কানু মন আশে॥ ৮॥

ধানশী॥ মাধব রাধা সাধিনা ভেল। কতহুঁ যতনে কত পরকারে বুঝায়লুঁ তবহু উতর নাহি দেল॥ ধ্রু॥ তোহারি পরসঙ্গ শুনয়ে যদি সুন্দরী শ্রবণ মুদয়ে দুহুঁ পাণি। তোহারি পিরীতি কিরিতি করি মানই সো অবলা পুছ বাণী॥ তোহারি সন্দেশ তাম্বুল ধরল মুই রাইক আগে। কোপে কমল মুখী পালটি নাহেরই রহই বিমুখ বিরাগে॥ যে বুঝি কুলিশ সার তছু অন্তর কোন মিটায়ব মান গোবিন্দ দাস কহ অনুমানে বুঝহ আপে সিধারহ কান॥ ৯॥

কলহান্তরিতা॥

শোহিণী॥ কুঞ্জসে নিকসই মানিণী রাই। অরুণীত লোচনে সখী মুখ চাই॥ চলইতে অঙ্গ চলই না পারি। ছল২ নয়ানে

গলয়ে ঘন বারী ।। টুটল মান ভেল বিরহ তরঙ্গ । গৃহ মাঝ বৈঠল সহচরী সঙ্গ ॥ কহইতে অন্তর গদ২ ভাষ। বিমুখ হই সব ছোড়ল পাশ।। চন্দ্র শেখরে কহে অনুচিত মান । রাখিতে তেজলি কাহে নাগর কান ।। ১ ॥

সুই ।। আন্ধল প্রেম পহিলহি লে নাহি হেরণু সোবহু বল্লভ কান। আদর সাধে বাদ করি তাসঞে অহঃনিশি জ্বলত পরাণ ।। সজনী তোহে কহোঁ মরমকে দাহ । কানুক দোখে যো ধনী রোখয়ে সোতাপিনী নিজ মাহ ।। ধ্রু ।। যোহামু মান বহুত করি মাননু কানুক মিনতি উপেখী। সো অব মনমথ শরে ভেল জ্বর২ তাকর দরশন পেখী ।। ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাঙ্গল জীবন রহত সন্দেহ। গোবিন্দ দাস কহই সতী ভামিনী ঐছন কানুক লেহ ।। ২ ।।

গান্ধার ।। যাকর চরণ নখর রুচি হেরইতে মূরছই কত২ কামা সোমঝু পদতল ধূলি লোটায়ল পালটি নাহেরিণু হাম ।। সজনী কি পুছসি হামারি অভাগি। ব্রজ কুল নন্দন চাঁদ উপেখনু দারুণ মানক লাগি ।। ধ্রু ।। কাতর দিঠে মিঠ বচামৃতে কত রূপে সাধল নাহ। সো হামু শ্রবণ সীমে নাহি শুননু অবহিয় তুঁয কি দাহ ।। কৈছে হৃদয়পহু কা সঞে কাঁহা রহুঁ সঙরি২ মনঝুর । গিরিধর দাস কহই ধনী বিরমহ হরি পুনঃ তোহারি অদূর ।। ৩ ।।

গান্ধার ।। চরণ নখ রমণি রঞ্জন ছাঁদ। ধরণী লোটায়ল গোকুল চাঁদ ।। রোখে তিমির হামু বৈরিকে জান। রতনক ত্রৈ

গেল গৈরিক ভান॥ চরকি২ পড়ু লোচনে মোর। কত রূপে মিনতি করল পহুঁ মোর॥ লাগল কুদিন কয়ল হামু মান। অব নাহি নিকশয় কঠিন পরাণ॥ নারী জনমে হামু নাকৈল ভাগী। কি ভেল হামারি করম অভাগি॥ কহে কবি রঞ্জন শুন বর নারী। প্রেম অমিয়া রসে লুবধ মুরারী॥ ৪ ॥

ধানশী॥ পরবস দেহ থেহ নাহি বান্ধে। নিলজ জীউ লেহ লাগি কান্দে॥ ধ্রু॥ সঠ সঙ্গে হঠ না করহ আন। মান রহুক পুনঃ যাউক পরাণ॥ এসখী ছিএ ছিএ কহইতে লাজ। শুনি উপহাসব যুবতী মাঝ॥ পরিজন কিএ পিরীতি অনুরোধে। দুরজন কিএ সুজন পরবোধে॥ কুলবতী বল্লভ নাগর কান। গোবিন্দদাস ইহ রসগান॥ ৫ ॥

বিভাষ ॥ চরণে ধরি হরি হার পিন্ধায়ল যতনে গাঁথি নিজ হাত। সোনাহি পহিরণু দূরহি ডারণু মানিণী অবনত মাথ॥ সখীহে বিহি মোরে বিপরীত ভেল। দগধ মান মজু বিদগধ মাধব রোখে বিমুখ ভৈ গেল॥ ধ্রু॥ গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল হামু নাপালটি নেহার। হাতক লছমী চরণেহি ডারণু অব কি করব পরকার॥ সোনহু বল্লভ সহজই দুল্লভ দরশন লাগি মন ঝুর। গোবিন্দ দাস যব আনি মিলায়ব তবহি মনরথ পূর॥ ৬ ॥

সুই॥ শুনইতে কান মুরলী রব মাধুরী শ্রবণ নিবারণু তোর। হেরইতে রূপ নয়ন যুগ ঝাঁপনু তব মোহে রোখলি

ভোর ॥ সুন্দরী তৈখনে কহলম তোয়। ভরমহি ওসঞে লেহ বাঢ়ায়লি জনম গোঁড়ায়বি রোয় ॥ ধ্রু ॥ বিনু গুণ পর খি পরক রূপ লালসে কাহে সোঁপলি নিজ দেহা। দিনে২ খোই সোরূপ লাবনি হৃদয়ে নাবান্ধহ থেহা॥ যোতহুঁ হৃদয় প্রেম তরু রোপলি শ্যাম জলদ রস আশে। সোনিজ নয়ন নীরে পুনঃ সিঞ্চহ কহতহি গোবিন্দ দাসে ॥ ৭ ॥

ঝিঝিট ॥ স্বর্ণ বর্ণ বিবর্ণ ভৈ গেও পূর্ণ বিধুমুখী তূর্ণ নিরস লরে। নয়ন পঙ্কজ নোরে ভি গেলহিয়াক অম্বররে ॥ মান ভেল তুয়া প্রাণ গ্রাহক নহিলে উপেক্ষসী নায়ক যো ভেল সোভেলঅবহু অবধিনী আপনা সম্বররে॥যতহু মনমাহা কোপ উপজতো ততহি কোপ করিতে সমোচিত। পায়ে পরিণত যোজন হোওত তাহেকি তেজিয়েরে। হিতকহিতে অহিত মানসি সুহৃদগণে তুহুঁ বৈরি জানসি অতএ দেখি শুনিনিরবে রহি নাহি উত্তর দিয়েরে॥ যাবিনু সত তিলেক হোওত সে তোয়ে মিনতি কয়ল কত২ কওল কর জোর গলহি অম্বর ধরণী লুটালরে ॥ ঐছে হট পুনঃ পালটি বৈঠলি কান্ত বদন নিতান্ত নাহেরলিরে। চন্দ্র শেখর ভনয়ে ভামিণী পিরীতি ভাঙ্গলীরে ॥ ৮ ॥

সুই॥ সখী নাহি বোলহ আর। হাম ফল পায়নু তার ॥ সহজই মতি গতি বাম। তৈছন ইহ পরণাম॥ যৈছে গরবে হিয়া পূর। সোসব হোওল চূর॥ অবহু বা রহু যাও প্রাণ। সমচিত করলহু মান ॥ তৈছে রহয়ে মঝু দেহ। সহ করহ

অবথেহ ॥ তুহুঁ যদি নাপূরবি আশ। কি করব বলরাম দাস ॥ ৯ ॥

সুই ॥ তিল এক সয়নে স্বপনে যো মঝু বিনে চমকি২ করু কোর। ঘন২ চুম্বনে গাঢ় আলিঙ্গনে নিঝোরে ঝোরে বহু নোর॥ সজনী সো যদি করু নিঠুরাই। নাজানিয়া কো বিধি নিধি দেই লেওল সো সুখ করি বিছুরাই॥ ধ্রু॥ তুহু কাহে বিরস বচনে মুঝে মারসি ডারসি শোক কি কূপে। মূরছিত জনে ঘাতন নহে সমোচিত জগজনে কহব কি রূপে॥ ভাঙ্গলমান সবহু জন গঞ্জনে পিরীতি২ করি বাধা। রসিক সুনাহ আপনে সুখ পাওব এবড়ি মরমে মঝু সাধা ॥ সোমুখ চাঁদ হৃদয়ে ধরি পৈঠব কালিন্দী বিষ হৃদনীরে। পামরী গোবিন্দ মরি যাওব সাজি আনল তছু তীরে॥ ১০

বিভাস ॥ কি কহিলি কঠিনী কালী হৃদে পৈঠবি শুনইতে কাঁপয়ে দেহা। ঐছন বচন কানু যব শুনব জীবনে নাবান্ধব থেহা॥ তাহে তুহুঁ বিদগধ নারী। অনুচিত দেহ যদি ছোড়বি মরমহি বিরহ বিথারি ॥ কানুক চিত রীত হাম জানত কবহু নহত নিঠুরাই। তুহুঁ যদি তাহে লাখ গোরি দেয়সি তবহুঁ রহত মুখ চাই॥ ঐছন বোল না বলসি সুন্দরী কাহে পরমাদসি এই। গোবিন্দ দাস সপদি তোহে সত২ যদি উদ্বেগ বাঢ়াই॥ ১১ ॥

গান্ধার॥ মান কয়লি তো কয়লি কলহে কাহে কান্দসি বৈঠ রহ তুহুঁ ভওনে। সোকাঁহা যাওব আপহি আওব

পুনহি লোটাওব চরণে ॥ সুন্দরী বচনে করিও বিশযাস। সজল নয়ানে হরি ধরণী লোটাওতচিতে রহল মঝু পাশ॥ ধ্রু ॥ বেণু ধেনু তেজি সকল সখাগণ পরি হরি নীপ মুলে বসই। হরি২ বলি শিরে কর হানই তুয়া নাম করিয়া নি শাসই ॥ তুয়া নাম লাগি কত বেরি২ মঝু ঘরে আওব হামে হরি সাধব লাখ। রায় শেখরে কহে তবে তুহুঁ জানত কাহে করত হুতাশ ॥ ১২ ॥

বালা ধানশী ॥ হরি বড় গরবি গোপী মাঝে বসই। সোই করবি যাহে বৈরি নাহ সই ॥ পহিলহি বৈঠবি শ্যাম করি বাম। সঙ্কেত জানায়বি হামারি পরণাম ॥ যব হরি হরখি পুছয়বি তোয় ! ইঙ্গিতে নিবেদন জানায়বি মোয় ॥ মৃগ মদ করে মাখি দরশায়বি হেম। কর উলটায়বি পুছইতে খেম ॥ যবচিতে দেখবি বড়ি অনুরাগ। তৈখনে জানায়বি হৃদয় জনু লাগ॥ সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী। তো হে কিশি থায়ব চতুরিম বাণী ॥ ইথে বিণু ভোরবি বিদ্যা পতি ভাণ। মান রহুক পুনঃ যাউক পরাণ॥ ১৩॥

ভূপালী ॥ রাইক বিনয়বচন শুনি সহচরী চললহি নাগর আগে। দূকর তাকর বদন হেরি শ্যামরমানল আপন সো হাগে ॥ চটপটি ধূলী ঝাড়ি উঠি বৈঠল হরি দূতী আন প থে গেল। দূতী২ করি বহুত ফুকারল শুনি দূতী উত্তর নাদে ল ॥ পুনহি বোলাওতকান। দূতীকহত হামে কোন বোলা ওত নাগর কহতহি হাম॥ ধ্রু ॥ ইহা কাহা বৈঠলি মোহে

বোলাওলি ত্বরিতে কহত তুহুঁ মোয়। শ্যামা সখী মোহে ত্বরিত বোলাওত পিছু আশি মিলব তোয় ॥ ক্ষেণে রহুঁ রহুঁ বলি পন্থ আগরল কাতরে রহুঁ মুখ চাই। আজুক বাত তুহুঁ কিয়ে জানসি মোহে উপেখল রাই ॥ দূতী কহত তুয়া কৈছনে পিরীতি রীতি বুঝই নাপারি। সো যদি মান ভরমে তোহে রোখল তুহু কাহে রোখলি ছোড়ি ॥ আপন দোখ জানসি যদি হৃদি মাহা কাহে বাড়াওলি বাত। গোবিন্দ দাস তোহারি লাগি সাধব আপ চলহ মঝু সাথ ॥ ১৪ ॥

শোহিনী ॥ দূতীক বচন শুনি রসিক শিরমণি আওল তা কর সাথ। দূর সঞে হেরি সোবর নাগরী অবনত করি রহু মাথ ॥ কর যোড়ি সাধই কান। হাম তুয়া কিঙ্কর পড়ি চরণ তল তেজ ধনী দারুণ মান ॥ ধ্রু ॥ এত কহি নাগর অন্তর গর২ ঢরকি২ পড়ু নোর। হেরি সুধামুখী আকুল অতি সোমুখ হেরি বিভোর ॥ ছলং নয়ান শ্যাম কর কিশলয় ধরি কহে গদ২ ভাষ। জলদ গোপাল বিধু তৈছে উদয় ভেল কহ যদু নন্দন দাস ॥ ১৫ ॥

গান্ধার ॥ রাই হেরল যব সোমুখ ইন্দু। উছলল মন মাহা আনন্দ সিন্ধু ॥ ভাঙ্গল মান রোদনহি ভোর। কানু কমল করে মুছই নোর ॥ মান জনিত দুঃখ সব দূর গেল। দুহু মুখ দরশনে আনন্দ ভেল ॥ ললিতা বিশাখা আদি যত সখী গণ। আনন্দে মগন গেল দেখি দুইজন ॥ নিকুঞ্জের মাঝে

দোহে কেলি বিলাস। দূরহু দূরে রহু নরোত্তম দাস॥ ১৬
ধানশী॥ ছিছি মানের লাগি শ্যাম বন্ধুরে হারাইয়াছি
লাম। শ্যামল সুন্দর মধুর মূরতী পরশে শীতল হইলাম॥
শ্রীমধু মঙ্গলে আনকুতূহলে ভুঞ্জাও ওদন দধি। হারা যেন
ধন পুনহি মিলল সদয় হইল বিধি॥ নিজ সুখ রসে পাপি
ণী পরসে নাজানে পিয়াক সুখ। কহে চণ্ডী দাসে এলাগি
আমার মনেতে উঠয়ে দুঃখ॥ ১৭॥

ভাবি বিরহ॥

অক্রুর সম্বাদ। বালা ধানশী॥ নাজানি কোন মথুরাসে
আয়ল তাহে হেরি জীউ মোর কাঁপ। তবধরি দক্ষিণপয়ো
ধর ফুরয়ে নোরে নয়ন দুহুঁ ঝাঁপ॥ সখীহে অব কুশল সত
নাহি মানি। বিপদহুঁ লাখ তৃণ করি মানিয়ে কান বিছেদ
হোয়ে জানি॥ ধ্রু॥ কি ঘর বাহির মতি নারহে থির জাগ
রে নিদ নাভায়। গঢল মনোরথ তৈখনে টুটল কি সখী
করব উপায়॥ কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জই সঘনে
রোয়ে সুকশারী। গোবিন্দ দাস আনি সখী পুছহ কাহে
এত বিঘনি বিথারি॥ ১॥

সুই॥ নামহি অক্রুর ক্রূর নীচাশয় সোই আয়ল বৃজ
মাঝ। ঘরেং ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল কালি নিকালিম সাজ॥
সজনী রজনী পোহায়ব কালি। রচহ উপায় যৈছে নহে
প্রাতর মন্দিরে রহু বনমালী॥ ধ্রু॥ যোগিণী চরণ স্মরণ

করি সাধব বাঁধব যামিনী নাথ। নক তক চাঁদ বেকতরহু অম্বর যৈছে নহে পরভাত॥ কালিন্দী দেবী সেবি তাহে ভাখব রাখব নিজ অনুতাতে। কিয়ে সমন আনি ত্বরিতে মিলায়ব গোবিন্দ দাস অনুমাতে॥ ২॥

বরাডী॥ হরি নাকি জাবে মধুপুর। ছাড়িব গোকুল বাস জীবনে কি আর আশ বধভাগি হইল অক্রূর॥ ধ্রু॥ ছাড়িব গোকুল চন্দ্র পরাণে মরিব নন্দ মরিবেক রোহিণী যশোদা। গোপীর মরণ দৈবে অনুমান করি সভে সভার আগে মরিবেক রাধা॥ আর না শুনিব বেণু আর না দেখিব কানু আর না করিব নাস বেশ। এমন ব্যথিত থাকে কানুরে বুঝাইয়া রাখে বিধি বিনে নাই উপদেশ॥ মথুরা নাগরী যত তাহা কৈল পয়োবৃত বরজ রমণী অনাথ। গোবিন্দ দাস কহ হৃদয়ে এ দুঃখ সহ অবশ্য মিলিবে প্রাণ নাথ॥ ৩॥

সুই॥ প্রাতরে তুহুঁ চলবি মথুরা পুর যবহুঁ শুনল বৃজনারী। বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচনে মোছত উৎপল বারী॥ মাধব ভালে তুহুঁ বৃজ অনুরাগী। অবসব বল্লভী জনু বিরহানলে কোপনুঃ ইহ বধ ভাগি॥ ধ্রু॥ গিরিবর কুঞ্জ কুসুমময় কানন কালিন্দী কেলি কদম্ব। মন্দির গোপুর নগর সরোবর কো কাহা করু অবলম্ব॥ বৃজপতি লেই অতএ চলু আকুল সংহতি দাম সুদাম। গোবিন্দ দাস কহ যব ঐছে লহ সঙ্গি চলউ বলরাম॥ ৪॥

আহিরী॥ যাবৎ জীবন রঙ্গে বঞ্চিব তোমার সঙ্গে লেহ

কৈনু এই অভিলাষে। দূরে গেও দূর আশে পহিল যৌবন রসে অবহুঁ ছিণ্ডিল মোহ পাশে ॥ প্রাণ নাথ স্বরূপে কি যাবে মধুপুরী। ঘাটে বাটে এই ধ্বনি লোক মুখে ঘন শুনি গোপীকার পিরীতি বিছোরি ॥ ধ্রু ॥ সোই যমুনা জলে বসন হরণ কালে সব সখী আগে সত্য কৈলা। সোই সুকৃতি যবে তুহুঁ সে হরলিএবে গোপীর শতেক পুরী গেলা ॥ গোপীর করুণা শুনি প্রেম আঁখি যদুমণি নাকহে বচন হেট মুখে। দেখিয়া পতির মৌন বুঝিয়া কাজের চিহ্ন মাধব কহে দুন দুঃখী ॥ ৫ ॥

ভবন বিরহ ॥

ধানশী ॥ হরি রহ নিকরুণ রসময় দেহ। কৈছনে তেজব নবীন সিনেহ ॥ পাপ অকূর কিয়ে গুণজান। সব সুখ বারিসে চলু [illegible]জগণে মঙ্গলনাপড়ই। যতিখনে রথ পর কোই নাচড়ই ॥ এসখী কানুক যদি মুখ চাহ। আঁচর গহিবরু বারণনাহ ॥ যতিখণে গোকুলে তিমির লাগি রহই। করইতে যতন দৈবে বরু ফিরই ॥ এতহুঁ বিপদে জীউ রহ সুএকান্ত। গোবিন্দ দাস কহ লাজক অন্ত ॥ ১ ॥

বরাডী ॥ মথুরার পথে সখী কি দেখিয়ে আর। দেখিতে২ তনু বিদরে আমার ॥ সজনী পিয়া মোর যায় মধুপুর। পথে লই চলে দারুণ অক্রূর ॥ ধ্রু ॥ এরূপ যৌবন আমি আর কি করিব। পিয়ার সংহতি আমি মধুপুর যাব ॥ যে

গতি পিয়ার মোর সে গতি হামার। গোপাল দাস কহে পিয়া সে তোমার ॥ ২ ॥

পট মঞ্জরী ॥ নাদেখই রথ আর নাদেখই ধূলি। নিশ্চয় জানিনু মোরে বিহি প্রতিকুলি ॥ কহিতেই মূরছিত রাই ভূমি তলে। শ্বাস রহিত দেখি সখী কক কোলে। উচ্চৈঃ শ্বরে কান্দি কহে ওহে রাই প্রাণ। কানহি ঐছে কহি কহে ঘনশ্যাম ॥ কোই২ করত হৃদি শিরেঘাত। কোইকহত ইহ বজর নিপাত ॥ ঐছন নিরখিতে রাই মুখ চান্দে। পাওল জীবন প্রেম সুগন্ধে ॥ তৈখনে ঐছন বিরহ সম্বাদ। রাধামোহন পহুঁ রস মরিজাদ ॥ ৩ ॥

মাথুর ॥

শ্রীরাগ ॥ হরি কি মথুরা পুরী গেল। আজু গোকুল শূন ভেলা ॥ ধ্রু ॥ রোদতি পঞ্জর শুকে। ধেনু ধায়ত মাথুর মুখে ॥ সাগরে তেজব পরাণ। আন জনমে হব কান ॥ কানু যব হোয়ব রাধা। তব জানব বিরহক বাধা ॥ হেন বুঝি নিকরুণ ধাতা। গোবিন্দ দাস গুণ গাঁথা ॥ ১ ॥

শ্রীরাগ ॥ কে মোরে মিলাইয়া দিবে সে চাঁদ বয়ান। আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ ॥ কে মোরে আনিয়া দিবে নন্দ সুত কান। অমূল্য রতন দিব বাঁটিয়া পরাণ ॥ কেহত নাকহেরে আইল তোর পিয়া। কতনা রাখিব চিৎ নিবারণ দিয়া ॥

পরাণ রে নিলজ তিরি জাতি॥ কতদূরে পিয়া মোর করে পরবাস। সমতি নাহো এ কহে বলরাম দাস ॥২॥

সুহই॥ সখী হামারি পিয়া। অবহু নামিলল কুলিশ হিয়া॥ নখর খোয়াওনু দিন লেখী২। নয়ান আঁধুয়া ভেল পিয় পথ পেখি॥ যব হাম বালা পিয়া পরি হরি গেল। কিয়া দোষ কিয়া গুণ বুঝই না ভেল॥ অবহাম তরণী বুঝনু রস ভাষ। হেন কহি নাহি বুঝাইয়া পাশ॥ ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী। ধৈরজ ধর চিতে মিলিবে মুরারি॥ ৩॥

শ্রীগান্ধার॥ আঘন মাস রাস রস সায়র নায়র মাথুর গেল। পুরনারী গণ পুরল মনোরথ বৃন্দাবন বন সম ভেল॥ ১॥ আয়ত পৌষ ঋতু সার সমীরণ হিমকর হিম অনিবার। নাগরী কোরে ভোরি পহুঁ নাগর করব কোন পরকার॥ ২॥ মাঘ নিদাঘ কোন পাতি২ আয়ব আতপ বিকাশ। [illegible] নিশাপতি ছোড়ল কানু বিনু সবহুঁ হুতাশ॥ ৩॥ ফাগুনে গুণি২ নাগর গুণমণি ফাগুয়া খেলত রঙ্গে। বিরহ পয়োধি অবধি নাহি পায়ই দূরত মদন তরঙ্গে॥ ৪॥ আয়ত চৈত চিতক বান্ধব ঋতুপতি নব পরবেশ। কানন কুসুম কুসুম শরে হানল কানু রহল পরদেশ॥ ৫॥ মাধব মাসে সাধ বিধি সাবল পিক কুল পঞ্চম গান। মধুকর বোলে জীবন ক্ষীণ দোলত কোন মিলায়ব কান॥ ৬॥ জেঠহি মিঠে কহই সব রঙ্গিনী

দারুণ মনোমথ সাথি ॥ ৭॥ আয়ত আষাঢ় বাড় বিরহা নলে হেরি নব নীরদ পাঁতি। নীরদ মূরতি নয়নে জনু লাগল নিঝরে ঝরে দিনরাতি ॥ ৮॥ শায়ন সঘন ঘন২ গরজন উনমত দাদুরি বোল। চমকিত দামিণী জাগরি যামিণী জীবন কণ্ঠহি লোল ॥ ৯॥ ভাদর দিন দিন দারুণ দুর দিন কাঁপল দূর দিনবন্দ। শীকর নিকর থির নহে অম্বর দহই মনভব মন্দ ॥ ১০॥ আশ্বিন মাসে বিকশিত পদমিণী সারস হংস নিস্বান। নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর মোহে কৈছে বিছুরল কান॥ ১১॥ কাত্তিক মাসে আশ নিরাশল কোবিহি লীলাময় রাস। নিকরুণ কাণ কোন সমুঝায়ব চলু তহুঁ গোবিন্দদাস॥ ১২॥ ৪॥

ধানশী॥ পিয়ার ফুল বন পিয়ার ভুমরা॥ পিয়া বিনা ঘুরি ফিরিতেধু নাথায় তারা॥ মোযদি জানিতাম পিয়া যাই বে ছাড়িয়া। হিয়ারভিতরে প্রাণদিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া॥ কেমন দারুণ বিধি মোর প্রাণ নিল। এছার পরাণ কেন অবহু রহিল॥ মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুঃখ। নিশ্চ য় মরিব পিয়ার নাহেরি চাঁদ মুখ॥ এইখানে করিত কে লি বসিয়া নাগর রাজ। কেবা নিল কিবা হইল কে পাড়িল বাজ॥ সোপিয়া পিয়াস আমি আছি একাকিণী। এছার শরীরে আছে নিলজ পরাণী॥ চরণে ধরিয়া কান্দে গোবি ন্দ দাসিয়া। মুই অভাগিয়া আগে যাই মরিয়া॥ ৫॥

বরাড়ী ॥ এই না মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া

যোগি যেন সদাই খেয়ায়। হেন পিয়া বিনু হিয়া ফাটিয়া নাপড়েগো নিলজ পরাণ নাহি যায় ॥ আমারে করিয়া কোলে শয়নে স্বপন দেখে যামিণী জাগিয়া পোহাই। আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া কৈছনে দিবস গোঁয়াই ॥ আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে ফুল তুলি বিহরয় বন। কিশলয় ফুল তুলি শেজ বিছায়লি রস পরিপাটির কারণ॥ অনেক দিবস হইল পিয়া কেনে না আইল কার মুখে নাশুনি সম্বাদ। গোবিন্দ দাস চলু শ্যাম সমুঝাইতে দারুণ মদন বিশাদ ॥ ৬ ॥

সুই ॥ কহইতে গোরী নোরে ভরি লোচন মূরছি পড়ল তছু ভোরি। কাহিনী নাবোলত শ্যাম নাহিত গো নিমিথ তেজলি গোরা ॥ রাইক বিগতি দেখি সহচরী আকুল কর তহি বিবিধ উপায়। কোই কোরে আগরি বসনে মুখ মোছই শ্রবণে কানুর গুণ গায় ॥ সোনাম লুবধ ধনী গোরী। শ্যামকনাম শ্রবণে যব পৈঠল অমনি উঠিল তনু মোড়ি॥ ৭

ধানশী ॥ রাইক শেষ দশা নিজসখী মুখে শুনি চন্দ্রাবলী রোই। নিজ তনু ভারি ভূমে গড়ি যাওত ভূতলে কুন্তল ফোই ॥ রাইক প্রেমে পুনহি নন্দ নন্দন আওব করেছিনু আশ। সে সব মনোরথ বিহি কৈল অন্যমত এতদিনে ভেল নৈরাশ ॥ এতবলি পুনঃ২ শিরে কর হানই মূরছিত হরল গেয়ান। পদ্মা দেবী সখী কোরহি লেওল ঝর ঝর ঝরয়েনয়ান ॥ বহু ক্ষণে চেতন পাইল নলিনী মুখী ছোড়ল

দীর্ঘ নিশ্বাস। রাইক নিয়ড়ে লেই চলু সহচরী কহ পুরু ষোত্তম দাস ॥ ৮ ॥

সুই ॥ যেখানে পড়িয়াছে রাই। চন্দ্রাবলী তথা যাই ॥ রাইক হেরত বয়ান। ঝর ঝর ঝরত নয়ান॥ যই ছলে জীবই রাই। ঐ ছন রচহ উপায় ॥ এতকহি কহি নাপারি। মূরছি পড়ল তনু ডোরি ॥ পুরুষোম অনুরোধে। ভগবতী দেহি পরবোধে ॥ ৯ ॥

ভাটিয়ারী ॥ যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারী। সেখানে লিখিহ মোর নাম দুইচারি ॥ মোর অঙ্গের অভরণ দিহ পিয়া ঠাম। জনম অবধি মোর এই পরণাম ॥ নিজগণ গণইতে লিহে মোর নাম। পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম ॥ নিচয়ে মরিব আমি সে কানু উদেশে। অপসর জানি কিছু মাগিহ সন্দেশে ॥ দিনে একবার পহুঁ লিহে মোর নাম। অরুণ দুনহ করে দিহে জল দান ॥ বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারী। ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি ॥ ১০ ॥

ধানশী ॥ বিরহ আনলে যদি দেহ খোয়ায়বি খোয়ায়বি আপন পরাণ। তুয়া অনুচরী সখী কই নাজীবই সবহুঁ করব সমাধান ॥ সুন্দরী মাধব আয়ব গেহ। তোহাঁরি দশা শ্রবণে যব শুনব তবকি করব সোই দেহ ॥ ধ্রু ॥ আপনক ঘাতে রমণী কূল ঘাতবি বিহনে শ্যামর চন্দ। জগভরি পুলক কলঙ্ক তুয়া ঘোষব কমল সবন্দ ॥ সফল কমল দেই কমলা পতি পূজহ আরাধহ মনমথ দেব। গোপাল

দাস আশ তব পূরব রাধা মাধব সেব ॥ ১১ ॥

সুই ॥ তৈখনে সাজল সখী দুই চারি । ত্বরিতহি মিলল রসিক মুরারি ॥ তাহারে পুছল বৃজ কুশল কি বাত। কৈছনে নন্দ যসমতী মাত ॥ কৈছনে কাননে চরতহি ধেনু । কৈছনে সখা গণে পূরত বেনু ॥ কৈছনে যমুনা উথলিহি নীর । কৈছনে সারী সুক বোলক তীর ॥ কৈছনে আছয়ে বৃজ কুল নারী ।কৈছনে আছয়ে রাই হামারি॥ ইহ সব পুছত গদগদ ভাষ। মুরছি পড়লতহি গোবিন্দ দাস॥ ১২ ॥

বরাডী ॥ করতলে চাঁদ বয়ান রহু থির । অহনিশি লোচনে ঝরেতহি নীর॥ বিগলিত নিন্দ বহই ঘনশাস । দিনে২ ক্ষীণ তনু জীবন হুতাস॥ এহরি অবহুঁ অবধি বহি যাই । বিঘটন সপতি মূরতি জনি রাই॥ ধ্রু॥ কমলিনী কিশলয়ে সেজি বিছাই। সহচরী মেলি সুতায়লি তাই ॥ শতগুণ মদন দহন তনু ভেল। সোতনু পরসে ভষম ভৈ গেল ॥ চন্দন পরশে চমকি ঘন উঠই । দিনে২ হিমকর কিরণে মুরছি মহী লুটই॥ গোবিন্দ দাস কহে মুগধল কান। ত্বরিতহি গোকুলে করহ পয়ান॥ ১৩॥

বরাডী ॥ মাধব তুহুঁ যব নিকরুণ ভেল। মিছ অবধি দিন গণি কত রাখব বৃজ বধূ জীবন শেল ॥ ধ্রু ॥ কেহ যমুনা জল কেহ ধরণীতল কেহু২ লুটই কুঞ্জ। এতদিনে বিরহ মরণ পথ পেখনু তাহে তিরি বধ পুন পুঞ্জ ॥ থোরসরো বরে তপত জল আকুল আকুল শফরী পরাণ । জীবন

মরণ মরণ ধরু জীবন গোবিন্দ দাস ভালে জান ॥ ১৪ ॥
সুই॥ কতয়ে বেরি বেরি রচব শেজিরি সরস সরসিজ পাঁতি। শীতল বীজনে সলিল সেচনে কতনা পোহায়বরাতি॥ কতএ চন্দন করব লেপন তবহু না জুড়ায়ব অঙ্গ। উঠএ পুনঃ২ তবহুঁ দারুণ হৃদয় দহন তরঙ্গ ॥ শুন২ নিরদয় নিঠুর চিৎ। তোসঞে নেহ করি খোয়লি সুন্দরী পরাণ দেই পরাচীত॥ ধ্রু॥ খেনহি অঙ্গন খেনহি সদন খেনহি সহচরী কোর। ফুয়ল কুন্তল লুটই সুন্দরী কতএ নদী বহে নোর॥ কতয়ে সখীগণ করয়ে রোদন কিভেল বলি উরে তারি। কুন্তল তোরই বসন ফারই বিহিকে দেবই গারি॥ ধরণী উপর নিচল কলেবর পড়িয়া আছয়ে ভোরি। কাহিনি নাকহে শ্বাসনা বহে নিমিখ তেজল গোরী ॥ কোই লুটই কোই ছুটই প্রাণপ্রিয় সখী ভাখি। কি কহু বলরাম ধবল কারিম সাখী ॥ ১৫ ॥

কামোদ॥ তোহি রহল মধুপুর। বৃজ কুল আকুল দুকুল কলরব কানু২ করি ঝুর॥ যশমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠই সাহসে চলই নাপার। সখাগণ বেণু ধেনু সব বিসরণ২ নগর বাজার॥ কুসুম ত্যেজি অলি ভূতলে লুঠত তরুগণ মলিনসমান। সারীসুক পিক মৌউরী না নাচত কোকিলা নাকরতহি গাণ॥ বিরহিনী বিরহ কি কহব মাধব দস দিন বিরহ হুতাস। সোই যমুনা জল হোযল অধিক ভেল কহ

গান্ধার।। মাধব অবলা পেখলু মতিহীনে।সারঙ্গ শবদে মদন অতি কোপিত তাদিনে২ ভেল ক্ষীণে।। ধ্রু।।রহত বিদেশ সন্দেশ নাপাওয়ত কৈছে জীবই ব্রজবালা। সে হেন সুন্দরী রূপে গুণে আগরী জ্বারল বিরহক জ্বালা।।উরু বিনে শেজি পরশ নাহি জানত সোই লুঠত মহা কামে। পুণিমিক চাঁদ টুটি পড়য়ে জনু ঝামর চম্পক দামে।। সো দিন অবধি অবহুঁ আশ আশলু তে ধনী রাখয়ে পরাণে। ভণয়ে বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব শুনইতে হরল গেয়ানে।। ১৭।।

যথারাগ।। বুঝিনু মরমকি ভাব। পুরনব প্রেম ভূরি সুখ সম্পদ ছোড়ি বরজ কাহে যাব।।ধ্রু।।সংপ্রতি পুরপতি ভূপতি মহামতি তাহাঁ কাহাঁ পশুপতি ভান। তাল দল শিঙ্গা বংশী মূরলী রবইহা কত রাজ নিশান।। কালিন্দীতটবট নিকট ছায়ে বাস নিজতনু হেরিতে সে নীরে। হিঁয়া অট্টালিকা পরি রতন পরিযঙ্ক পরি মুকুর যড়িত কতপুরে ।। তাহা নব পল্লব বল্লভ বিজই দুল্লভ বনফুল মাল। ইহাকত চামর দামে ঢুলায়ত ভূষিত মতি প্রবাল।। আভীর নাগরী নিরগুণ পরাধিনী যতনেই কাননে মেল। ইহা কত পূরনারী স্বতন্তরী পথপরি কুবজা ভূরি সুখ নেল। ভালে ভালে তুহুঁ দশ দিন গোয়াওলি গোকুল গতি ইতি কহনা। হাম ঘর ব্রজপূরে আগ দেই আইলে তাপই নিরবধি দহনা।। ১৮

রাইক শেষ দশা শুনি মাধব লোচন ঝরূ২ পাণি। অবনত

হাথে কর অবলম্বন বদনে নাস্বরয়ে বানী ॥ ধৈরজ ধরি হরি দূতী বদন হেরি পুছতই গদ২ রায়। দুই এক দিবসে হাম যাওব দূতী প্রবোধ বি তায়॥ ১৯ ॥

---

১ ভাবোল্লাস॥

মঙ্গল কামোদ ॥ উলশিত মজু হিয়া আজু আওব পিয়া দৈবে কহল শুভবাণী। শুভ শূচকযত অঙ্গে২ বেকত অতয়ে নিচয় করি মানি॥ সখীহে বহু বিপদ দূর গেল। সুখ সম্পদ পদ বিহি মিলায়ব ঐছন গতি মতি দেল ॥ ধ্রু॥ মঙ্গল কলস তহি নব পল্লব রোপহ ঠামহি ঠাম। গুরু গণ গণক আনি কর ভূষিত ত্বরিত আয়ত জনি শ্যাম ॥ হরিদ দাড়িম দরপণ অঞ্জন দধি ঘৃত রতন প্রদীপে। সুবরণ ভাজন লাজই ভরি ভরি রাখহ নয়ন সমীপে ॥ নব নব রঙ্গিনী দেহ হুলাহুলি বসন ভূষণ করি শোভা। প্রাণ২ হরি নিজগৃহে আয়ব গোবিন্দ দাস মনলোভা॥ ১॥

তিরোত ধানশী ॥ যব হরি আয়ব গোকুল পূর। ঘরে২ নগরে বাজব জয় তূর ॥ রসাবেশে ধায়ব রমণীক ঠাট। চৌদিগে বেড়ব চাঁদকি হাট॥ আলিপন দেয়ব মোতিম হার। মঙ্গল কলস করব কুচভার ॥ সহকর পল্লব চূতক দেব। মাধব সেবি মনোরথ নেব॥ ধূপদীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে। লোচন নীরে করব অভিশেকে ॥ আলিঙ্গন

ভাব সম্মিলন ॥

টোড়ী ॥ দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর। দুহুঁক নয়ানে বহে আনন্দ নোর ॥ দুহুঁ তনু পুলকিত গদগদ ভাষ। ঈষদবলোকনে লহু২ হাস ॥ ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ। আনন্দে মগণ ভেল দেখি দুই জন। নিকুঞ্জমন্দির মাঝে কেলি বিলাস। দূরেহু দুরে রহু নরোত্তম দাস ॥১

ভাব সম্মিলনের রসোদ্গার ॥

কামোদ ॥ সজনী আজু মাধব মিলল সমাজে। ইহ জনম সফল ভেল আজে ॥ ধ্রু ॥ হাসি দরশন দেলা। পুছলহি কুশল হামারা ॥ সজনী আনন্দে হামু পড়ি গেয়ো ভোর। রসিক নাগর মুঝে করলহি কোর ॥ দিনহি ভরমে জনু রতন পরি চুর। ঐছনে নহি মিলল মজু পুর॥ ১ ॥

নিবেদন ॥

সুই ॥ শুন২ মাধব কি কহব আন। তুলনা দিতে নাহি পিরীতি সমান ॥ ধ্রু ॥ পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়। সুজনক পিরীতি কবহুঁ দূর নয় ॥ ক্ষিতি তলে লিখি যদি আকাশের তারা। দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক বারা ॥ ভনই বিদ্যাপতি শিব সিংহরায়। অনুগত জনেরে ছাড়িতে নাজয়ায় ॥ ১ ॥

যথারাগ ॥ কি বলিতে জানু মুঞি কি বলিতে পারি। একে

গুণ হীন আর পরবশ নারী ।। ধ্রু ।। তোমার লাগিয়া মো
র যত গুরুজন। সকল হইল বৈরি কেহ নয় আপন ।। বাঘে
র মাঝে যেন হরিণীর বাস। তার মাঝে দীঘল ছাড়িতে
নারি শ্বাস ।। উদয় আদিত্যে কহে মনে ঐ ভয় উঠে।
তোমার পিরীতি খানি তিলেক পাছে টুটে ।।২ ।।

সুই ।। শুন শুন শুন হে রসিক রায়। তোমারে ছাড়িয়া যে
সুখে আছিলাম নিবে দিয়ে তুয়া পায় ।। কিজানি কিক্ষণে
কুমতি হইল গরবে ভরিয়া গেণু। তোমা হেন বন্ধু হেলায়
হারায়ে ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু ।। জনম অবধি মায়ের সোহা
গে সোহাগিনী বড় আমি। প্রিয় সখীগণ দেখে প্রাণ সম
পরাণ বন্ধুয়া তুমি ।। সখীগণ কহে শ্যাম সোহাগিনী গর
বে ভরল দে। হামারি গরব তুহু বাড়াওলি অব টুটাওব
কে ।। তুহারি গরবে গরবিনী হাম গরবে ভরল বুক। চণ্ডী
দাস কহে এমতি লইলে পিরীতি কিসের সুখ।। ৩ ।।

যথারাগ।। বন্ধু তোমার গরবে গরবিনী আমি রূপসী তো
মার রূপে। হেন মনে করি ও দুটি চরণ সদা লইয়া রাখি
বুকে ।। অন্যের আছয়ে অনেক জনা আমার কিবল তুমি।
পরাণ হইতে শত২ গুণ প্রিয়তম করি মানি ।। নয়নের
অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ তুমিসে কালিয়ে চাঁদা। জ্ঞান দাসে কয়
তোমারি পিরীতি অন্তরে২ বান্ধা ।। ৪ ।।

শুই ।। মাধব এক নিবেদন তোয়। মরম নাজানিয়ে মানে

গোপীসনেবিলসহতাহেমুই পাইআনন্দ। সোমঝু অন্তরে কোটী সুখ হোওতযৈছে নাহিক কিছু মন্দ॥ অকপটে এক বাত মুঝে বলবি নাকরবি চিতকি ভিত। চন্দ্রাবলী তোহে কতহি সমাদরে কৈছন প্রেম কি রীত। সো যদি নিগূঢ় প্রেম দেই পদযুগে কৈছে করব জতন এব। গোবিন্দ দাস কহে তাহে মানাওব দাসী হইয়া পদসেব॥৫॥

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজ বেহারী। হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥ গুরু গঞ্জণ চন্দন অঙ্গ ভূষা। রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরশা॥ সম শৈল কুল মান দূর করি। তব চরণে স্মরণা গত কিশোরী॥ আমি কুরূপা গুণহিণী গোপ নারী। তুমি জগ রঞ্জন মোহন বংশী ধারী॥ আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্য হিনী। রসপণ্ডিত রশিক চূড়ামণি॥ গোবিন্দ দাস কহে শুন শ্যাম রায়। তুয়াবিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥৬॥

ধুই॥ বন্ধু কি আর বলিব আমি। যে মোর ভরম ধরম করম সকলি জানহে তুমি॥ যে তোর করুণা নাজানি আপনা আনন্দে ভাষিএ নিতি। তোমার আদরে সভে স্নেহ করে বুঝিতে নাপারি রীতি॥ মায়ের যেমন বাপার তেমন তেমতি বরজ পূরে। সখীর আদরে পরাণ বিদরে সে সব গোচর তোরে॥ সতী বা অসতী তোরে মোর মতি তোমারি আনন্দে ভাষি। তোমারি বচন সালঙ্কার মোর ভূষণে ভূষণ বাসি॥ চণ্ডীদাসে বলে শুনহে সকলে বিনয় বচন

সার। বিনয় করিয়া বচন কহিলে তুলনা নাহিক আর ॥ ৭
শুই ॥ বন্ধু কি আর বলিব আমি। মরণে জীবণে জনমে২ প্রাণনাথ হইও তুমি॥ তোমার চরণেআমার পরাণে বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি। সব সমর্পিয়াএকমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ ভাবিয়া দেখিলাম এতিন ভুবনে আর কেহ মোর আছে। রাধাবলি কেহ সুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে॥ একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়। শীতল বলিয়া স্মরণ লইলাম ওদুটি কমল পায় ॥ নাঠেল নাঠেল ছলে অবলা অখলে যে হয় উচিত তোর। ভাবিয়া দেখিলাম প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর॥ আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি তবেসে পরাণে মরি। চণ্ডীদাসে কয় পরেশ রতন গলায় গাঁথিয়া পরি ॥ ৮ ॥

শুই ॥ সুন্দরী আমারে বলিছ কি। তোমার লাগিয়ে ভাবিয়ে২ বিরল হইয়াছি ॥ স্থির নহে মন সদা উচাটন স্বাস্ত নাহিক পাই। গগণে ভুবনে দিগ২ গণে সদাই দেখিয়া রাই ॥ শুন বিনোদিনী প্রেমের কাঁহিনী পরাণে২ বান্ধা। একই পরাণ দেহ ভিন২ জ্ঞান দাসে লাগে ধান্ধা॥ ৯ ॥

মথারাগ॥ রাই তুমি সে আমার গতি। তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি॥ নিসিদিসি সদা বসি আলাপনে মুরলী লইয়া করে। যমুনা সিনানে তোমার কারণে বসি থাকি তার তীরে ॥ তোমার রূপের মাধুরি দেখিতে কদম্ব তলাতে থাকি। শুনহ কিশোরী চারি

দিগ হেরি যেমত চাতক পাখি ।। তব রূপগুণ মধুর মাধু সদাই ভাবনা মোর। করি অনুমাণ সদাকরি গাণ তব প্রেমে হইয়া ভোর।। চণ্ডিদাসে কয় ঐছন পিরীতি জগতে আর কি হয়। এমত পিরীতি নাদেখি কখন ইহা নাকহি লে নয়।। ১০ ।।

ধানশী ।। কানু কহে রাই কহিতে ডরাই ধবলী চরাই মুই। রাখালীয়া মতি কিজানী পিরীতি লেহের পশরা তুই ।। ফিরি বনে২ ধবলীর সনে পিরীতি কিজানী রাই। যে গুণে আমারে বেন্ধেছ কিশোরী তার শোধ দিতে নাই ।। তুমি মম বুদ্ধি সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধি সকল সুখদধাম। আমি সব পরিশ্রম নিবারি লই এ বাঁশীতে তোমার নাম।। প্রণয় অধিক আতঙ্ক গুণীরাই তোমার প্রশঙ্গ বিনু। কান্ত কহে কানু হইবে খালাস গৌর হইলে তনু ।। ১১ ।।

গান্ধার ।। তেজি কাল বরণ করিব ধারণ তোমার অঙ্গের কান্তি। তুয়া নাম লয়ে আকুল হইয়ে অশ্রু জলে হব শান্তি ।। মেলী ভক্তগণ করিব কীর্ত্তন রাধা২ ধ্বনি করি। ক্ষণে২ মূর্চ্ছা হইবে যখন অচেতনে রব পড়ি ।। যবে ভেবে তব ভাব হবে প্রেম ভাব স্বভাব ছাড়িবে দেহ। ত্যেজি বংশীধর হবো দণ্ডধর রাখিতে নারিবে কেহ।। অমূল্য রতন তব প্রেম ধন অযাচকে দিব আনি। বিরচন্দ্রে কয় তবে সে খালাস পাইবে প্রেমের ঋণী।। ১২ ।।

ভক্তের প্রার্থনা ॥

ভৈরবী ॥ ভজহ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণার বিন্দ। দুলহ মানুষ জনম সত সঙ্গে তরহ এভব সিন্ধু ॥ ধ্রু ॥ শীত আতপ বাত বরিখনে এদিন যামিনী জাগি। বিফলে সে বিনু কৃপন দুরজন চপল সুখ নব লাগি। এরূপ যৌবন ভবন ধন জন ইথে কি আছে পরতিত। কমল জল দল জীবন টল মল সেবহ হরিপদ নিত॥ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবন দাসী। পূজন সখীগণ আত্ম সমর্পণ গোবিন্দ দাস অভিলাশী ॥ ১ ॥

যথারাগ॥ পতিত পাবনী ধনী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী বারেক কৃপা করিতে যুয়ায়। দূরেণ পেলিহ মোরে রাখিহ সখীর মেলে মিছাকাজে এজনম যায়॥ কি কহিব মহিমা ত্রিভুবনে নাহি সীমা ব্রজেন্দ্রনন্দন মন মোহিনী। এতেকমহিমা শুনি স্মরণ লইনু পুনি ব্রজকুল উদ্ধার কারিণী ॥ মোরে কি এমন হব শ্রীরাধার চরণ পাব সখী সঙ্গে কুঞ্জেকরোবাস। অন্ধ কূপ গৃহ মাঝে ডুবি রৈণু মিছাকাজে নিবেদন গোবিন্দ দাস ॥ ২ ॥

সমাপ্তঃ ॥

চাঁপাতলা নিবাসী শ্রীগৌরমোহন দাসেন সংগৃহিতঃ ॥